ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 9 July, 2023 ■ আগরতলা ৯ জুলাই ২০২৩ ইং ■ ২৩ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বঙ্গে পঞ্চায়েত ভোটে চলল গুলি বোমা, নিহত ১৩, রক্তাক্ত হল বহু

কলকাতা, ৮ জুলাই।। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ভোটে ব্যাপক হিংসার ঘটনা ঘটেছে। বহু জায়গায় বুথ দখল করে নিয়েছে দুষ্কৃতিরা। চলেছে বোমা, গুলি। তাছাড়া আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বুথ দখল করে নেয়ার ঘটনাও ঘটেছে। বহু বুথের কর্মীরা ভোটবাক্স নিয়ে পালিয়ে আত্মগোপন করেছেন। দিনভর চলেছে এই ঘটনা। কেন্দ্রীয় বাহিনীর কোন হদিশ মিলেনি বলেও অভিযোগ করেছেন অনেক ভোটকর্মী। সর্বশেষ পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে কমপক্ষে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে আছেন বহু মানুষ।

পঞ্চায়েত ভোটকে ঘিরে হিংসার আবহ বিভিন্ন জেলায়। নদিয়ার আড়ংঘাটা খোশলপুরে ১২১ নম্বর বুথে পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী রেখা ঘোষের অনুগামীরা ভোটকর্মীদের ঘুম থেকে তুলে ব্যালট বাক্স ছিনতাই করার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনা ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ব্যাহত ভোটগ্রহণের প্রক্রিয়া। হুগলি জেলার আরামবাগের আড়ান্ডি এক নম্বর অঞ্চলের সাতমাসায় গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল। এক যুবকের পায়ে গুলি লেগে বেরিয়ে যায়। আক্রান্ত যুবক কায়েমউদ্দিন মল্লিক। তিনি নির্দল প্রার্থীর সমর্থক। অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের।

পঞ্চায়েত ভোটকে ঘিরে অশান্তির আগুনে জ্বলছে মুর্শিদাবাদ জেলা। এই জেলায় ভোটকে কেন্দ্র করে হিংসার মৃত্যু হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের তিন কর্মীর। শাসক-বিরোধী সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়িয়েছে জেলাজুড়ে। শুক্রবার রাতে মুর্শিদাবাদে রাজনৈতিক হিংসার বলি হন তৃণমূলের কর্মী বাবর আলি (৪০)। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা থানার অন্তর্গত কাপাসডাঙা ষষ্ঠীতলা এলাকায়। শুক্রবার রাতে গ্রামের একটি চায়ের দোকানে বসেছিলেন বাবর এবং ফুলচাঁদ শেখ। তখনই দুষ্কৃতী এসে দু'জনকে বেধড়ক মারধর করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন। গুরুতর আহত অবস্থায় দু'জনকে বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করানো হলে সেখানকার চিকিৎসকেরা বাবরকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভাকে কুলষিত করেছেন বিরোধীরা ঃ রাজীব ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। অসাংবিধানিক শব্দ ব্যবহার করে বিধানসভাকে কুলষিত করেছেন বিরোধীরা। ত্রিপুরার জন্য তা অত্যন্ত দুঃখের ও লজ্জার বিষয়। আজ শনিবার প্রদেশ বিজেপির সদর দফতরে সাংবাদিক সম্মেলনে বিরোধীদের আচরণের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।

উদ্বেগ প্রকাশ করে রাজীব বলেন, বিরোধী দল সরকারের প্রতিবিম্ব হিসেবে কাজ করে। ত্রিপুরা ও মানুষের স্বার্থে বিধানসভায় গঠনমূলক আলোচনা করবেন তাঁরা। কিন্তু বিরোধীরা গতকাল পবিত্র বিধানসভায় দাঁড়িয়ে যে অসাংবিধানিক শব্দ ব্যবহার করছেন তা অত্যন্ত দুঃখের ও লজ্জার বিষয়। তাঁর দাবি, বিরোধীরা যেভাবে বিধানসভাকে কুলষিত করেছেন তা কোনও ভাবেই সাধারণ জনগণ মেনে নিতে পারবেন না।

আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য দাবি করেন, গতকাল বিধানসভায় যে অসাংবিধানিক শব্দ ব্যবহার হয়েছে তাতে স্পষ্ট, বিরোধী দল আতঙ্কে ভুগছে। সাথে তিনি যোগ করেন, বিধানসভায় নতুন বিধায়কদের অসভ্য আচরণ সম্পর্কে বিরোধী পক্ষের প্রবীণ বিধায়করা মুখে কুলুপ এঁটে সর্মথন করে গেছেন।

নবেন্দুর দাবি, বিরোধী পক্ষের প্রবীণ বিধায়করা নতুন বিধায়কদের অসভ্য আচরণ করার জন্য প্ররোচিত করেছিলেন। নতুন বিধায়কদের দরকার ছিল সংসদীয় রীতিনীতি মেনে বিধায়সভায় প্রবেশ করা।

ইন্দ্রনগরে নাশকতায় পুড়ল চারটি দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ডে শুক্রবার রাতে রাজধানীর আগরতলা শহর এলাকার ইন্দ্রনগর বাঁধের পাশে তিনটি দোকান পুড়ে ছাড়খার হয়ে গেছে। দোকানের ভিতরে এক বৃদ্ধ রাতে ঘুমিয়ে ছিলেন। ঘুমন্ত অবস্থায় অগ্নিকাণ্ডে তার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

গভীর রাতে ইন্দ্রনগর বাঁধের পাশে কাটাখালের পাড়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা প্রত্যক্ষ করে স্থানীয় লোকজনরা ছুটে আসেন এবং খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জোয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে আগুন আলোতে আনে। তবে এর মধ্যেই তিনটি দোকান সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়। দোকানের ভিতর থেকে অগ্নিদগ্ধ এক ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। অভিযোগ এটি একটি নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

গতকাল রাতে টাউন ইন্দ্রনগর বাঁধের পাশে আগুন লেগে ভস্মীভূত হওয়া পরিবারের পাশে ৬ আগরতলা মন্ডল ও রাজ্য সরকার। প্রশাসনের তরফ থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। শনিবার দুপুরে ক্ষতিক্ষস্ত পরিবারদের হাতে চেক তুলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমবাসায় বিএমএস নেতা বহিষ্কার দুর্নীতির অভিযোগে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। দুর্নীতিতে জর্জরিত শাসক দল সমর্থিত বি এম এস -এর যুগ্ম সম্পাদক সন্তোষ দে। এই ধরনের দুর্নীতির জন্য তাকে বহিষ্কার করল বি এম এস এর ধলাই জেলা কমিটি। শনিবার বিজেপির ধলাই জেলা কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সন্তোষ দে -কে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিএমএস থেকে বহিষ্কার করা হয়।

জানা যায় সন্তোষ দে অনেক দুর্নীতিতে যুক্ত। ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনের সময় বিজেপি থেকে গাড়ি নেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক অনুষ্ঠানের জন্য, বিজেপির নেতৃত্ব গাড়িগুলির ভাড়া দিয়ে দিলেও সন্তোষ দে গাড়ি চালকদের ভাড়া দেয়নি। এ বিষয় নিয়ে সন্তোষ দে -কে পার্টির তরফ থেকে অনেকবার বলা হলেও তিনি কর্নপাত করেননি দলীয় নির্দেশ। এমনকি এখন পর্যন্ত গাড়ির শ্রমিকদের বকেয়া ভাড়া রয়ে গেছে।

বিভিন্ন আর্থিক আর্থিক দুর্নীতিতে যুক্ত থাকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বহিষ্কার করা হলো সন্তোষকে এবং সন্তোষের সাথে থাকা শ্যামল দেবনাথ ও শৈলেন পাল তাদেরকেও বহিষ্কার করা হয়। এদিকে শুক্রবার বাস জীপ চালক সংঘের একটি কমিটি গঠন করে সন্তোষ এবং তার দলবল। এই কমিটি ও অবৈধ বলে জানান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেলে কাটা পড়ে মহিলার মৃত্যু আমবাসায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হল পুলিশ কর্মীর সহধর্মিণীর। ঘটনা আমবাসা বিবেকানন্দ নগর সংলগ্ন এলাকায়। পুলিশ জানায় এদিন সকাল ৯ টার নাগাদ খবর পায় একটি মৃতদেহ রেল রাস্তার পাশে পড়ে রয়েছে।

পুলিশ এসে দেখতে পায় মৃতদেহটি রেলে কাটা পড়েছে। তবে কখন এই ঘটনাটি ঘটেছে তা রেল পুলিশ সঠিকভাবে বলতে পারছেন না। রেল পুলিশের তরফে জানানো হয় তদন্ত চলছে। তবে জানা যায় মৃত মহিলাটির নাম কবিতা রানী দেববর্মা। এদিকে জানা যায় মৃত মহিলার স্বামী সালেমা থানায় এ এস আই পদে কর্মরত রয়েছেন। মৃত মহিলার স্বামীর নাম অরুণ দেববর্মা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বীরচন্দ্রমনুতে যুবককে অপহরণ করে শরীরে ব্লেড চালিয়ে খুনের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার জেলাধীন বীরচন্দ্র মনু এলাকা থেকে জনৈক যুবককে অটোয় তুলে অপহরণ করে প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, শুক্রবার বিকেলের দিকে বীরচন্দ্র মনুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় একদল যুবক-যুবতী জন্মদিনের অনুষ্ঠান করছিল। সে সময় মনুবাজার থেকে একটি অটোয় চড়ে কতিপয় মদমত্ত যুবক এসে এক মেয়েকে টাকা দিয়ে কুপ্রস্তাব দেয়। ওই কুপ্রস্তাবের বিরুদ্ধে সুমন মগ নামের এক যুবক প্রতিবাদ করে। তাতে অটোর আরোহী কয়েকজন যুবকরা সুমন মগকে বলপূর্বক অটোয় তুলে নিয়ে যায়।

আজ শনিবার এ বিষয়ে সুমন মগ সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখীন হয়ে জানান, অটোর আরোহী যুবকরা প্রথমে তাকমাছড়া এডিসি ভিলেজের গভির জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে মারধর করে সুমনকে। মারধরের সময় কেউ শেভিং ব্ল্যাড দিয়ে আঁচড় দিয়ে রক্তাক্ত করে তাকে। সুমন বলেন, অটোর যুবকরা তাকে প্রাণে মারার চেষ্টা করেছিল। পরবর্তীতে অটোর আরোহী যুবকরা তাকে গর্জি শালবাগান এলাকায় ফেলে রেখে চলে যায়।

সেখান থেকে সুমন স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় কোনও প্রকারে নিজেকে বাঁচিয়ে চলে যান তাঁর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আনারস পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে ত্রিপুরার সুস্বাদু কিউ আনারস পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। এদিন ৯৮০ কেজি কিউ আনারস বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন ত্রিপুরার হর্টিকালচার ডিরেক্টর ফণী ভূষণ জমাতিয়া।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় কুইন ও কিউ দুই ধরণের আনারসের ফলন হয়। এর মধ্যে কিউ এতটাই সুস্বাদু আনারস যার চাহিদা রয়েছে বাজারে। দেশে একমাত্র ত্রিপুরাতে এই আনারসের উৎপাদন বেশি। দেশেও এই সুস্বাদু আনারসের চাহিদা অনেক। ত্রিপুরায় উৎপাদিত আনারসের প্রায় ৬০ শতাংশই কিউ প্রজাতির আনারস।

এদিন তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে ৭০০টি কিউ আনারস বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে। মোট ৯৮০ কেজি আনারস পাঠানো হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকেও ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর জন্য আম পাঠানো হয়েছিল বলে জানান তিনি।

বিধায়ক সুদীপ বর্মনের সরকারি আবাসনের আশেপাশে গঙ্গা জল ছিটিয়ে দিলেন শাসক দলের কর্মীরা।

বিশালগড়ে গৃহবধূর মৃত্যু রহস্যজনকভাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। বিশালগড় থানা এলাকার প্রভুরামপুরে এক গৃহবধুর মৃত্যু ঘিরে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। মিতার বাপের বাড়ির লোকজনরা অভিযোগ করেছেন তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বিশালগড় নবীনগরের মানিক মিয়া তার মেয়েকে প্রভুরামপুরের ইদ্রিস মিয়ার সঙ্গে ছয় বছর আগে বিয়ে দিয়েছিল। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই নাকি শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করে আসছে স্বামী। এনিয়ে সালিশি সভাও হয়। কিছুদিন আগে উগান্ডার যুবতী পাচারকান্ডে বিশালগড় থানায় গ্রেফতার হয় ইদ্রিস। জেল থেকে এসেই নাকি আবার শুরু হয় গৃহবধূর উপর অত্যাচার। শুক্রবার বিকেলে গৃহবধূর বাবার বাড়িতে ফোন যায় মেয়ে অসুস্থ। তারা বিশালগড় হাসপাতালে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান মানিক সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ছাত্র সংগঠনগুলিকে রাস্তার মোড়ে মোড়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। নাহলে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিয়ে ধ্বংস করে দেবে সরকার। শনিবার ছাত্র-যুব ভবনে এসএফআই সদর বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে প্রয়াত অরুণ দেবের ৩৪ তম শহীদান দিবসে বক্তব্য রেখে একথা বলেন পুলেটব্যরোর সদস্য মানিক সরকার। তিনি এদিন শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ছাত্র সংগঠন গুলির উদ্দেশ্যে বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়েছে।২৫ টি সাধারণ ডিগ্রী কলেজের মধ্যে মাত্র সাড়ে তিন শতাধিক কাছাকাছি অধ্যাপক রয়েছেন।

কিন্তু কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় এক লক্ষাধিক হবে। সুতরাং কলেজে অধ্যাপকের বড় ঘাটতি রয়েছে। সরকার সেই ঘাটতি মেটাতে কোন ভূমিকা নিচ্ছে না। বিষয়কেন্দ্রিক অধ্যাপক না থাকার কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজ পরিবর্তন করছে, আবার বহু ছাত্রছাত্রী বিষয়কেন্দ্রিক অধ্যাপকের অভাবে বিষয় পরিবর্তন করে অন্য বিষয় নিয়ে পড়াশোনার করার চেষ্টা করছে। তিনি এদিন কলেজ গুলোর বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সমালোচনা করে বলেন, কলেজগুলির মধ্যে নেই পানীয় জল এবং বিদ্যুতের সুবন্দোবস্ত। ফলে ভুগছে ছাত্র-ছাত্রীরা।

এদিকে সরকার উচ্চশিক্ষায় নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করার নাম করে কলেজে ভর্তির ফি তিন শতাধিক টাকা থেকে এক ধাপে বৃদ্ধি করে ১,১০০-১২,০০ টাকা করে আদায় করছে। সরকার বিনামূল্যে পড়াশোনা করার সুযোগটুকু ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। বেসরকারি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিতে এ ধরনের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমবাসায় প্রায় দুই কোটি টাকার শুকনো গাঁজা উদ্ধার, গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনে আবারও সাফল্য পেয়েছে ত্রিপুরার আমবাসা থানার পুলিশ ও আসাম রাইফেলস। আমবাসার বেতবাগান নাকাপয়েন্টে এক কন্টেইনারে তল্লাশি চালিয়ে ৩৬ প্যাকেটে মোট ৪৯৮ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, জানিয়েছেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুমন মজুমদার। সাথে লরির চালককে আটক করা হয়েছে।

ইন্সপেক্টর জেনারেল আসাম রাইফেলস (পূর্ব)-এর অধীনে আগরতলা সেক্টর আসাম রাইফেলসের রাধানগর ব্যাটালিয়ন এবং ত্রিপুরার ধলাই জেলার আমবাসা থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে প্রায় ২ কোটি টাকা মূল্যের ৪৯৮ কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে।

মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুমন মজুমদার জানিয়েছেন, আজ সকালে আমবাসা বেতবাগানে নাকা পয়েন্টে সন্দেহমূলকভাবে এমএইচ ১২ আরএন ৮৯৮৪ নম্বরের এক কন্টেইনার গাড়িকে আটক করে আমবাসা থানার পুলিশ। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৩৬ প্যাকেটে শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। ৩৬ প্যাকেটে মোট ৪৯৮ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করতে পুলিশ সক্ষম হয়েছে বলে জানিয়েছেন এসডিপিও সুমন মজুমদার। তিনি জানান, সাথে গাড়ির চালককে আটক করা হয়েছে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, ধৃত চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে, আগরতলা বাইপাস থেকে গাঁজাগুলো গাড়িতে বোঝাই করেছে সে। আজ সকালে চালক কন্টেইনার করে শুকনো গাঁজাগুলি অসমের শিলচরে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল।

এসডিপিও জানান, বাজেয়াপ্তকৃত গাঁজা সহ অভিযুক্তকে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার জন্য ধলাই জেলার আমবাসা থানার হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

জনজাতিদের অধিকার রক্ষার দাবিতে বিধানসভায় কম্পন ধরাতে বললেন প্রদ্যোত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। গ্রেটার তিপ্রালান্ড আদায় করতে হলে আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে হবে। বিধানসভার অধিবেশনে সেনাপতি হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। মাধব বাড়ি থেকে এই আওয়াজ তুললেন তিপ্রা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। শনিবার গ্রেটার তীব্র ল্যান্ডের দাবিতে জিরানিয়ার মাধব বাড়িতে সভা করে মথা। সেখান থেকে দলের বিধায়কদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন আগামী দিনের বিধানসভায় এমন আওয়াজ তুলতে হবে যাতে গোটা রাজ্যে কম্পন ধরে।

বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে যেভাবে মথার বিধায়করা বিভিন্ন দাবিতে জোরালো আওয়াজ তুলেছিল তার চেয়েও আগামী দিনে বিধানসভায় তিপ্রাসাদের অধিকার রক্ষার জন্য আরো শক্তিশালী ভূমিকা নিতে হবে। দলের বিধায়কদের এই ভাবেই নির্দেশ দিলেন তিনি। রাজনৈতিক মহল বলছে আগামী দিনে বিধানসভা আরো বেশি সরগরম হতে যাচ্ছে। তার প্রভাব পড়বে রাজ্য রাজনীতিতে।

প্রদ্যুৎ বলেন ভিলেজ কমিটির নির্বাচন হবে। কোর্ট থেকে আমরা এই অর্ডার এনেছি। তার জন্য দলীয় কর্মীদের প্রস্তুত থাকার ও বার্তা দিলেন। বাজেটে এডিসির জন্য অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে অভিযোগ করেন প্রদ্যুৎ বলেন তার জন্য আন্দোলন জারি রাখতে হবে। হিম্মত রাখতে হবে এডিসির পরিচালন কমিটিকে। প্রয়োজনে রাজ্যপালের কাছে গিয়ে ইস্তফা পত্র দিতে হবে। এর পেছনে একটি উদ্দেশ্য হতে হবে জনজাতিদের অধিকার রক্ষা। যারা এই অধিকার রক্ষার জন্য পয়সা, মন্ত্রিত্ব, চাকরি ছাড়তে পারবেন তাদেরই দলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রদ্যুত বলেন আমি পলিটিক্যাল লিডার নই। পলিটিক্স করা আমার ইন্টারেস্ট নেই। আমার ইন্টারেস্ট হচ্ছে তিপাসাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। আমাকে নিয়ে অনেকেই বলাবলি করতে শোনা গেছে ৩০০ কোটি টাকা দফারফা হয়েছে শাসক দলের সঙ্গে। মন্ত্রী এমএলএ এমপি সিএম ডেপুটি সিএম ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৯ ◻ সংখ্যা ২৪৮ ◻ ৯ জুলাই ২০২৩ ইং◻ ২৩ আষাঢ় ◻ রবিবার ◻১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সমাজ সংস্কারই উত্তোরণের পথ

সমাজে দলিত নির্যাতন এখনো বহাল রহিয়াছে। স্বাধীনতার ক্রম বিবর্তনের মধ্যে এই ধরনের ঘটনা খুবই লজ্জাজনক, কলঙ্কজনক। এই ধরনের ঘটনা কোনভাবেই মানিয়া নেওয়া যায় না। এর বিরুদ্ধে দেশ জুড়িয়া সচেতন নাগরিকদের আরো অগ্রসর হইতে হইবে। সমাজ সংস্কারের মধ্য দিয়েই এই ভয়ংকর প্রবণতা হইতে মুক্তি মিলিতে পারে। অন্যতম সমাজবিজ্ঞতা আরও অধঃপতনের দিকে ধাবিত হইবে। মধ্যপ্রদেশে দলিতের গায়ে 'বিজেপি কর্মী'র প্রস্রাবের অভিযোগ নিয়া চাঞ্চল্যের মাঝেই এইবার ভাইরাল হল আরও একটি ভিডিও। এটিও মধ্যপ্রদেশেরই। গোয়ালিয়রে এক ব্যক্তিকে দেখা গেল একজনের জুতো চাটিতে! এক চলন্ত গাড়ির ভিতরের এই ঘটনার ভিডিও ঘিরিয়ি তৈরি হইয়াছে নয়া বিতর্ক। ইতিমধ্যেই দু'জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে পুলিশ। গত কয়েকদিন ধরিয়াই মধ্যপ্রদেশের এক আদিবাসী যুবকের মুখে 'বিজেপি কর্মী'র প্রস্রাব করার ভিডিও ভাইরাল হইয়াছিল। সেই ঘটনার রেশ কাটিতে না কাটিতেই এইবার শ্লীলতাহানির ভুয়ো অভিযোগ তুলিয়া সমাজের দুই পিছাইয়া পড়া সম্প্রদায়ের যুবককে মল বা বিষ্ঠা খাওয়ানোর অভিযোগ উঠিল। ঘটনায় স্থানীয় একটি পরিবারের ৭ জনের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করিয়াছে পুলিস। ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে ২ মহিলা সহ ছয়জনকে। শুধু তাই নয়, রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্রর নির্দেশে এদিনই অভিযুক্তদের বাড়ি বুলডোজার দিয়া গুঁড়াইয়া দেয় স্থানীয় প্রশাসন। ঠিক যেমনটা প্রস্রাব কাণ্ডে অভিযুক্ত বিজেপি নেতা প্রবেশ শুক্লার ক্ষেত্রে করা হইয়াছিল। গত ৩০ জুন ঘটনাটি ঘটে শিবপুরী জেলার ওয়ারখাড়ি গ্রামে। নিগৃহীত দুই যুবকের একজন দলিত জাটভ সম্প্রদায়ের এবং অন্যজন অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত কেওয়াট সম্প্রদায়ের। যৌন নিগ্রহের অভিযোগে তাঁহাদের বেধড়ক মারধর করা হয়। খাওয়ানো হয় মানুষের মল। তাহার পর মুখে কালি লাগাইয়া, জুতোর মালা পরাইয়া গ্রামে ঘোরানো হয়। নিগৃহীত যুবকদের পরিজনরা বিষয়টি থানায় জানাইলে তৎপর হয় প্রশাসন। যৌন নিগ্রহের যে অভিযোগ করা হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ ভুয়ো। গ্রামের কয়েকজন তরুণীর সঙ্গে শুধু ফোনে কথা বলিয়াছিলেন ওই দুই যুবক। তাঁহাদের কোনওদিন দেখা-সাক্ষাতই হয়নি। সম্পত্তিগত বিবাদের জেরে এই ঘটনা। হামলা চালাইতেই মিথ্যা অভিযোগ সাজাইয়াছিল অভিযুক্তরা। গোটা ঘটনাটিকে 'তালিবানি শাসন' ও 'মানবতার লজ্জা' আখ্যা দিয়া তীব্র নিন্দা করেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র। মন্ত্রী বলেন, 'এইধরনের ঘটনা একেবারেই বরদাস্ত করা হইবে না। সরকার প্রশাসনকে আরো কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিতে হইবে। সার্বিক প্রচেষ্টাতেই এই ভয়ংকর হইতে মুক্তি মিলিতে পারে।

মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ, আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন ডাচ কিংবদন্তি এডউইন ফন ডার সার

লন্ডন, ৮ জুলাই (হি.স.): মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হওয়ায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের গোলরক্ষক ও আয়াক্সের ডাচ কিংবদন্তি এডউইন ফন ডার সারকে। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে নিবিড় পর্যবেক্ষণে আছেন এই ডাচ কিংবদন্তি।

ক্রোয়েশিয়ায় ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন ৫২ বছরের ফন ডার সার। অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে স্বস্তির খবর দিয়েছে আয়াস্ক। ডাচ ফুটবলের শীর্ষ লিগ ইরেদিভিসির ক্লাবটি জানিয়েছে, ফন ডার সার এখন 'শঙ্কামুক্ত'। আয়াক্সের সবাই এডউইনের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছে।

ভোট নয়, লুট চলছে; তোপ শুভেন্দুর, নন্দীগ্রামে প্রয়োগ করলেন ভোটাধিকার

নন্দীগ্রাম, ৮ জুলাই (হি.স.): ভোট নয় লুট চলছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে রাজ্যজুড়ে হিংসাত্মক ঘটনার প্রেক্ষিতে বললেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেছেন, 'এটা নির্বাচন নয়, এটা মৃত্যু। রাজ্যজুড়ে হিংসার আগুন জ্বলছে।'

পঞ্চায়েত ভোটকে ঘিরে শনিবার সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটছে। মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। ভোটের দিন শুভেন্দু নন্দীগ্রামের ছিলেন। সকাল সকাল নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন তিনি। শুভেন্দু সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়নি। সিসিটিভিগুলি কাজ করছে না। এটা ভোট নয়, লুট...এটা তৃণমূল গুন্ডা ও পুলিশের যোগসাজশ, আর সেই কারণেই এত খুন হচ্ছে।'

হাইওয়ে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্যবসা ও শিল্পের উন্নতি হবে, তেলেঙ্গানায় বললেন গড়করি

ওয়ারাঙ্গাল, ৮ জুলাই (হি.স.): হাইওয়ে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্যবসা ও শিল্পের উন্নতি হবে। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি। শনিবার তেলেঙ্গানার ওয়ারাঙ্গালে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় নীতিন গড়কড়ি বলেছেন, 'আমি নিশ্চিত, হাইওয়ে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্যবসা ও শিল্পের উন্নতি হবে। আমি প্রায়শই আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির বিখ্যাত উক্তিটি পুনরাবৃত্তি করি - আমেরিকান রাস্তাগুলি ভাল নয়, কারণ আমেরিকা ধনী। কিন্তু আমেরিকা ধনী, কারণ আমেরিকান রাস্তাগুলি ভাল।'

কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি আরও বলেছেন, 'আমি খুশি যে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এখানে যে রাস্তার পরিকাঠামো গড়ে উঠবে, তা খনি শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসা, রফতানি-আমদানি এবং উন্নয়নের ছোট কেন্দ্রগুলিকে সংযুক্ত করবে এবং আমরা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করব।'

মালতীপুরে ১৮টি বুথে ছাপ্পার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

সামসী, ৮ জুলাই (হি. স.) : মালদার চাঁচল-২ ব্লক তথা মালতীপুর বিধানসভা এলাকায় শাসকদলের বিরুদ্ধে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ উঠল। অভিযোগ করেন মালতীপুরের প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক আলবেরুনী। প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক আলবেরুনী অভিযোগ করে বলেন, চাঁচল-২ ব্লক এলাকায় মোট ১৮ টি বুথে ছাপ্পা ভোট হয়েছে। তিনি বলেন, জালালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬৩, ৬৪, ৬৭ ও ৮১ এই চারটি বুথে টিএমসি আশ্রিত গুন্ডা বাহিনী পুলিশের সামনেই ছাপ্পা ভোট করেন। গৌড়হন্ড পঞ্চায়েতের ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ নং বুথ এবং চন্দ্রপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯৪, ৯৫, ১০১, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭ ও ১০৮ এই আটটি বুথ দখল করে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ ওঠে।তাঁর অভিযোগ, স্পর্শকাতর হওয়া সত্ত্বেও ওই বুথ গুলিতে কোন কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিলনা। পুলিশের সামনেই শাসকদলের গুন্ডা বাহিনী ছাপ্পা ভোট করলেও পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। কোন বাধা দেননি পুলিশ। পুলিশ শাসকদলের লোকজনের কাছে বিড়ি চেয়ে খাচ্ছেন বলে অভিযোগ।বিষয়টি চাঁচলের এসডিপিওকে জানালেও তিনি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি বলে অভিযোগ করেন আলবেরুনী। তাই শাসকদলের বিরুদ্ধে ছাপ্পা ভোটের প্রতিবাদে কংগ্রেস ও বিজেপি যৌথভাবে চাঁচল থানায় ঘেরাও করে অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হবেন বলে দাবি করেন। তাই ছাপ্পা ভোটের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য লিখিতভাবে চাঁচল থানায় জানিয়েছেন কংগ্রেসের চাঁচল-২ ব্লকের সভাপতি সৈয়দ মানজারুল ইসলাম।

মানসিক সমস্যাকে আড়াল করে বিপদ ডেকে আনবেন না

বরুণ দাস

একুশ শতকে পা রেখে শিক্ষিত ও সচেতন মানুষ পুরনো ধ্যানধারণা বর্জন করবেন এটাই আমাদের সঙ্গত আশা। কারণ শিক্ষার আলো সচেতনতাকে বাড়িয়ে তুলবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই স্বাভাবিক ব্যাপারটা তেমন একটা আমাদের চোখে পড় না, এটাই আফশোসের কথা। শিক্ষা আমাদের যুক্তিবোধকে শান দেবে এবং অযৌক্তিক বিষয়গুলি থেকে আমাদেরকে সরিয়ে রাখবে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে কোথায়? আমরা আমাদের পুরনো ধ্যানধারণাগুলিকে আজও আঁকড়ে রাখতে আগ্রহী।

তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, শিক্ষা কি শুধুই অর্থ রোজগারের একমাত্র মাধ্যম? আমাদের আরাম-বিরাম-আয়াসে ডুবে থাকার নির্দিষ্ট পথ? মানুষের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য জীবনজগতের যে মৌলিক তফাত, তা ঝালিয়ে নেওয়ার জন্যেই তো শিক্ষার প্রয়োজন। আমাদের বোধের জগতকে নাড়া দেওয়ার জন্য শিক্ষার দরকার। আমাদের চিন্তা-চেতনা শক্তিকে শাণিত করার জন্য শিক্ষার দরকার। উচিত-অনুচিতের পার্থক্য বোঝার জন্য শিক্ষার দরকার। যাবতীয় অযৌক্তিকের বেড়া টপকানোর জন্য শিক্ষার দরকার। কিন্তু আমাদের আফশোস, চারদিকে একবার সতর্ক চোখ রাখলেই বেশ বোঝা যায়, প্রথাগত শিক্ষার প্রসার হলেও আমাদের অনেকেরই ভিতরকার সাবেকি ধ্যান-ধারণার কোনওরকম রদবদলই ঘটেনি। সময়ের অগুণতি সিঁড়ি ভেঙে একুশ শতকে পার রাখলেও আমাদের মন পড়ে আছে সেই উনিশ শতকের দোরগোড়ায়। মনটাকে কিছুতেই টেনে আনা যাচ্ছে না। একুশ শতকের অঙ্গনে। এটা একটা ট্র্যাজেডি বটে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, শিক্ষা-দীক্ষা নির্বিশেষে এই ট্র্যাজেডির শিকার কিন্তু আমাদের অনেকেই।

অনেক সময়েই আপনার-আমার পরিবারের প্রিয়জন তো বটেই, পরিচিতজনদের মুখ থেকেও শুনতে পাবেন, 'আমার মন ভালো নেই'। এই পরিচিত কথাগুলির সঙ্গে আমরা অনেকেই বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। শুনি বটে কিন্তু পরক্ষণেই তা ভুলে যাই কিন্তু কোনোরকম গুরুত্ব দিই না। যাকে বলে ক্যাজুয়ালি নিই কথাগুলিকে। যিনি বলেন, তিনিও বোধহয় শ্রোতার কাছ থেকে কোনও সদুত্তর আশা করেন না। কারণ তিনি নিজেও হয়ত আগে পরিচিত কারও কাছ থেকে ওই একই কথা শুনেছেন এবং নির্বিকার থেকেছেন।

অথচ উভয়েই কিন্তু শিক্ষিত এবং সচেতন। এরা প্রতিনিয়ত গুগল ঘেঁটে অনেক তথ্য-পরিসংখ্যানে নজর রাখেন। আজকের ভাষায় যাকে বলি, নিজেকে 'আপডেট' করা। কারণ প্রতিদিন প্রায় নিয়ম করে সমাজমাধ্যমে 'শেয়ার' করতে হবে। সিনেমা থেকে খেলাধুলো, রাজনীতি থেকে বিনোদন-অনেক বিষয়েই তিনি হয়ত ওয়াকিবহাল। কিন্তু অন্যের 'মন খারাপ' -এর সঙ্গে পাগল বা পাগলামি ব্যাপারটিকে গুলিয়ে ফেলেন।

ফলে অনেক সময়েই এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করেন। মানসিক ব্যাধি হলে যে দ্রুত চিকিৎসার প্রয়োজন এবং চিকিৎসা করালে তা সেরেও যায় তা কদাপি উচ্চারণ করেন না। পিছিয়ে থাকা গ্রাম কিম্বা উন্নত শহর, শিক্ষিত কিম্বা অশিক্ষিত, সচেতন কিংবা অসচেতন-সর্বস্তরেই একই মানসিকতার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। দৈহিক ব্যাধির মতো মানসিক ব্যাধিও যে স্বাভাবিক এবং দেরি না করে সময়ে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে তা যে সেরেও যায় তা অনেকেই বুঝতে চাই না। এটা আমাদের ত্রুটি একথা স্বীকার করতেই হবে। আজেক বিশ্বায়ন-বেষ্টিত ভোগবাজী সময়ে এক অসম প্রতিযোগিতার শিকার আমাদের অনেকেই। কেউ সচেতনভাবে, কেউবা অচেতনভাবে। এটা অযৌক্তিক চিন্তা আমাদের মাথায় সব সময় কাজ করে। কী সেই অযৌক্তিক চিন্তা? আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের থেকে, আমাদের প্রতিবেশিদের থেকে, আমার অফিসের সহকর্মীদের থেকে, এমনকী আমার ঘনিষ্ঠজনদের থেকেও আমাকে ভালো থাকতে হবে। কি সেই ভালোর সংজ্ঞা। বিলাস-ব্যসনে অর্থাৎ আর্থিক স্বচ্ছন্দে ডুবে থাকার এক উগদ্র বাসনা। খেয়েদেয়ে একটু ভালোভাবে বেঁচে-বর্তে থাকার বাসনা মোটেই অন্যায় নয়। সবারই সেই সাংবিধানিক অধিকার আছে। যদিও অনেক সময়ে তা সম্ভব হয় না অনেকের পক্ষেই। ফলে একশ্রেণির মানুষ যেমন বিলাসিতার অর্থে সমুদ্রে ডুবে থাকেন তো আর এক শ্রেণির মানুষ (যাঁরা সমাজে সংখ্যাধিক্য) থাকেন দারিদ্র্যের অতল আমার পুরী-দিঘা-দার্জিলিং যাওয়ার বেশি আর্থিক ক্ষমতাই নেই। 'ও পারে, আমি পারি না।' বিশ্বায়নবেষ্টিত সময়ের এই অনাকাঙ্ক্ষিত অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা মানুষকে 'না-পারা'র যন্ত্রণায় জর্জরিত করে দিচ্ছে। এক দুরূহ দ্বন্দ্ব-সমস্যা-সঙ্কটের দিকে সজোরে ঠেলে দিচ্ছে। এর ফলে মানসিক ভারসাম্য। এর ফলে মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে উঠছে। বিশ্বায়নের এই বৈশিষ্ট্য আমাদেরকে

তোমার দামি ফ্ল্যাট আছে, আমার নেই। তোমার বাইপাশ কিম্বা নিউটাউনে ফ্ল্যাট, আমার সেখানে নেই। তোমার গাড়ি আছে, আমার নেই। তোমার সন্তান দেশ -বিদেশের অভিজাত স্কুলে পড়ে, আমার সন্তানকে ওসব জায়গায় পড়ানোর সাধ থাকলেও সাধ্য নেই। তুমি প্রায়ই পরিবার নিয়ে শহরের নামিদামি রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ কিম্বা ডিনার করতে যাও, আমি বছরে একবারও যেতে পারি না, তুমি যখন-তখন হিল্লি-দিল্লি করে বেড়াও, আমি তা পারি না।

অন্ধকারে। ফলে পারস্পরিক বৈষম্য এবং এ থেকেও মন খারাপের সূত্রপাট ঘটা স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যাপারটা সর্বক্ষেত্রে তা নয়। চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে বিপুল ফারাকই অনেক সম্য মানসিক বিষাদের কারণ হয়ে ওঠে। তোমার দামি ফ্ল্যাট আছে, আমার নেই। তোমার বাইপাশ কিম্বা নিউটাউনে ফ্ল্যাট, আমার সেখানে নেই। তোমার গাড়ি আছে, আমার নেই। তোমার সন্তান দেশ-বিদেশের অভিজাত স্কুলে পড়ে, আমার সন্তানকে ওসব জায়গায় পড়ানোর সাধ থাকলেও সাধ্য নেই। তুমি প্রায়ই পরিবার নিয়ে শহরের নামিদামি রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ কিম্বা ডিনার করতে যাও, আমি বছরে একবারও যেতে পারি না, তুমি যখন তখন হিল্লি দিল্লি করে বেড়াও, আমি তা পারি না। কারণ প্রতিনিয়ত এক চূড়ান্ত হতাশার মধ্যে ডুবিয়ে দিচ্ছে। সব সময়েই মনে হয়, আমার জীবন বৃথা। অহর্নিশ এই চিন্তা থেকেই মনে বিষাদের জন্ম নেয়। সেই বিষাদ থেকেই একসময় আত্মহননের পথে ঝুঁকি পড়ছে মানুষের বিষয়ী-মন।

এ নিয়ে কী বলছেন শহরের বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা? একবার জেনে নেওয়া যাক তাঁদের যুক্তিনিষ্ঠ অভিমত। সুস্বাস্থ্য বলতেই -বা কি বুঝি আমরা? রোগ-ব্যাধিহীন দেহ? 'আসলে সুস্বাস্থ্য হল শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতা। মানসিক স্বাস্থ্য বলতে মানসিক ভারসাম্যযুক্ত একটি অবস্থা, যেখানে ব্যক্তির চিন্তা, আবেগ এবং আচরণ একে অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা রেখে, ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ কার্যকারিতা বজায় রাখে'। এমনই স্পষ্ট বক্তব্য কলকাতার বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ড. তীর্থঙ্কর দাশগুপ্ত এবং মনোবিদ অন্বেষা চ্যাটার্জির। উভয়েরই স্পষ্ট কথা, 'মানসিক সমস্যা বলতে এই তিনের (চিন্তা, আবেগ এবং আচরণ) ভারসাম্যহীনতা বোঝার'। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল, মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আজও কি আমরা মানসিক অসুস্থতাকে 'পাগল হয়ে যাওয়া' বলে অভিহিত কবি না? কিম্বা চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে যাওয়া রোগীকে বাড়িতে আনার আগ্রহ দেখাই? এসব প্রশ্নের উত্তর খুব একটা সুখপ্রদ নয় বলে আমাদের অনেকেরই জানা।

বরং মানসিক অসুস্থ রোগীকে পরিবারের লোকজনেরা প্রয়োজনীয় চিকিৎসার বদলে তাকে পরিবার ও সমাজ থেকেই বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ যাকে বলে 'একঘরে' করে দিতে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাকে সচেতনভাবে এড়িয়ে চলেন কিম্বা তার সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন। সম্ভবত এই কারণেই মানসিক অসুস্থ রোগীরা নিজেদের অসুস্থতার কথা প্রকাশ্যে আনেন না, আনতে ভয় পান। ফলে সঠিত সময়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা- পরিষেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। ফলে রোগ ক্রমশ দানা বাঁধে এবং একসময় তা চিকিৎসার বাইরে চলে যায়।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ড. তীর্থঙ্কর চ্যাটার্জির কথায়, 'মানসিক স্বাস্থ্য এড়িয়ে যাওয়ার বিষয় নয়। বরং যদি কখনও কোনও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, তা স্বীকার করা, বোঝার চেষ্টা করা এবং প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত-তা সে নিজের সঙ্গে হোক অথবা পরিচিত তারও'। এবার আসা যাক আপনার মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হচ্ছে কিনা, অথবা মানসিক কোনও সমস্যা হচ্ছে কিনা তা বুঝবেন কেমনে? আর বুঝতে না পারলে তার সমাধানে এগিয়ে আসও তো সম্ভব নয়।

মহানগরের মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা বলেন, মনোরোগ বুঝতে গেলে প্রথমেই আপনাকে মনের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। কিছু কিছু উপসর্গ আছে যা আপনার মানসিক স্বাস্থের অসুস্থতা প্রমাণ করে। সেগুলি দীর্ঘদিন ধরে আপনাকে ঘিরে আবর্তিত হলে সতর্ক হবেন। কী সেই উপসর্গগুলি? মনমরা ভাব। অকারণে দুঃখ অনুভূত হওয়া ঘুম না হওয়া অকারণে দুশ্চিন্তা। নিজেকে দোষী মনে হওয়া। একা থাকতে ইচ্ছে করা। হাত-পা কাঁপা। অতিরিক্ত রাগ। রাগ নিয়ন্ত্রণে না রাখতে পারা।

এখানেই শেষ নয়। আরও আছে। অতিরিক্ত বিরক্তি। অস্বাভাবিক কোনও চিন্তা যার সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই। একই চিন্তা বার বার আসা। একই কাজ বার বার করা (বার বার হাত ধোওয়া, পরিষ্কার করা, গণনা করা), ধৈর্যচ্যুতি। অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে পড়া। মাথা যন্ত্রণা, মাথা ভার, মাথা জ্বালা করা। নিজেক অসহায়বোধ করা। মনোযোগ দিতে সমস্যা। ভুলে যাওয়ার প্রবণতা। ভাঙচুর করার ইচ্ছা। অতিরিক্ত ঘুম। বুক কাঁপা। কমি বমি ভাব।

এবং সর্বোপরি আত্মহত্যার মতো ভয়াবহ চিন্তা। ওই দুই মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কথায়, এই সমস্যাগুলি যে সব সময় একসঙ্গে হবে তেমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। কিছু উপসর্গের ক্লাস্টার দেখা যেতে পারে মাত্র। আবার একটি বা দুটি উপসর্গ আছে মানেই আপনার মানসিক অসুস্থতা আছে তাও কিন্তু নয়। তাহলে? মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের স্পষ্ট কথা, উপসর্গগুলি দীর্ঘদিন ধরে অনুবৃত হলেই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত। কোনওভাবেই এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। শুরুতে চিকিৎসা শুরু করা গেলে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠা সম্ভব। বল্যবাহুল্য, গত ১০ অক্টোবর ছিল বিশ্ব মাসিক স্বাস্থ্য দিবস। এই দিবসে স্লোগান ছিল 'মানসিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতা সবার জন্য, একে বিশ্বব্যাপী অগ্রাধিকার দিন'। গোবাল হেল্থ পাউন্ডেশনের সভাপতি তথা বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. হিরন্ময় সাহা বলেন, মানসিক অসুস্থতা অন্যান্য সকল রোগের মতো এবং যে কোনও যোগ্য চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ হওয়া সম্ভব। বিভিন্ন বিষণ্ণতাজনিত রোগের এই মহামারি মোকাবিলায় সকল শ্রেণির ডাক্তারদের এগিয়ে আসা উচিত বলেও তিনি মনে করেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

খাদ্যসুরক্ষা নিশ্চিত করতে

বিশেষ প্রতিবেন ।। গত মাসে কেন্দ্রীয় সরকার গম মজুতের উপর ঊর্ধসীমা আরোপ করল, ১৫ বছরে এই প্রথম বার। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হল, সার্বিক খাদ্যসুরক্ষা বজায় রাখতে, বেলাগাম মজুতদারি ঠেকাতে এবং খাদ্যশস্যের বাজারে ফাটকা মুনাফা অর্জনের প্রবণতা রুখতেই এই সিদ্ধান্ত। দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সব গম বণিক, পাইকারি বিক্রেতা, খুচরো বিক্রেতা, খুচরো বিক্রয়ের চেন এবং গম প্রক্রিয়াকারক সব প্রতিষ্ঠানের উপরই এই নিষেধাজ্ঞা বলবত থাকবে ২০২৪-এর ৩১ মার্চ অবধি।

গম বণিক ও পাইকারি বিক্রেতাদের ক্ষেত্রে মজুতের ঊর্ধসীমা ৩০০০ মেট্রিক টন, খুচরো ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে ১০ মেট্রিক টন। দেশ জুড়ে বহু খুচরো বিক্রয়ের বিপণি রয়েছে, এমন চেনগুলি বিপণিপিছু সর্বাধিক ১০ মেট্রিক টন, এবং মোট ৩০০০ মেট্রিক টন গম মজুত করতে পারবে। কী পরিমাণ গম মজুত আছে, তা প্রতি সপ্তাহে কেন্দ্রীয় ডিপার্টমেন্ট অব ফুড অ্যান্ড পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন-এর হুইট স্টক মনিটরিং সেন্টারকে জানাতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, খুচরো বাজারে গমের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে কেন্দ্রীয় ভান্ডার থেকে মোট ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন গম ই-নিলামের মাধ্যমে দেশের বাজারে ছাড়া হবে। গমকলের মালিক, বেসরকারি গম বণিক, গমজাত পণ্যে উৎপাদনকারীরা এই গম কিনতে পারবেন। গত ২৩ জুন কেন্দ্রীয় সরকার ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়াকে এই ই-নিলাম ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দিয়েছে, নিলাম শুরু হবে ৫ জুলাই। এই নিলামে সর্বোচ্চ একশো মেট্রিক টন গম কেনা যেতে পারে। খুচরো ব্যবসায়ীরাও যাতে কিনতে পারেন, তাই সর্বনিম্ন পরিমাণ স্থির করা হয়েছে ১০ মেট্রিক টন। দাম স্থির হয়েছে কুইন্টাল-প্রতি ২১৫০ টাকা যে সপ্তাহে সিদ্ধান্তটি হল, তখন পাইকারি বাজারে গমের যা দাম ছিল, তার চেয়ে অন্তত পনেরো শতাংশ কম।

গমের দাম নিয়ন্ত্রণে এই ততরতা দেখে আশ্চর্য লাগতে পারে। কারণ, গম উতাদনে ঘাটতি ঘটায় জোগানে ঘাটতি দেখা দিতে পারে, এমন কোনও ইঙ্গিত কেন্দ্রীয় সরকার দেয়নি। বরং ফেব্রুয়ারি মাসে উৎপাদনের দ্বিতীয় অগ্রিম পূর্বাভাসে জানিয়েছিল যে, প্রধান রবি শস্যের উতাদন হবে রেকর্ড পরিমাণ, ১১২১.৮ লক্ষ মেট্রিক টন। মে মাসে তৃতীয় অগ্রিম পূর্বাভাসে এই অঙ্কটি আরও বেড়ে দাঁড়ায় ১১২৭.৪ লক্ষ মেট্রিক টনে। এই পূর্বাভাসগুলি থেকে স্পষ্ট যে, ২০২২-২৩ সালে গমের উৎপাদন গত পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ হওয়ার কথা। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে গমের উৎপাদনের পরিমাণ কমেছিল, কাজেই পরের অর্থবর্ষে তা বৃদ্ধির সংবাদটি ইতিবাচক। রবি শস্যের কেনাবেচার বাজার খোলার পরও গমের উতাদন সম্বন্ধে ইতিবাচক মনোভাব ছিল। সরকারি পূর্বাভাসে দেখা যাচ্ছিল যে, মোট সরকারি খরিদের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৩৪২ লক্ষ মেট্রিক টন, আগের অর্থবর্ষে খরিদের পরিমাণের কার্যত দ্বিগুণ। মে মাসের ৯ তারিখ অবধি সব ঠিকঠাক চলছিল সরকারি খরিদের পরিমাণ তত দিনে ২৫২ লক্ষ মেট্রিক টন ছাড়িয়েছে, আগের বছরের মোট খরিদের চেয়ে ৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন বেশি।

মে মাসের মাঝামাঝি প্রথম বিপদঘণ্টা বাজল। এফসিআই-এর পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, এর পর থেকেই সরকারি খরিদ কমতে আরম্ভ করল মাসের শেষে দেখা গেল, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সংস্থাগুলির মোট খরিদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৬২ লক্ষ মেট্রিক টন। স্বভাবত জুনের শেষ অবধি সরকারি খরিদ চলে। এ বার দেখা যাচ্ছে, মে মাস শেষ হওয়ার আগেই সে পালা ফুরিয়েছে। মনে হচ্ছে, ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা ৩৪২ লক্ষ মেট্রিক টনের ২৫ শতাংশ কমেই সরকারি খরিদ শেষ হল। গত বছর গমের উৎপদন হ্রাস পাওয়ায় সরকারি খরিদের পরিমাণ কমেছিল। তার আগের পাঁচ বছরে রবি খরিদ মরসুমে গমের সরকারি খরিদের গড় পরিমাণ ছিল ৩৬৬ লক্ষ মেট্রিক টন। এ বছরের খরিদের পরিমাণ তার চেয়ে তাতর্যপূর্ণ ভাবে কম। ২০২১-২২ সালে রবি খরিদ মরসুমে মোট সরকারি খরিদের পরিমাণ ছিল ৪৩৩.৪ লক্ষ মেট্রিক টন, মোট উতাদনের পরিমাণ যদিও এ বছরের প্রত্যাশিত উৎপাদনের চেয়ে ঢের কম ছিল। এ বছর কেন উৎপাদন ও সরকারি খরিদের মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য থাকল না, সে বিষয়ে এখনও কোনও সরকারি ব্যাখ্যা মেলেনি, তবে ঠিক কী ঘটেছে, সে বিষয়ে কিছু অনুমান করা যেতে পারে।

যদিও এ বারের গম উৎপাদন বিষয়ে সরকার আশাবাদী ছিল, কিন্তু সে আশায় আক্ষরিক অর্থেই জল ঢেলে দিয়েছে প্রকৃতি। যে সব অঞ্চলে বিপুল পরিমাণে গম উতাদন হয়, এ বছর মার্চ-এপ্রিলে সেই সব অঞ্চলে অসময়ের বৃষ্টি হল, ফলে গমের উৎপাদন মার খেল। এই ঘটনাটির কথা মাথায় রেখেই কেন্দ্রীয় সরকার এ বার সরকারি খরিদের ক্ষেত্রে গমের গুণগত মানের বিষয়ে শর্ত শিথিল করেছিল, বিশেষত বর্ষার ফলে গমের উপরিভাগের চকচকে ভাব কম থাকার ক্ষেত্রে। গত বছরের মতোই, এ বারও এফসিআই-এর গুদামে যে গম উঠেছে, তা গুণগত মানে খাটো অন্য দিকে, বেসরকারি বণিকরা এবং মিল মালিকরা বাজার থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি দামে উন্নত গুণমানের গম কিনেছেন। গমজাত পণ্য উৎপাদক শিল্পক্ষেত্র এ বার সরাসরি বাজার থেকে গম কেনার সিদ্ধান্ত করেছে আরও একটি কারণে "ওপেন মার্কেট অপারেশনস"-এর মাধ্যমে বাজারে যথেষ্ট গম জোগান দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারি ক্ষমতা বিষয়ে শিল্পমহলের সংশয় রয়েছে। এই সংশয়ের পিছনে একটা বড় কারণ কেন্দ্রীয় ভান্ডারে মজুত থাকা গমের পরিমাণ তলানিতে নেমে যাওয়া। এ বছর এপ্রিলে কেন্দ্রীয় ভান্ডারে মজুত ছিল মাত্র ৮৩.৫ লক্ষ মেট্রিক টন গম, ২০০৮ সালের পর সর্বনিম্ন পরিমাণ। প্রসঙ্গত, সে বছরই শেষ বারের মতো গম মজুতের ঊর্ধসীমা আরোপ করা হয়েছিল। জুন মাসে কেন্দ্রীয় ভান্ডারে মজুত থাকা গমের পরিমাণ ২১৪ লক্ষ মেট্রিক টন ২০২২ সালের জুন মাসে মজুত থাকা ৩১১ লক্ষ মেট্রিক টনের চেয়ে সামান্য বেশি। গত বছর জুনে গম মজুতের পরিমাণ ছিল ২০০৮ সালের পর সর্বনিম্ন। বেসরকারি বণিকরা এবং গম শিল্পের ব্যবসায়ীরা এ বছরের রবি খরিদ মরসুমে গম কিনতে এত বেশি ততর ছিলেন কেন, সেই কারণটি পাওয়া যেতে পারে তাঁদের একটি অনুমানে সরকার যা-ই বলুক না কেন, এ বছর আসলে ভারতে গমের উৎপাদন কমেছে। তা দাঁড়িয়েছে ২০২১-২২ অর্থবর্ষের উৎপাদনের পরিমাণের চেয়েও কম। রোলার ফ্লাওয়ার মিলার্স ফেডারেশন-এর মত হল, তৃতীয় অগ্রিম পূর্বাভাসে সরকার গমের যে পরিমাণ উৎপাদনের কথা বলেছিল, প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ তার চেয়ে অন্তত দশ শতাংশ কম। বাজারে এখন যে দরে যে পরিমাণ গমের খরিদ চলছে, তাতে মনে হয় যে, সরকারি হিসাবের তুলনায় গম ব্যবসায়ীদের হিসাবটিই বাস্তবের বেশি কাছাকাছি।

গমের বাজারের বর্তমান অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যে, সামনের কিছু মাসে গমের জোগানে ঘাটতি দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ফলে, মূল্যস্ফীতির হার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহনীয় সীমায় ফেরার আগেই খাদ্যপণ্যের বাজারদর তার উপর আবার ঊর্ধমুখী চাপ তৈরি করবে। গমের বাজারের অবস্থা দেখাই যাচ্ছে, বর্ষার চলন ধানের বাজার নিয়েও সংশয় তৈরি করছে। খাদ্যশস্যের বাজারে যাতে মজুতদারি ও ফাটকার প্রবণতা তৈরি না হয়, তার জন্য সরকার মজুতের ঊর্ধসীমা আরোপ করেছে বটে, কিন্তু সেটা যথেষ্ট নাও হতে পারে। প্রয়োজনে অত্যাবশ্যক পণ্য আইন প্রয়োগ করে ফাটকাবাজির প্রবণতা ঠেকাতে হবে, তার জন্য সরকারের তৈরি থাকা ভাল।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

“শান্তিপূর্ণ ভাবে গণতন্ত্রের উৎসব চলছে বাংলায়” ভোটে অশান্তি উড়িয়ে দাবি কুণাল ঘোষের

কলকাতা, ৮ জুলাই (হি.স.) : পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন সকাল থেকেই রাজ্যের একাধিক প্রান্ত থেকে হিংসা, বোমাবাজি, গুলি চালনার অভিযোগ আসছে। নির্বাচনের প্রথমার্ধেই মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে চলছে দুর্বৃত্তদের দাপাদাপি। এমনকি সংবাদমাধমের ক্যামেরার সামনেও বিরোধীদের গুলি ছুড়তে দেখা গিয়েছে। তারপরও তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের বক্তব্য, “শান্তিপূর্ণ ভাবে গণতন্ত্রের উৎসব চলছে বাংলায়”। তিনি বলেন, “আজকে এখনও পর্য্যন্ত যা ভোট চলছে, সব মিলিয়ে শুধু ৪৬ টা বুথ থেকে ছোট বড় কিছু খবর আসছে। তাদের মধ্যে কিছু মৃত্যু রয়েছে। অনভিপ্রেত। আমাদের কর্মীরাদের মৃত্যু হয়েছে। আমাদের কর্মীদের টার্গেট করে মারছে বিজেপি।” কুণাল ঘোষের যুক্তি, “৪৬ টা বুথে গন্ডগোল হচ্ছে। আর মোট বুথ ৬১ হাজারেরও বেশি। তাই ভোট প্রহসন, এটা কথা বলার কোনও জাস্টিফিকেশন নেই।”

সংবাদমাধ্যমকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করান তিনি। তাঁর বক্তব্য, “মিডিয়ার একাংশ আতঙ্কের বিপণন করছে। উৎসবের মেজাজে যে ভোট হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায়, তা সমানভাবে সামনে আসছে না।”

রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ভোট হিংসার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। সে প্রশ্নে, বিরোধীদের উদ্দেশে শাসকদলের মুখপাত্রের বক্তব্য, ” কমরেডরা কি অতীত ভুলে গেল? বিজেপি ত্রিপুরার কথা কি ভুলে গেল? শুভেন্দু অধিকারীর কোনও জনভিত্তি নেই। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। পরাজয় নিশ্চিত বুঝে ভুলভাল বলছেন।”

চাকুলিয়ায় খুন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী

চাকুলিয়া, ৮ জুলাই (হি. স.) : পঞ্চায়েত ভোটের দিন উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়ায় খুন হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। মৃত মহম্মদ শাহেনশা বিদ্যানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রার্থী।

শনিবার কবুতরখোপা ভেবড়া এলাকার একটি বুথে মহম্মদ শাহেনশা উপস্থিত হতেই তাঁর ওপর ধারাল অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে। ঘটনাস্থল থেকে গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ঘটনার পর থেকেই বন্ধ ভোটগ্রহণ পর্ব। এলাকার তৃণমূল কর্মীদের অভিযোগ, কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরাই এই হামলার ঘটনা ঘটিয়েছে। যদিও কংগ্রেসের তরফে হামলার অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

গুয়াহাটির হেঙেরাবাড়ি এলাকার আবাসন থেকে উদ্ধার দুই যুবকের মৃতদেহ

গুয়াহাটি, ৮ জুলাই (হি.স.) : গুয়াহাটি মহানগরের হেঙেরাবাড়িতে অবস্থিত জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের প্রধান কার্যালয় চত্বরে একটি আবাসন থেকে উদ্ধার হয়েছে দুই যুবকের মৃতদেহ।

দুই যুবকের মৃতদেহ দেখে প্রত্যক্ষদর্শীরা খবর দেন স্থানীয় দিশপুর থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় দিশপুর থানার পুলিশ এবং সিআইডি-র এক দল। সিআইডি এভং পুলিশের প্রাথমিক এনকুয়েস্টে মৃত দুই যুবককে ড্রাগস-আসক্ত বলে ধরা পড়েছে। উদ্ধারকৃত এক যুবককে সুরজিত সিনহা বলে শনাক্ত করা হয়েছে। পুলিশের তদন্তকারী আধিকারিক জানান, সুরজিত ভিনফিট নামের এক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ছিলেন। তবে মৃত অন্য যুবকের পরিচয় এখনও অজ্ঞাত, জানান তিনি। ইতিমধ্যে পুলিশ দুটি মৃতদেহ গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। অজ্ঞাতপরিচয় মৃত যুবকের নামধাম জানতে পুলিশি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

নদিয়ায় বাহিনীকে লক্ষ্য করে বোমা, পাল্টা গুলি চালালেন জওয়ানরা

নদিয়া, ৮ জুলাই (হি. স.) : নদিয়ার হাতিশালা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগ ওঠে সকাল থেকেই। অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা কেন্দ্রীয় বাহিনীকে লক্ষ্য করে প্রায় ২০টির বেশি বোমা ছোড়ে। সেই সময় আত্মরক্ষার স্বার্থে ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে শূন্যে পাঁচ রাউন্ড গুলি চালায় বাহিনী।

শনিবার ভোট শুরু হতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নদিয়ার হাতিশালা গ্রাম পঞ্চায়েত ও প্রাথমিক বিদ্যালয়। এলোপাথাড়ি বোমা ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। যার জেরে আতঙ্কে ভোট দিতেই আসতে পারছিলেন না এলাকাবাসী। শেষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বুথ কেন্দ্রে গুলি চালায় জওয়ানরা।

এদিকে, চাপড়াতে খুন হতে হয় এক ভোটারকে। ভোট দিতে গিয়ে আহত হন বেশ কয়েকজন। মৃতদেহটি চাপড়া গ্রামীণ হাসাপাতালে রাখা হয়। বিরোধীদের অভিযোগ, শাসকদলের কর্মীরা এ দিন বিভিন্ন বুথে বিরোধীদের ঢুকতেই দেননি। কোথাও ছাপ্পা ভোট, কোথাও আবার ভোট বন্ধ রেখেও বিক্ষোভ দেখানো হয়। এই পরিস্থিতিতে চাপড়ার একটি বুথে জোটের সঙ্গে তৃণমূল কর্মীদের ঝামেলা শুরু হয়। মূলত ভোটের লাইনে দাঁড়ানোকে কেন্দ্র করেই উত্তেজনা ছড়ায়। সেই সময় একজন প্রতিবাদ করেন। তিনি সাধারণ ভোটার। তখনই বুথের সামনে গুলি চলে। প্রাণ যায় ওই ব্যক্তির।

ভোট কেমন হয়েছে তা বলার সময় আসেনি: রাজীব সিনহা

কলকাতা, ৮ জুলাই (হি.স.) : পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন সকাল থেকে শুধুই রক্ত, বোমা, কার্তুজ আর পড়ে থাকা নিথর দেহের ছবি সামনে আসছে। অবাধে চলছে ছাপ্পা। ভোট শুরু হওয়ার পর সকাল থেকে এখনও পর্য্যন্ত মৃতের সংখ্যা ১২। আহত-গুরুতর আহতের সংখ্যা অগণিত। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এমন হিংসাত্মক ভোট এবারের পঞ্চায়েতের আগে দেখেনি রাজ্য। ভোটের দিন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা জানিয়ে দিলেন, ভোট কেমন হয়েছে তা বলার সময় এখনও আসেনি। এদিন ভোটে অশান্তি থেকে বুথে গন্ডগোল, প্রাণহানি সব বিষয় নিয়ে কমিশনের অবস্থান জানিয়েছেন তিনি। ভোটের দিন অশান্তি নিয়ে কমিশন কী পদক্ষেপ নেবে? এই প্রশ্নের জবাবে রাজীব সিনহা বলেছেন, “হিংসার ঘটানো অপরাধ। এটা নিয়ে মামলা দায়ের হবে। তদন্ত করবে পুলিশ। পুলিশ খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেবে।” রাজ্যের ৬০ হাজারের বেশি বুথে ভোট হচ্ছে। বিভিন্ন বুথ থেকেই আসছে গন্ডগোলের খবর। এ প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনার বলেছেন, “অভিযোগ ঘন ঘন আসছে। নির্দিষ্ট অঙ্ক বলা মুশকিল। তবে আমাদের কাছে আসা অভিযোগের ভিত্তিতে ৬০০ মতো বুথের সমস্যা সমাধান করা হয়েছে। আমাদের কাছে তাড়াতাড়ি খবর আসে। সব সময় কন্টোলরুম খোলা রয়েছে। আমাদের আধিকারিকদের কাছেও ফোন আসছে। খবর পেলেই আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি।” ভোটগ্রহণের অর্ধেকের বেশি সময় পেরিয়েছে। প্রাণহানির পাশাপাশি একাধিক অশান্তির খবরও এসেছে। এই ভোট কী আদৌ শান্তিপূর্ণ? এই প্রসঙ্গে রাজীব সিনহা বলেছেন, “ভোট কেমন হয়েছে তা বলার সময় আসেনি। শান্তি না অশান্তি তা এখনও বলা সম্ভব নয়। অনেক অভিযোগ এসেছে। যে অভিযোগ এসেছে তা কতটা সঠিক, খতিয়ে দেখতে হবে। সে গুলি নিয়ে রিপোর্ট তলব করা হচ্ছে।”

শনিবার ভোটের দিনও কেন্দ্রীয় বাহিনীর নোডাল অফিসার এসেছিলেন কমিশনের অফিসে। যদিও কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন নিয়ে কোনও সমস্যা হয়নি বলে জানিয়েছেন তিনি। এ বিষয়ে রাজীব সিনহা বলেছেন, “মোতায়েন নিয়ে সমস্যা নেই। আমাদের আপডেট করলেন, কত বাহিনী আসছে বা এসেছে। বাকি ফোর্স কোথায় যাবে তা ঠিক করছে পুলিশ।” যদিও কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। আদালতের নির্দেশ অবমাননার অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নোডাল অফিসারকে চিঠিও দিয়েছেন তিনি। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত ভোটের দিনে এখনও পর্য্যন্ত ১২ জন হিংসার বলি হয়েছেন বলে খবর মিলছে। যদিও কমিশনের কাছে মাত্র ৭টি খুনের খবর আছে বলে জানা যাচ্ছে। বাকি মৃত্যুর ব্যাপারে এখনও কিছু জানাচ্ছে না কমিশন। যে সব বুথে ব্যালট বাক্স জলে ফেলা হয়েছে বা ভোট হয়নি, সেগুলিতে পুনর্নির্বাচনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে কমিশনের তরফে। কমিশন সূত্রে খবর, যে সব পোলিং অফিসার ডিউটি ছেড়ে চলে গিয়েছেন তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর করবে কমিশন।

নিজেকে আগুনের সঙ্গে তুলনা করলেন পওয়ার, বললেন আমি এখনও অবসর নিইনি

নাসিক, ৮ জুলাই (হি.স.): নিজেকে আগুনের সঙ্গে তুলনা করলেন এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ার। শনিবার অজিত পাওয়ারের 'অবসর' মন্তব্য প্রসঙ্গে এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ার বলেছেন, 'আমি ক্লান্ত নই, আমি অবসরপ্রাপ্ত নই, আমি আগুন।' একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, সমস্ত বিদ্রোহীদের এনসিপি থেকে বরখাস্ত করা হবে।

নিজের মেয়ে সুপ্রিয়া সুলেকে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিয়েছেন, এমনই অভিযোগ করেছেন প্রফুল্ল প্যাটেল। এই অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে শরদ পওয়ার বলেন, 'দলের কর্মীরা চেয়েছিলেন সুপ্রিয়া সুলে যেন রাজনীতিতে আসেন, তিনি লোকসভা নির্বাচনে লড়েন এবং জয়ী হন। আমরা ১০ বছরের জন্য প্রফুল্ল প্যাটেলকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদ দিয়েছি। তিনি লোকসভা নির্বাচনে হেরেছিলেন, তারপরে, আমরা তাঁকে রাজ্যসভার আসন দিয়েছিলাম।'

প্রসঙ্গত, এদিন নাসিক জেলার ইয়েওলা এলাকায় তাঁর সমাবেশের আগে আসানগাঁওয়ের একটি রেস্তোঁরার বাইরে এনসিপি সমর্থকদের সঙ্গে দেখা করেন শরদ পওয়ার।

জামালপুরে ভোট দিতে না পেরে রাজনৈতিক দলের ফ্ল্যাগ ফেস্টুন পোড়াল গ্রামবাসী

বর্ধমান, ৮ জুলাই (হি. স.) : ভোট দিতে না পেরে গ্রামে ফিরে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের পতাকা পুড়িয়ে দিলেন ক্ষুব্ধ মানুষজন। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার। এই ছাপ্পা ভোটের ঘটনায় নাম জড়িয়েছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

স্থানীয় এক বাসিন্দা শম্পা মাঝি জানান, তাঁরা সদলবলে ভোট দিতে গিয়েছিলেন ডাঙ্গা ফরিদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৫২ নম্বর বুথে। সেখানে তখন দরজা বন্ধ করে দেদারে ছাপ্পা ভোট হচ্ছিল। সেই সময় ওই বুথে জনা কয়েক যুবক তাদের বলেন, ভোট হয়ে গিয়েছে বাড়ি ফিরে যান। তাদের অভিযোগ তৃণমূল কর্মীরা তাদের ভোট দিতে দেয়নি। গ্রামের তিন শতাধিক ভোটার ভোট দিতে পারেননি। এই ঘটনা চাউর হতেই ভোট দিতে না পারা মানুষজন প্রতিবাদে সরব হন। তাঁরা রাজনৈতিক দলের ফ্ল্যাগ ফেস্টুন জড়ো করে তাতে আগুন লাগিয়ে দেন। তাদের বক্তব্য, যদি ভোটই দিতে না পারি, তবে রাজনৈতিক দল থেকে লাভ নেই।

অবহেলিতদের শিক্ষাখাতে অর্থ দান! জন্মদিনে বড় ঘোষণা সৌরভের

কলকাতা, ৮ জুলাই (হি.স.): গতকাল বৃহস্পতিবার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় টুইট করে জানিয়েছিলেন, ৫১তম জন্মদিনে অনুরাগীদের জন্য বিশেষ ঘোষণা কিছু ঘোষনা করবেন। প্রাক্তন অধিনায়ক আজ জন্মদিনে কী চমক দিতে চলেছেন, তা জানার আগ্রহ ছিল অনুরাগীরাদের। অবশেষে এল সেই ঘোষণা। এবার এক নতুন ভূমিকায় নেমে পড়লেন সৌরভ। কী সেই নতুন ভূমিকা? এই বিশেষ দিনে তিনি নিজের একটা অ্যাপ লঞ্চ করার কথা জানিয়েছেন। এটি শিক্ষামূলক অ্যাপ। যেখানে শিক্ষকের ভূমিকায় থাকবেন সৌরভ। নিজের এত বছরের অভিজ্ঞতা উজাড় করে দেবেন তিনি। এই অ্যাপ থেকে প্রাপ্ত অর্থ ব্যয় করা হবে সমাজের অবহেলিতের জন্য।

মেসিকে ইন্টার মায়ামির জার্সিতে দেখা যাবে ২১ জুলাই

মায়ামি, ৮ জুলাই (হি.স.): লিওনেল মেসির জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় রয়েছেন ইন্টার মায়ামির সমর্থকেরা। মেসির যুক্তরাষ্ট্রে আসার পরই ফুটবল জগতে শুরু হয়েছে এক উন্মাদনা। এখন শুধু অপেক্ষা মহাতারকার মাঠে নামার দিনটি কবে। জানা গেছে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে মেসির অভিষেক হবে ২১ জুলাই। ঐ দিন লিগ কাপে মেক্সিকান ক্লাব ক্রুজ আজুলের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে নতুন যাত্রা শুরু করবেন বিশ্বকাপজয়ী এই মহাতারকা।

কারবি আংলং জেলায় ডেঙ্গু-আক্রান্ত মহিলার মৃত্যু

ডিফু (অসম), ৮ জুলাই (হি.স.) : কারবি আংলং জেলায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। গত দুমাস থেকে ডিফু শহরে ডেঙ্গুর প্রকোপ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে কারবি আংলং জেলায় ডেঙ্গু সংহারী রূপ ধারণ করেছে।

ডিফু শহরের সঙ্গে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব পার্শবর্তী অঞ্চল ধনশিরি, মাঞ্জা, লংটিন অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছে। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে বুধবার ডিফু মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রহিলা তেরানপি নামের এক মহিলার মৃত্যু ঘটেছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, স্বাস্থ্য বিভাগ ইতিমধ্যে জ্বরে আক্রান্ত ৭৯৬ জন রোগীর রক্তের নমুনা পরীক্ষা করার পর ২২১ জনের শরীরে ডেঙ্গু ধরা পড়েছে। ডেঙ্গুর প্রকোপ রোধ করার জন্য গুয়াহাটি থেকে তিনজনের এক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দল ডিফু এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জানান ডিফু মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ এসজে ডেকা।

উল্লেখ্য, গত বছর এ ভাবে কারবি পাহাড়ের ডিফু সহ পার্শবর্তী অঞ্চলগুলিতে ডেঙ্গু ভয়ানক আকার ধারণ করেছিল। এ বছরও একইভাবে ডেঙ্গু-আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে ডিফু সহ তার পার্শবর্তী অঞ্চলগুলিতে।

দুর্গাপুরে ভোট দিলেন ১০৪ বছরের প্রবীণ ভোটার হারাধন সাহা

দুর্গাপুর, ৮ জুলাই (হি.স.) : রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনে লাগামহীন হিংসার পরিস্থিতির মধ্যে গণতন্ত্রের উৎসবে যোগ দিলেন পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরে জেলার প্রবীণতম ভোটার। পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট দিলেন ১০৪ বছরের বৃদ্ধ হারাধন সাহা শনিবার সকাল-সকাল ভোট দেন হারাবাবু। তবে লাইনে যাতে তাঁকে অপেক্ষা করতে না হয় সেই জন্য ভোটকেন্দ্রে পৌঁছনো মাত্রই জায়গা করে দেওয়া হয় হারাধন সাহাকে। এ দিন নাতির সঙ্গে অটোতে চড়ে নিজের ভোটকেন্দ্র সরস্বতীগঞ্জে আসেন হারাধনবাবু। ভোট দেওয়ার পর বাড়ি ফিরে যান হারাধনবাবু।উল্লেখ্য, এ দিকে, সকাল থেকেই পঞ্চায়েত নির্বাচনের জেরে অশান্তির খবর

গুয়াহাটিতে দুই মহিলাকে শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগে গ্রেফতার পুলিশ কর্মী

গুয়াহাটি, ৮ জুলাই (হি.স.) : জনৈক মহিলা ও তাঁর মেয়েকে শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগে জনৈক পুলিশ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে স্টেট রিজার্ভ পুলিশ (এসআরপি)-এর জওয়ান ধ্রবজ্যোতি রায়কে।

মদমত্ত অবস্থায় আজ শনিবার এসআরপি-জওয়ান ধ্রবজ্যোতি রায়কে গ্রেফতার করেছে জালুকবাড়ি থানার পুলিশ। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, গতকাল শুক্রবার রাতে পাণ্ডু এলাকায় জনৈক মহিলার ঘরে ঢুকে মাতাল এসআরপি-জওয়ান ধ্রবজ্যোতি রায়। ঘরে ঢুকে নির্বিচারে মা ও মেয়েকে মারধর করে। অভিযুক্ত এসআরপি-জওয়ান ধ্রবজ্যোতি রায়কে ইতিমধ্যে মেডিক্যাল টেস্ট করিয়ে জালুকবাড়ি থানার পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

দিনহাটায় গুলিবিদ্ধ বিজেপি কর্মীর মৃত্যু

দিনহাটা, ৮ জুলাই (হি. স.) : কোচবিহারের দিনহাটায় গুলিবিদ্ধ বিজেপি কর্মীর মৃত্যু হল। মৃতের নাম চিরঞ্জিত কার্জি। ঘটনায় জখম রাধিকা বর্মন নামে আরও এক বিজেপি কর্মী চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

অভিযোগ, শনিবার ভোটারদের আসতে বাধা দিচ্ছিলেন তৃণমূলের লোকজন। এর প্রতিবাদ করেন বিজেপির কর্মীরা। তখনই বিজেপির কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হন দুই বিজেপি কর্মী। জখম দু'জনকে উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁদের কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। এরপর চিরঞ্জিত কার্জির আত্মীয়রা কোচবিহারের এক বেসরকারি হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করে। দুপুর দেড়টা নাগাদ গুলিবিদ্ধ ওই বিজেপি কর্মীর মৃত্যু হয়। এছাড়া এদিন গিতালদহেও এক বিজেপি কর্মী গুলিবিদ্ধ হন। গিতালদহের ৬/২৮৪ নম্বর বুথে ভোট বাক্স লুঠের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এতে বাধা দিতে গেলে বিজেপির লোকেদের সঙ্গে তৃণমূলের সংঘর্ষ বেধে যায়। সেই সময় তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা বিজেপির লোকেদের ওপর চড়াও হয়। গুলিবিদ্ধ হন বিজেপি কর্মী। এদিন বিজেপি নেতা অজয় রায় জানান, তাদের মোট তিনজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তাদের মধ্যে ভিলেজ পার্ট -১ ভাগ্নি এলাকার বিজেপি কর্মী চিরঞ্জিত কার্জির মৃত্যু হয়েছে। যদিও তৃণমূলের তরফে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

হাফলঙে তামাকজাত দ্রব্যের বিরুদ্ধে অভিযান ডিটিসিসি-র

হাফলং (অসম), ৮ জুলাই (হি.স.) : অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসওয়ের সদর শহর হাফলঙে কোটপা আইনের অধীনে তামাকজাত দ্রব্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দোকানে অভিযান চালিয়েছে ডিস্ট্রিক্ট টব্যাকো কন্টোল সেল। ডিস্ট্রিক্ট টোব্যাকো কন্টোল সেলের (ডিটিসিসি) জেলা নোডাল অফিসার ডা. এল ভাইপে, ন্যাশনাল টোব্যাকো কন্টোল প্রোগ্রাম তথা হাফলং আরবান হেলথ সেন্টারের ইনচার্জ ডা. লীনা হাকমকসা, ডিটিসিসি-র অন্যান্য কর্মী সহ হাফলং থানার পুলিশ তামাক বিরোধী অভিযান চালিয়েছে। কোটপা আইন ২০০৩-এর ধারা ৫ এবং ৬ (বি)-এর অধীনে শৈলশহর হাফলঙের মহাদেবটিলা, সুমো কাউন্টার, হাফলং ডন বসকো হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ও হাফলং সরকারি কলেজের এলাকার বিভিন্ন দোকানে অভিযান চালানো হয়।

অভিযানের সময় যে সব দোকানে তামাকজাতীয় সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে সে সব দোকান মালিকদের কাছ থেকে কোটপা আইন ২০০৩-এর অধীনে জরিমানা আদায় করা হয়। এছাড়া তামাকজাত সামগ্রী ব্যবহার ও এর অপকারিতা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে দোকানদার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে লিফলেট বিলি করা হয় জেলা ট্যাবাকো কন্টোল সেলের পক্ষ থেকে।

উল্লেখ্য, কোটপা আইনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে তামাকজাত সামগ্রী বিক্রি করার উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তাই হাফলং শহরে এই অভিযান চালায় জেলা টোব্যাকো কন্টোল সেল ন্যাশনাল টোব্যাকো কন্টোল প্রোগ্রাম ও হাফলং থানার পুলিশ।

অসমের রাঙাপাড়া নর্থ ও বিশাখাপট্টনমের মধ্যে সাপ্তাহিক জনসাধারণ স্পেশাল ট্রেন

গুয়াহাটি, ৮ জুলাই (হি.স.) : যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে অসমের রাঙাপাড়া নর্থ ও বিশাখাপট্টনমের মধ্যে একটি সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন ৯ জুলাই থেকে চারটি ট্রিপের জন্য চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে এক প্রেসবার্তায় সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন পরিচালনা সম্পর্কে বিশদ তথ্য দিয়ে জানান, ট্রেন নম্বর ০৮৫৬১ রাঙাপাড়া নর্থ-বিশাখাপট্টনম) জনসাধারণ সাপ্তাহিক স্পেশাল ১১, ১৮, ২৫ জুলাই এবং ১ আগস্ট প্রত্যেক মঙ্গলবার রাঙাপাড়া নর্থ থেকে ০৫.১৫ ঘন্টায় রওয়ানা দিয়ে পরের দিন ১৫.৩৫ ঘন্টায় গন্তব্যস্থল বিশাখাপট্টনমে পৌঁছবে।

একইভাবে ট্রেন নম্বর ০৮৫৬২ বিশাখাপট্টনম-রাঙাপাড়া নর্থ জনসাধারণ সাপ্তাহিক স্পেশাল ৯, ১৬, ২৩ ও ৩০ জুলাই প্রত্যেক রবিবার বিশাখাপট্টনম থেকে ০০.১০ ঘন্টায় রওয়ানা দিয়ে পরের দিন ১০.০০ ঘন্টায় গন্তব্যস্থল রাঙাপাড়া নর্থে পৌঁছবে।

এই সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন গন্তব্যস্থলে পৌঁছনোর জন্য উভয় দিক থেকে বিজিয়ানগরম, পালাসা, ব্রহ্মপুর, ভুবনেশ্বর, কটক, খড়গপুর, ডানকুনি, বর্ধমান, মালদা টাউন, বারসোই, নিউ জলপাইগুড়ি, মাথাভাঙা, নিউ কোচবিহার, কোকরাঝাড়, নিউ বঙাইগাঁও, রঙিয়া ও ওদালগুড়ি স্টেশন হয়ে চলাচল করবে। ট্রেনটিতে ১৭টি জেনারেল সিটিং (জিএস) কোচ থাকবে। যাত্রীরা টিকিট কাউন্টার অথবা ইউটিএস অ্যাপের মাধ্যমে ভ্রমণ টিকিট ক্রয় করতে পারবেন বলে প্রেসবার্তায় জানান উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন ঘোষণা মানেই গণতন্ত্র হত্যার সূচনা : অনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই (হি.স.): পঞ্চায়েত ভোটকে ঘিরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক হিংসার তীব্র নিন্দা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের তীব্র নিন্দা করে অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন ঘোষণা মানেই গণতন্ত্র হত্যার সূচনা। শনিবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন ঘোষণা মানেই গণতন্ত্র হত্যার সূচনা। মানুষের সঙ্গে মারামারি, গুলিবর্ষণ, বোমাবাজি, অগ্নিসংযোগ একটি সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এমন অনেক উদাহরণ একাধিকবার দেখা গিয়েছে।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর আরও বলেছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের অধীনে ব্যালট বাক্স লুট করা হয় এবং গণতন্ত্রকে পিষে মেরে ফেলা হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা নির্বাচনে জেতার জন্য যে কোনও স্তরে নামতে পারে।

কিন্তু কংগ্রেস এবং রাহুল গান্ধী নীরব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে জোট গড়তে চায় কংগ্রেস? রাহুল গান্ধী কি কিছু বলবেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কী এমন বাধ্যবাধকতা যে, প্রতিটি নির্বাচনেই মানুষের মৃত্যু হবে।'

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

উপকার হবে ভেবে রোজ ডাবের জল খাচ্ছেন?

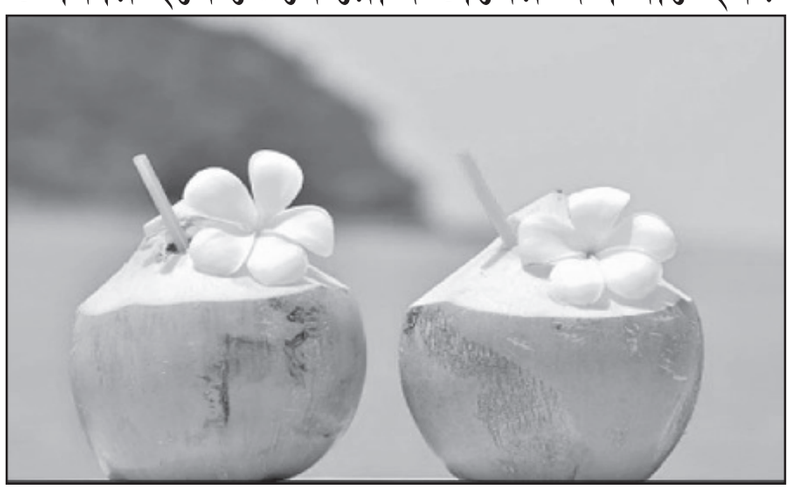

বাজার থেকে ফেরার পথে প্রতি দিনই ডাব কিনে আনেন। পুরো গরমকাল জুড়ে সুস্থ থাকতে এই পানীয় খাওয়া যেন নিয়মের মতো হয়ে গিয়েছে। এ ছাড়া পুষ্টিবিদেরাও বলেন, সোডিয়াম, পটাশিয়াম বা ইলেকট্রলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখতে ডাবের জল অমৃতের মতো কাজ করে। কিন্তু অতিরিক্ত ডাবের জল খাওয়া কখনও কখনও শরীরের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে, তা জানেন কি?

ডাবের জল বেশি খাবেন না কেন? ১) ডাবের জলে রয়েছে "ট্রোপোমায়োসিন" নামক এক ধরনের প্রোটিন। অতিরিক্ত ডাবের জল খেলে সেখান থেকে অ্যালার্জির সমস্যা দেখা দিতে পারে। ২) ডাবের জলে ক্যালোরি এবং কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ অনেকটাই বেশি। তাই যাঁদের রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি, তাঁদের জন্য ডাবের জল ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। ৩) ডাবের জলে থাকা পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু যাঁদের রক্তচাপ এমনিতেই কম, তাঁদের জন্য ডাবের জল হিতে বিপরীত হয়ে উঠতে পারে। ৪) ডাবের জলে পটাশিয়ামের মাত্রা বেশি থাকায় কিছু ক্ষেত্রে তা খারাপ প্রভাব ফেলে। বেশি পটাশিয়াম শরীরে গেলে তা "হাইপারক্যালেমিয়া"-র মতো রোগের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ৫) উচ্চ রক্তচাপের ওষুধের সঙ্গে ডাবের জল খাওয়া একেবারেই অনুচিত কাজ। দু'টি জিনিসই একসঙ্গে রক্তচাপ কমিয়ে দিতে পারে। রক্তচাপ স্বাভাবিকের থেকে অনেকটা কমে গেলে তা নানা রকম শারীরিক জটিলতা ডেকে আনতে পারে।

বর্ষায় গ্যাসের সমস্যায় নাজেহাল?

বাঙালির গ্যাসের সমস্যা বারো মাস লেগেই থাকে। তবে বর্ষায় যেন বদহজম, গ্যাস-অম্বলের সমস্যার বাড়বাড়ন্ত বেশি হয়। বর্ষা মানেই বাড়িতে ভাজাভুজি খাওয়ার চল বাড়ে। গরমাগরম চায়ের সঙ্গে চপ, পকোড়া, শিঙাড়া খাওয়ার হার এ মরসুমে বেড়ে যায়। এ ছাড়াও, রাতে দেরি করে খাওয়ার অভ্যাস, অত্যধিক মানসিক চাপ ও উদ্বেগ, শরীরচর্চায় অনীহা, পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব এ সবের কারণেও কিন্তু বদহজমের সমস্যা হয়। পোশাকশিল্পী মাসাবা গুপ্ত কিন্তু বদহজমের সমস্যা থেকে রেহাই পেতে ভরসা রাখেন চায়ের উপর। আর পাঁচ জনের কাছে চা যেখানে সকাল শুরুর অভ্যাস আর বিকেলে ক্লান্তি কাটানোর উপায়, মাসাবার কাছে কিন্তু চা মানে মহাঔষধ। মাঝমধ্যেই মাসাবা তাঁর সমাজমাধ্যমের পাতায় শরীর ফিট ও চাঙ্গা রাখার উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। সম্প্রতি তিনি বদহজম থেকে রেহাই পাওয়ার দাওয়াইয়ের হদিস দিয়েছেন। বদহজম ও গ্যাসের সমস্যা থেকে রেহাই পেতে মাসাবা নিয়ম করে চা খান। কোন চায়ে হবে মুশকিল আসান?

দু'লিটার জলে ৪ টেবিল চামচ জিরা, ৪ টেবিল চামচ গোটা ধনে, ৪ টেবিল চামচ মৌরি, ৪টে ছোট এলাচ, ১/৪ টেবিল চামচ জোয়ান ভাল করে ফুটিয়ে নিন। জল কমে দেড় লিটার হয়ে এলে ছেঁকে রেখে দিন। মাসাবা সকালে খালি পেটে এবং সকাল, বিকেল ও রাতে খাওয়ার ঠিক আগে এই চায়ে চুমুক দেন। গ্যাসের সমস্যা কমাতে এবং বর্ষায় বদহজমের সমস্যা থেকে রেহাই পেতে এই পানীয় বেশ কার্যকর।

কোন ধরনের চা পাতা কত ক্ষণ ভিজিয়ে রাখলে স্বাদ ও গন্ধ সবচেয়ে বেশি পাওয়া যাবে?

আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে চায়ের কাপে চুমুক না দিলে বাঙালির সকালটা শুরু হতে চায় না। চা বঙ্গজীবনের বড় অঙ্গ। পাড়ার ঠেকে বন্ধুদের সঙ্গে জমাটি আড্ডায় হোক কিংবা সন্ধ্যাবেলায় অফিস থেকে বাড়ি ফিরে শরীর ও মন দুই-ই চনমনে রাখতে চায়ের বিকল্প নেই। অনেকেই ভাবেন চা বানানো বোধ হয় পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ কাজগুলির মধ্যে একটি।

এ ধারণা একেবারেই ভুল। যেমন তেমন করে চা বানালে চায়ের স্বাদ কিন্তু ভাল হবে না। সুস্বাদু চায়ের স্বাদ নিতে হলে কিছু উপায় মেনে চলা প্রয়োজন। গরম জলে চা পাতা ঠিক কত ক্ষণ ধরে ভিজিয়ে রাখবেন, কত ক্ষণ ধরে ফোটাবেন তার উপর অনেকাংশে নির্ভর করছে চায়ের স্বাদ ও গন্ধ।

গুঁড়ো চা: অনেকেই আছেন, যাঁরা গুঁড়ো চা পাতা কিংবা সিটিসি চা পাতা দিয়েই দুধ চা আর কালো চা দুটোই তৈরি করেন। বলে রাখা ভাল, গুঁড়ো চা দিয়ে কিন্তু কালো চা বানাবেন না। এই ভিজিয়ে খেলে স্বাদ আসে না, দুধ ও জলের সঙ্গে ফুটিয়ে খেলেই এই পাতার স্বাদ বাড়ে। দারচিনি, এলাচের মতো মশলা দিয়ে ফোটালে স্বাদ আরও বেড়ে যায়।

অনেকেই ভাবেন চা বানানো বোধ হয় পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ কাজগুলির মধ্যে একটি, এ ধারণা একেবারেই ভুল। বাজারে বিভিন্ন ধরনের পাতা চা পাওয়া যায়। তবে সিঙ্গল লিফ ফার্স ফ্লাশের কদর কিন্তু সবচেয়ে বেশি। দামও আকাশছোঁয়া। শীতের মরসুমে যে প্রথম সবুজ রঙের কচি কচি পাতা ওঠে, তা স্বাদে এবং গন্ধে মরসুমের যে কোনও সময়কে পিছনে ফেলে দেয়। চা বাগান পত্তনকারী সাহেবরা যে পাতার নাম রেখেছিলেন ফার্স ফ্লাশ। আর ফার্স ফ্লাশের এক গুচ্ছ পাতার মাঝে যে পাতাগুলি একক থাকে তার স্বাদ আরও বেশি। তবে এই চা কিন্তু ফুটন্ত জল দিয়ে দিলে স্বাদ বিগড়ে যায়। গ্যাস বন্ধ করে মিনিট খানেক অপেক্ষা করে তার উপর চা পাতা মিনিট চার-পাঁচেক ভিজিয়ে রাখুন। তার পর ছেঁকে পরিবেশন করলেই এর আসল স্বাদ উপভোগ করতে পারবেন।

গ্রিন টি: এই চা-ও পাতা চায়ের কায়দাতেই বানিয়ে ফেলা যায়। তবে আপনি যদি খোলা পাতার গ্রিন টি ব্যবহার করেন, তা হলে দু''মিনিটের বেশি ভিজিয়ে রাখবেন না। আর টি ব্যাগের ক্ষেত্রে দুই থেকে তিন মিনিটের বেশি ভিজিয়ে রাখলে স্বাদ কষাটে হয়ে যায়।

স্বাস্থ্যকর খাবার মানেই সব্জি সেদ্ধ বা সেঁকা খাবার নয়

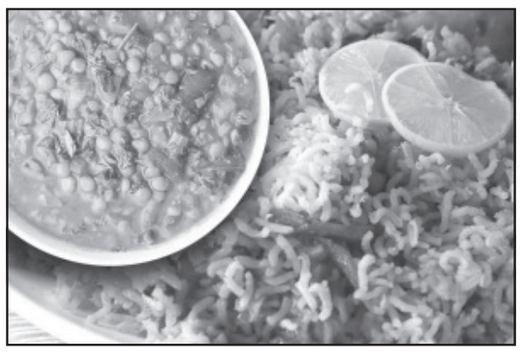

পুজোর আগেই পাতলা ছিপছিপে শরীর গড়ে ফেলতে হবে। তাই মাস দুয়েক আগে থেকেই পছন্দের রগরগে খাবার খাওয়া বন্ধ করে দেন অনেকে। মেদ ঝরাতে শরীরচর্চার পাশাপাশি ডায়েট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ত্বক, চুল ভাল রাখতে গেলেও কম তেল-মশলাযুক্ত খাবার খেতে বলেন অনেকে। কিন্তু একেবারে সব্জি সেদ্ধ, বিদেশিদের মতো গ্রিল্ড বা বেক খাবার খেলেই যে খুব উপকার পাবেন, তেমনটা নয়।

দেশি খাবার খেয়েও কিন্তু সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু বুঝতে পারেন না কী খাবেন। তেমন পাঁচ রকম খাবারের সন্ধান রইল এখানে।

১) মুগ ডালের খিচুড়ি

এমনিতেই এখন বর্ষাকাল, তাই কোনও না কোনও বাড়ির হেঁশেলে খিচুড়ি হচ্ছেই। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেটের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে এই খাবার।

২) পালং পনির- টম্যাটো, পেঁয়াজ এবং পালং শাকের মিশ্রণ এমনিতে স্বাস্থ্যকর। তবে ক্যালোরির পরিমাণ কমাতে চাইলে "ফ্যাট ফ্রি" পনির ব্যবহার করতে হবে।

৩) কিনোয়া পোলাও

ফাইবারে সমৃদ্ধ কিনোয়া ভাত বা রুটির বিকল্প হিসাবে বেশ জনপ্রিয়। বিভিন্ন সব্জি বা মুরগির মাংস সেদ্ধ করে ছড়িয়ে দিলে খেতে আরও ভাল লাগবে।

৪) ব্রাউন রাইস বিরিয়ানি

অতিরিক্ত তেল, মশলার ভয়ে বিরিয়ানি খেতে পারেন না? বাড়িতে ব্রাউন রাইস বা ঢেঁকি ছাঁটা চাল দিয়েই কিন্তু বিরিয়ানি তৈরি করে ফেলা যায়। সঙ্গে মুরগি মাংস বা সয়াবিন দুটোই দেওয়া যায়। সঙ্গে অন্য কিছু না খেয়ে টক দই রাখা যেতেই পারে।

৫) অঙ্কুরিত ছোলা বাদামের চাট

দুপুরে খুব ভারী খাওয়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু রাতে একেবারে কিছু না খেয়ে শোয়া উচিত হবে না। অঙ্কুরিত ছোলা, মুগ, বিন্স দিয়ে তৈরি স্বাস্থ্যকর চাট কিন্তু বিকল্প হিসাবে থাকতেই পারে।

ফ্যাটি লিভারের সমস্যা ধরা পড়েছে? সকালে খালি পেটে কোন পানীয়ে খেলে চাঙ্গা হবে শরীর?

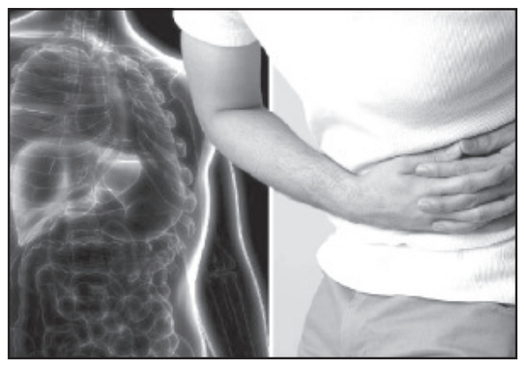

রোগবলাই ঠেকিয়ে রাখতে চিরতার কোনও জুড়ি নেই। অনেকেই হয়তো ভাবছেন, এত কিছু থাকতে শেষ পর্যন্ত চিরতা। স্বাদে তেতো হলেও স্বাস্থ্যগুণে কিন্তু ভরপুর এই ভেষজ। চিরতা আর কালমেঘ কিন্তু এক নয়, অনেকেই এটা গুলিয়ে ফেলেন। বাজারেও চিরতার নামে কালমেঘ বিক্রি হয়। তাই একটু সতর্ক থাকুন কেনার সময়ে।

মেদ ঝরানো, জ্বর কমানো থেকে শুরু করে তারুণ্য বজায় রাখা চিরতার কিন্তু রয়েছে হরেক গুণ। আর কী ভাবে শরীরের যত্ন নেয় চিরতা?

রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ: ডায়াবেটিকদের জন্য চিরতার জল বেশ উপকারী। চিরতা রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখে। এ ছাড়া, চিরতার জল রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রাও কম করে।

ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল রাখে: ত্বকে ব্রণ, ফুসকুড়ির সমস্যা নিয়ে নাজেহাল? ত্বকের নানা সমস্যা ঠেকিয়ে রাখতে রোজ সকালে খালি পেটে চিরতার জল খেতে পারেন। কারণ, চিরতা রক্তকে পরিষ্কার করে। রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়। ত্বক ভিতর থেকে সুস্থ রাখে। চামড়ার রোগ থেকেও মুক্তি পেতে পারেন।

অ্যালার্জির সমস্যা কমাতে: অনেকেই অ্যালার্জির সমস্যায় ভোগেন। অ্যালার্জির জন্য শরীর ফুলে যায়, চোখ ফুলে যায়, সর্দি-কাশির সঙ্গে আরও নানা রকম সমস্যা হয়। বর্ষায় এই সমস্যা আরও বাড়ে। চিরতা এ ক্ষেত্রে উপকারী। হাঁপানি ও শ্বাসকষ্ট থাকলেও এই জল খেতে পারেন।

লিভার পরিষ্কার রাখে: অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, খাওয়াদাওয়ায় অনিয়মের জন্য লিভারের সমস্যা এখন ঘরে ঘরে। লিভার সুস্থ রাখতে চিরতার জল দারুণ উপকারী। ফ্যাটি লিভারের সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতেও সাহায্য করে। চিরতার জল শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বার করে দেয়।

বদহজমের সমস্যা কমায়: অ্যাসিডিটির সমস্যায় নাজেহাল? রোজ সকালে খালি পেটে চিরতার জল খান। বদহজমের সমস্যা থেকে কোষ্ঠকাঠিন্য, সব অসুখের দাওয়াই চিরতার জল।

রক্তাল্পতার সমস্যা দূর করে: রক্তাল্পতার সমস্যায় ভুগছেন? নিয়মিত চিরতার জল খেলে এই সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব।

অবসর নেওয়ার পরই নানা রকম রোগের উপদ্রব দেখা দিচ্ছে?

রাতভর পার্টি, মদ্যপান, হুল্লোর করে সকালে জিমে যেতে অনীহা দেখা দেয় অনেকের। বেশির ভাগ মানুষেরই ধারণা একটু বৃষ্টি, প্রচণ্ড গরম কিংবা শীতকালে কম্বলের ওম ছেড়ে প্রতি দিন জিমে যেতে গড়িমসি করেন তাঁরাই। তবে সাম্প্রতিক গবেষণা তেমনটা বলছে না। গবেষকরা বলছেন, প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে শরীরচর্চা না করা এবং অসুস্থ হয়ে পড়ার পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে।

৬০ বছর বয়সে অবসর নেওয়ার পর পরই শরীরে নানা রকম রোগের উপদ্রব দেখা যায়।

অনেকেই মনে করেন, দীর্ঘ কর্মজীবনে থেকে অবসর নেওয়ার পর হয়তো নিয়মের বদল ঘটায় মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েন অনেকে। তাই শারীরিক ভাবে নানা রকম জটিলতা আসতেই পারে। অনেকে মানসিক ভাবেও ভেঙে পড়েন। কিন্তু গবেষকরা বলছেন, এ সময়ে টিভি দেখা, বই পড়ায় সময় ব্যয় করেন। শরীরচর্চা করা বা শারীরিক ভাবে সক্রিয় থাকার তাড়না অনেকটাই কমে যায়। ফলে ডায়াবিটিস, হার্টের রোগ, ক্যানসারের মতো রোগ জাঁকিয়ে বসতেই পারে। চিকিতকেরা বলছেন, এর থেকে রেহাই মিলতে সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট শরীরচর্চা করা জরুরি। একই মত "ন্যাশনাল হেল সার্ভিস"-এর।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল গবেষকের তত্ত্বাবধানে ''ইউরোপীয়ান প্রসপেক্টিভ ইনভেসটিগেশন ইনটু ক্যানসার'' নামক সমীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন ষাটোর্ধ প্রায় দেড় হাজার অংশগ্রহণকারী। শরীরচর্চার পাশাপাশি, এই বিজ্ঞানীরা সামগ্রিক স্বাস্থ্যের দিকেও নজর রেখেছিলেন। ছ'বছর অন্তর তাঁদের সকলের শারীরিক অবস্থা আলাদা করে পরীক্ষা করেন তাঁরা। শরীরচর্চা করেন এমন মানুষদের সঙ্গে নিয়মিত শারীরিক ভাবে সক্রিয়দের মধ্যে তফাত ছিল জীবনযাত্রার মান। প্রতি দিন অন্তত পক্ষে ৩০ মিনিট শরীরচর্চার জন্য ব্যয় করেন যাঁরা, তাঁদের জীবনযাত্রার মান অনেকটাই উন্নত। বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার ইতিহাসও তেমন দীর্ঘ নয়।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের "পাবলিক হেল এবং প্রাইমারি কেয়ার" বিভাগের গবেষক এবং চিকিৎসক ধরনি ইয়েরাকলভা বলেন, "বয়স অনুযায়ী নিজেকে সক্রিয় রাখতে পারলে এবং অপ্রয়োজনে বসে, শুয়ে সময় কাটানোর অভ্যাস ত্যাগ করতে পারলে শারীরিক এবং মানসিক ভাবে সুস্থ থাকতে পারবেন বলেই আশা করা যায়।"

মশলাযুক্ত খাবার মানেই কি অস্বাস্থ্যকর?

ভারতীয় রান্নায় ব্যবহৃত প্রায় প্রতিটি মশলারই কিছু না কিছু গুণ রয়েছে। জিরে তার মধ্যে অন্যতম। মাছের ঝোল, কষা মাংস থেকে নিরামিষ ধোঁকার ডালনা প্রায় সব রান্নাতেই জিরে গুঁড়ো ব্যবহারের চল রয়েছে। আলুকাবলি বা ফুচকার মশলায় জিরে গুঁড়োর এমন গন্ধ না থাকলে, এই খাবারের প্রতি এত টান থাকত কি না সন্দেহ।

কিন্তু পেটের গোলমাল হওয়ার ভয়ে অনেকেই মশলা দেওয়া খাবার এড়িয়ে চলেন। তবে, স্বাস্থ্য সচেতন অনেকেই সকালে খালি পেটে জিরে ভেজানো জল খান।

আয়ুর্বেদ বলে, এই জিরে ভেজানো জল হজমশক্তি উন্নত করার পাশাপাশি, বিপাকহার উন্নত করলেও সাহায্য করে। তাই অতিরিক্ত না হলেও পরিমিত পরিমাণে মশলা নিয়মিত খেলে তা স্বাস্থ্যের উপকারই করে। ভিটামিন এ, ই, বি-সহ থায়ামিন, রাইবোফ্ল্যাভিন এবং নায়াসিনের মতো বিভিন্ন প্রকার অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট রয়েছে জিরেতে। এ ছাড়াও রয়েছে ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালশিয়ামের মতো যৌগ। তাই শুধু রান্নার স্বাদ বৃদ্ধি করতেই নয়, শরীর ভাল রাখতেও জিরে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

১) হজমে সহায়ক

হজমে সহায়ক উতেচকগুলির ক্ষরণ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে জিরে। লাইপেজ, অ্যামাইলেজ এবং প্রোটিজের মতো উতেচক চর্বি, কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিনজাতীয় খাবার ভাঙতে সাহায্য করে। একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, জিরে এই সব উতেচক উতাদনের হার বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে।

২) ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, জিরে বিপাকহার বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। দেহের অতিরিক্ত চর্বি অক্সিডাইজেশনের মাধ্যমে শক্তিতে পরিণত করে। ফলে ওজনের উপর তার প্রভাব লক্ষ করা যায়।

৩) রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে

রক্তে গ্লুকোজের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে ইনসুলিন হরমোন। এই উপাদানটির মাত্রা হেরফের হলেই রক্তে শর্করার পরিমাণে বেড়ে বা কমে যেতে পারে। জিরেতে রয়েছে "কিউমিনালডিহাইড", যা ইনসুলিনের উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। তাই পরিমিত পরিমাণে জিরে খাওয়া ডায়াবিটিস আক্রান্ত রোগীদের জন্যও ভাল।

৪) ইস্ট্রোজেনের ভারসাম্য বজায় রাখে

ঋতুবন্ধের সময়ে হরমোনের মাত্রায় হেরফের হওয়া স্বাভাবিক। অথচ এই সময়ে মহিলাদের শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে ইস্ট্রোজেনের জোগান থাকা জরুরি। গবেষণা বলছে, জিরেতে ইস্ট্রোজেনের মতোই একটি যৌগ রয়েছে। যা ফাইটোইস্ট্রোজেন নামে পরিচিত। এই ফাইটোইস্ট্রোজেন ঋতুবন্ধের সময়ে শারীরিক নানা রকম জটিলতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৫) শ্বাসযন্ত্র ভাল রাখে

জিরে দিয়ে তৈরি তেল শ্বাসযন্ত্রের নানা রকম সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। এই তেলের গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান হল থায়মল। শ্বাসযন্ত্রে ব্যাক্টেরিয়া বা ছত্রাকঘটিত রোগের সঙ্গে মোকাবিলা করতেও সাহায্য করে।

ত্বক ও চুলের পরিচর্যায় কী ভাবে চাল ভেজানো জল ব্যবহার করবেন?

ভাতের পুষ্টিগুণের কথা তো নতুন করে বলার কিছু নেই। বহু ভারতীয় বাড়ির হেঁশেলেই রোজ ভাত রান্না হয়। পেট যেমন ভরে, তেমন শুধু চাল দিয়েই যে কত রকম পদ বানানো যায়, তার হিসাব নেই। চাল যখন এতই পুষ্টিকর, তখন এর গুণ আর শুধু খাওয়ার পাতে আটকে রাখবেন কেন? জেনে নিন চাল ধোয়া জল দিয়ে কত ভাবে ত্বকের যত্ন নিতে পারেন।

চাল ভেজানো এই জলে রয়েছে পুষ্টিকর নানা ধরনের উপাদান। এতে থাকে নানা ধরনের খনিজ পদার্থ, ভিটামিন বি৬, অ্যামাইনো অ্যাসিডের মতো উপাদান। ত্বক ও চুলের পরিচর্যায় এই জল ভীষণ উপকারী।

কী ভাবে ব্যবহার করবেন?

১) চাল ধোয়া কিংবা চাল ভেজানো জলটা নিয়ে সারা মুখে নিয়মিত লাগাতে পারেন। কয়েক মিনিট পর শুকিয়ে গেলে ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে নিন। এতে ত্বক হবে নরম, উজ্জ্বল। এই চাল কাজ করে ক্লিনজার হিসেবেও।

২) এই জল রোজ টোনার হিসাবে ব্যবহার করলে ব্রণর সমস্যা। প্রচণ্ড রোদে ত্বকে দেখা দেয় র‍্যাশের সমস্যা। অনেক সময়ে মুখে ফোলা ভাবও দেখা যায়। তা দূর করতে হাতিয়ার করতে পারেন চালধোয়া জলকে। এই জলে তুলো ভিজিয়ে তা আলতো করে মুখে লাগান, উপকার পাবেন।

৩) রোদে ত্বক পুড়ে গেলে জেল্লাহীন দেখায়। সানবার্নের সমস্যা থেকে রেহাই পেতে রোদ থেকে ফিরে চালধোয়া ঠান্ডা জল মুখে লাগাতে পারেন।

৪) চুলের জন্যও চালধোয়া জল উপকারী। শ্যাম্পু করার পর ওই জল দিয়ে চুল ভিজিয়ে ভাল করে মাসাজ করুন। তার পর আবার পরিষ্কার জলে চুল ধুয়ে নিন। সপ্তাহে এক বা দু'দিন এই নিয়ম করলে চুল হবে নরম, ফুরফুরে আর তরতাজা।

৫) চুলের কন্ডিশনিং করতেও এই জলের জুড়ি মেলা ভার। চালধোয়া জলে কয়েক ফোঁটা ল্যাভেন্ডার, রোজমেরি, জেরানিয়াম এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে মালিশ করে চুল ধুয়ে ফেলুন। চুলের জেল্লা বাড়বে।

বর্ষাকাল মানেই পেটের রোগ, হাঁচি-কাশি?

বৃষ্টির জলে ভিজবেন না ভাবলেও দু-এক পশলা জল মাথায় পড়েই যায়। এমনি সময়ে বাইরে খাওয়াদাওয়া করলে যত না পেটের সমস্যা হয়, এই সময়ে ঠিক তার উল্টো। পুষ্টিবিদেরা বলেন, বর্ষাকালে এই ধরনের সমস্যা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বর্ষার জলে, ভিজে স্যাঁতস্যাতে আবহাওয়ায় ব্যাক্টেরিয়া বা ভাইরাসও পাল্লা দিয়ে বেড়ে ওঠে। খাবারের মাধ্যমে, বায়ুবাহিত হয়ে এই ভাইরাস বা ব্যাক্টেরিয়াগুলি শরীরে প্রবেশ করলে নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই সব রোগের মোকাবিলা করতে গেলে প্রতিরোধ ব্যবস্থা মজবুত হওয়া জরুরি। শুধু খাবার খেয়ে এই প্রতিরোধ শক্তি বাড়িয়ে তোলা যায় না। তার জন্য ভরসা রাখতে পারেন বেশ কয়েকটি ফলের উপর। ১) জাম- ক্যালশিয়াম, ফসফরাস এবং অ্যান্টি অক্সিড্যান্টে ভরপুর জাম লোহিত কণিকার পরিমাণ বাড়িয়ে তোলে। হার্ট ভাল রাখে। বর্ষাকালে ভাইরাসঘটিত নানা রকম পেটের রোগ হয়, তা প্রতিরোধ করতেও সাহায্য করে জাম। আয়ুর্বেদে বলছে, রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে এই ফল।

২) আমলকি- ভিটামিন সি-এর প্রাকৃতিক উৎস হল আমলকি। প্রতিরোধ শক্তি উন্নত করতে সাহায্য করে এই ফল। বৃষ্টির জলে ভিজে সর্দি-কাশি হলে, ভাইরাসঘটিত সংক্রমণের থেকে বাঁচতে প্রতি দিন একটি করে আমলকি খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরা।

৩) আতা- ফাইবারের সমৃদ্ধ আতা, হজমে সাহায্য করে। নিয়মিত আতা খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যাও দূর হয়। অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টে ভরপুর এই ফল ত্বকের জেল্লা বজায় রাখে। বিভিন্ন খনিজ এবং ভিটামিন এ-তে ভরপুর আতা দৃষ্টিশক্তি ভাল রাখতেও সাহায্য করে। ৪) বেল- প্রোটিন এবং ভিটামিনে ভরপুর বেল, পেটের যাবতীয় সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থেকে রেহাই দিতে পারে বেল। আয়ুর্বেদ বলছে, রক্তে ''খারাপ'' কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত বেল খাওয়া উচিত। ৫) কাঁঠাল- কাঁচা অবস্থায় এঁচোড় বা পাকার পর কাঁঠাল যে ভাবেই খান না কেন, উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে, হাড়ের জোর বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে এই ফল।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রতীক্ষারত জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ : গুলাম নবী আজাদ

শ্রীনগর, ৮ জুলাই (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রতীক্ষারত সে রাজ্যের জনগণ। দাবি করলেন গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল আজাদ পার্টির প্রধান গুলাম নবী আজাদ। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়েও মুখ খুলেছেন তিনি। বলেছেন, ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের মতো এটি ততটা সহজ নয়।

শনিবার শ্রীনগরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গুলাম নবী আজাদ বলেছেন, '২০১৮ সালে যখন বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, তখন থেকে আমরা অপেক্ষা করছি কবে জম্মু ও কাশ্মীরে নির্বাচন হবে। জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ রাজ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য অপেক্ষা করছে...অর্থাৎ নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বিধায়ক হবেন এবং তারা সরকার চালাবেন। কারণ গণতন্ত্রে এই কাজটি একমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই করতে পারেন।

সমগ্র বিশ্বে বা ভারতের কোনও অংশে ""অফিসার সরকার"" ছয় মাসের বেশি চলতে পারে না।'

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়েও মুখ খুলেছেন তিনি। গুলাম নবী আজাদ বলেছেন, '৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের মতো এটি সহজ নয়। এতে সব ধর্ম আছে, শুধু মুসলমান নয়, এতে শিখ, খ্রিস্টান, উপজাতি, জৈন, পার্সি রয়েছে... একই সঙ্গে এত ধর্মকে ক্ষুব্ধ করা কারও জন্যই ভালো হবে না। সরকার এবং এই সরকারের প্রতি আমার পরামর্শ, তারা যেন কখনোই এমন পদক্ষেপ নেওয়ার কথা না ভাবেন।'

মোটো জিপি রাইডারদের সঙ্গে বাইক চালালেন অনুরাগ

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই (হি.স.): দিল্লিতে মোটো জিপি রাইডারদের সঙ্গে বাইক চালালেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। শনিবার অত্যাধুনিক হাইস্পিড বাইক চালান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। পরে তিনি বলেন, ভারতে প্রথমবারের মতো মোটো জিপি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। কোথাও অনুষ্ঠিত হবে তাও জানিয়েছেন অনুরাগ সিং ঠাকুর। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কথায়, 'ভারতে প্রথমবারের মতো মোটো জিপি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ভারতের গৌতম বুদ্ধ নগরে এই বড় অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে। প্রথমবার একজন ভারতীয় রেসার মোটো জিপি রেসে অংশগ্রহণ করবেন। এখন রেসিং বাইকের জন্য একটি বুস্ট হবে এবং আমাদের অটোমোবাইল শিল্পও অনেক বুস্ট পাবে। এটি একটি বড় উদ্যোগ হতে চলেছে...এটা তো সবে শুরু, আমার পূর্ণ বিশ্বাস ভারত রেসিংয়ে নতুন উচ্চতা অর্জন করবে।'

রানিগঞ্জে বুথ দখল করতে আসা তৃণমূল কর্মীদের তাড়া করে এলাকা ছাড়া করল সিপিএম

আসানসোল, ৮ জুলাই (হি. স.) : পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলে বুথ দখল করতে আসা তৃণমূল কর্মীদের তাড়া করে এলাকা ছাড়া করলেন সিপিএম সমর্থকরা। শনিবার সকালে এই ঘটনা রানিগঞ্জ ব্লকের চলবলপুর ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে ৩৩ নম্বর বুথের। এদিন বর্ধমান এবং আসানসোলে অনেক এলাকাতেই শাসকদলের লোকজন বুথ দখল করতে বা ছাপ্পা দিতে এসে এভাবেই বাম কর্মীদের প্রতিবাদের মুখে পড়ে।

সিপিএম কর্মীদের বক্তব্য, সকাল থেকে ভোট ভালোমতোই চলছিল, বেলা গড়াতেই শাসকদলের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা হঠাৎই বুথ দখল করতে আসে। আমরাও প্রস্তুত ছিলাম। প্রতিরোধ গড়ে তোলায় তারা পালায়। ভোটারও ওই দুষ্কৃতীদের তাড়া করেন।

সিপিএম কর্মীরা জানান, তারা শুক্রবার রাতেই বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেন শাসকদলকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়া হবে না। এদিন সকাল থেকেই আসানসোলের অনেক বুথে বাম কর্মীদের সেই প্রতিরোধের মেজাজে দেখা যায়। সেইমতোই চলবলপুরের ওই বুথে বাম কর্মীরা শাসকদলের দুষ্কৃতীদের তাড়া করে এলাকা ছাড়া করেন। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম গত কয়েকদিন ধরেই বলে আসছিলেন, ২০১৮ সাল এবং ২০২৩ সালের এক নয়, এটা যেন শাসকদল মনে রাখে। এবার ভোট লুঠ করতে এলে কঠিন প্রতিরোধের মুখে পড়তে হবে।

"আর কত রক্ত চাই?" নির্বাচন কমিশনারকে ফোন শুভেন্দুর

কলকাতা, ৮ জুলাই (হি.স.) : ভোটে অশান্তি নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহাকে ফোন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। প্রশ্ন করলেন, "আর কত রক্ত চাই?" হুঁশিয়ারি দিলেন, সন্ধে ৬ টার পর কমিশন তালা বন্ধ করার। সেই সঙ্গে কমিশনারের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের কথাও বললেন শুভেন্দু।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন সকাল থেকে শুধুই রক্ত, বোমা, কার্তুজ আর পড়ে থাকা নিথর দেহের ছবি সামনে আসছে। অবাধে চলছে ছাপ্পা। ভোট শুরু হওয়ার ৫-৬ ঘণ্টার মধ্যেই একাধিক মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে। এরপরই রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে ফোন করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। 'আর কত রক্ত চাই আপনার?' এই ভাষাতেই রাজীব সিনহার সঙ্গে কথা বললেন শুভেন্দু। প্রয়োজন হলে কমিশনে যাবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। শুভেন্দু বলেন, "আমি ওঁকে ফেসটাইমে ফোন করেছিলাম। প্রথমে বলেছি, আর কত রক্ত চাই আপনার? তারপর বলেছি, সন্ধ্যা ৬টার পর আমি যাচ্ছি আপনার কার্যালয়ে তালা ঝোলাতে। পুলিশকে বলে রাখবেন।" কমিশনারকে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দু বলেছেন, "আপনি যত বেআইনি সম্পত্তি করেছেন, তার সব প্রমাণ আমার কাছে আছে। রাজারহাটে কত জমি কিনেছেন, সব জানি।" সত্যি কমিশনে যাচ্ছেন কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে নন্দীগ্রামের বিধায়ক বলেন, আগে লুঠ হওয়া বুথগুলো থেকে বাক্সগুলো পুকুরে ফেলি, তারপর যাব। তাঁর কথায়, "এই দিন দেখার জন্য কি স্বাধীনতা এসেছিল? নিজের ভোটটাও কি নিজে দিতে পারব না?" শুভেন্দু স্পষ্ট জানিয়েছেন, সকাল থেকে সংবাদমাধ্যমে পরপর মৃত্যুর খবর দেখার পরই কমিশনারকে ফোন করেছিলেন তিনি।

করিমগঞ্জের চুড়াইবাড়িতে প্রায় দেড় কোটি টাকার গাঁজা উদ্ধার

বাজারিছড়ি (অসম), ৮ জুলাই (হি.স.) : অসম-ত্রিপুরা আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী করিমগঞ্জ জেলার (অসম) চুড়াইবাড়ি চেকগেটে প্রায় দেড় কোটি টাকার গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। গাঁজা পাচারের অভিযোগে ত্রিপুরার দুই বাসিন্দা যথাক্রমে ফজির আলি ও রাকেশ গাজিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে গাঁজা পাচারে ব্যবহৃত একটি লরি।

জানা গেছে, আজ শনিবার সকাল প্রায় দশটা নাগাদ প্রতিবেশী রাজ্য ত্রিপুরা সীমান্ত অতিক্রম করে টিআর ০১ এইউ ১৭০১ নম্বরের একটি লরি অসমের প্রবেশদ্বার বাজারিছড়া থানাধীন চুড়াইবাড়িতে আসে। ত্রিপুরা সীমান্তের এপারে এলে লরিতে চুড়াইবাড়ি পুলিশ ওয়াচপোস্টের ইনচার্জ প্রণব মিলির নেতৃত্বে তালাশি চালানা হয়। তালাশি চালিয়ে লরির গোপন চেম্বার থেকে ৮২ প্যাকেটে ১,৬৪০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশের দল।

এগুলোর কালবাজারী মূল্য কমপক্ষে দেড় কোটি টাকার উপর হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

গাঁজা পাচারের অভিযোগে ত্রিপুরার দুই বাসিন্দা লরির চালক ও সহ-চালক যথাক্রমে ফজির আলি ও রাকেশ গাজিকে আটক করে পুলিশ। পরে জেরায় স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে উভয়কে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস-এর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে পরবর্তী পদক্ষেপ নিচ্ছে, জানা গেছে পুলিশ সূত্রে।

"আমায় মেরে ফেলবে, বুথ থেকে সরান" হাতজোড় করে সুকান্তকে আর্জি রাজ্য পুলিশেরই এক কর্মীর

গঙ্গারামপুর, ৮ জুলাই (হি. স.) : দক্ষিণ ২৪ দিনাজপুরে উল্টো চিত্র ! যে পুলিশের বিরুদ্ধে বার বার শাসক দলের সন্ত্রাসে মদতে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সেই পুলিশের আর্জি "আমায় মেরে ফেলবে, বুথ থেকে সরান", শনিবার ভোটের দিন সকালে হাতজোড় করে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে এই আর্জি জানান রাজ্য পুলিশের কর্মী কৃষ্ণমোহন ঝাঁ।

শনিবার সকাল ১০টা নাগাদ গঙ্গারামপুরের সুখদেবপুরে ১৭৬ নম্বর বুথে ছাপ্পা ভোট পড়ছে বলে অভিযোগ তোলে বিজেপি। স্থানীয় বিজেপি নেতাদের ফোন পেয়ে ঘটনাস্থলে যান সুকান্ত। তখনই রাজ্য পুলিশের কর্মী কৃষ্ণমোহন ঝাঁ সুকান্তের গাড়ির কাছে এসে কাতর স্বরে দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়ার আর্জি জানান। কৃষ্ণমোহন জানান তিনি শিলিগুড়ি কমিশনারেট থেকে এসেছেন। এই অঞ্চলের কাউকেই তিনি চেনেন না। তবে শাসকদলের লোকেরাই তাঁকে মেরে ফেলার জন্য শাসাচ্ছেন বলে অভিযোগ কৃষ্ণমোহনের। সেই সময়ে সুকান্তকে বলতে শোনা যায়, "আপনার হাতে তো লাঠি রয়েছে, ব্যবহার করছেন না কেন।"

তিনি যে ভয় পাচ্ছেন তা পরে সংবাদমাধ্যমের সামনেও বলেন কৃষ্ণমোহন। তিনি বলেন, "আমি সরতে চাইছি। আমি কী করব একা? আমায় হুমকি দিচ্ছে। আমি বলেছি, ছাপ্পা ভোট হতে দেব না। তখন বলেছে, 'চুপচাপ থাকুন। না হয় এখান থেকে সরে যান। পুরোপুরি ছাপ্পা ভোট হবে।'" একই সঙ্গে কৃষ্ণমোহন বলেন, "আমার লাইন সামলানোর কথা। কিন্তু বাধ্য হয়ে বুথের ভিতরে গিয়েছি। তার পরেই মেরে ফেলার হুমকি। আমি এখন এখান থেকে সরে যেতে চাইছি।" তাঁর দাবি, এই বিষয়ে তিনি ফোন করে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানালেও কেউ কিছু জানাননি। তিনি বলেন, "আমাকে মেরে ফেলবে বলছে। পুলিশকর্তাদের ফোন করেছি। তারা কিছুই বললেন না।"

এই প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, "গোটা রাজ্যেই ভোটের নামে প্রহসন চলছে।

পুলিশকে নিয়ে ভোট করছে তৃণমূল। আর গঙ্গারামপুরের ঘটনা দেখিয়ে দিল, কোথাও কোথাও সৎ পুলিশকর্মীরা প্রতিবাদ করলে তাঁরাও কতটা অসহায়।" তবে সুকান্তের দাবি, বেশির ভাগ জায়গাতেই পুলিশের মদতে গোলমাল করছে তৃণমূল। তিনি বলেন, "ওই পুলিশকর্মী আমার কাছে আসার আগে তাঁর কর্তাদের কাছেও জানিয়েছেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। আসলে উপরের কর্তারা সবটাই করছে তৃণমূলের নির্দেশ মতো।"

গঙ্গারামপুরে ভোটারকে কামড়ে দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে

গঙ্গারামপুর, ৮ জুলাই (হি. স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর ব্লকের ৪১/১০ নম্বর হাপুনিয়া বুথে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ভোটারকে কামড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে। যদিও ঘটনার দায় বামদের ওপর চাপিয়েছে রাজ্যের শাসকদল।

অভিযোগ, শনিবার সকাল থেকে ওই বুথে ছাপ্পা ভোট চালাচ্ছিল তৃণমূল। তার প্রতিবাদ জানান গ্রামবাসীরা। বিক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। সেই প্রতিবাদ করার জেরে তৃণমূল প্রার্থী মহিলা ভোটারকে কামড়ে দেন বলে অভিযোগ। তৃণমূলের পালটা দাবি সিপিএম প্রার্থী জয়নাল আহমেদই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। বরাবরই সে অশান্তি পাকায় বলেও দাবি তৃণমূলের। এদিকে বুথে কোনও ছাপ্পা হয়নি বলেই দাবি প্রিসাইডিং অফিসারের। ঘটানর জেরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে গোটা বুথ চত্বরে। গ্রামবাসীদের একাংশের অভিযোগ, সকালে ভোট দিতে এসে তাঁরা দেখেন তৃণমূলের তরফ থেকে ছাপ্পা ভোট দেওয়া হচ্ছে। যার জেরে তাঁরা ভোট দিতে পারেননি। এর প্রতিবাদ জানান গ্রামবাসীরা। পালটা ভোটারদের সেখান থেকে চলে যেতে বলা হয়। যার জেরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঘটনার প্রতিবাদ করায় নিভিয়া বেওয়া নামে এক মহিলা ভোটারকে তৃণমূল প্রার্থী কামড়ে দেন বলে অভিযোগ। ভোটারদের আরও অভিযোগ, বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী নেই। এক্ষেত্রে তৃণমূলের লোকজন বাহিনীর অনুপস্থিতিতেই ছাপ্পা ভোট দিচ্ছে বলে অভিযোগ।

মালদা ব্যালট বাক্স ভাঙচুর, চলল অবাধে ছাপ্পা ভোট

মালদা, ৮ জুলাই (হি. স.) : পঞ্চায়েত ভোটেরমালদার মালদার ইংরেজবাজারে বুথ দখল করে অবাধে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। মিল্কি গ্রাম নতুনটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা। অন্যদিকে, কালিয়াচক থানার আলিপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের করনিচাঁদপুর জঙ্গিটোলা গ্রামে ভোট লুঠ, ব্যালট বাক্স ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সকাল ১১টা থেকে ভোটগ্রহণ বন্ধ রয়েছে সেখানে।

কালিয়াচক, গুলিবিদ্ধ কংগ্রেস কর্মী

কালিয়াচক, ৮ জুলাই (হি. স.) : পঞ্চায়েত ভোট চলাকালীন মালদার কালিয়াচকের নওদায় ৭৮ নম্বর বুথে গুলিবিদ্ধ হলেন এক কংগ্রেস কর্মী। জখম কর্মীর নাম রাহুল শেখ। তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শনিবার সকালে ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

স্থানীয় তৃণমূল নেতা বকুল শেখের ভাইরা গুলি চালিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এদিন ভোট শুরু হতেই শাসকদলের বিরুদ্ধে ব্যালট বাক্স লুটের অভিযোগ ওঠে কালিয়াচকে। এরই প্রতিবাদে সকালে কালিয়াচক-মোথাবাড়ি রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বাম-কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা।যদিও তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

রতুয়ায় শাসকদল ও জোটের সংঘর্ষে দু'টি বুথে বন্ধ ভোটদান

সামসী, ৮ জুলাই (হি. স.) : পঞ্চায়েত ভোটের আগের দিন থেকে মালদার রতুয়া-১ ব্লকের চাঁদমুনি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের খোচখামার-বালুপুর এলাকায় চলছে মুড়ি মুড়কির মতো বোমাবাজি। শনিবার ভোট শুরুর আগে পর্যন্ত এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে।

এদিন এলাকায় শাসকদল ও জোটের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ বাধে। দু'পক্ষই একে অপরের একাধিক বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনায় দু'পক্ষের অন্তত ৪-৫ জখম হয়েছেন। ঘটনায় উত্তেজনা রয়েছে এর জেরে সকাল ৮টা থেকে খোচখামার-বালুপুর প্রাইমারি স্কুলে ১৭২ ও ১৭৩ বুথে আপাতত ভোটদান প্রক্রিয়া বন্ধ রয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় রতুয়া থানার আইসি সঞ্জয় দত্তের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী। আসেন চাঁচলের এসডিপিও শুভেন্দু মণ্ডলও। ওই দু'টি বুথে দু'জন করে মোট চারজন কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বন্ধ হয়ে থাকা ভোটদান প্রক্রিয়া পুনরায় চালুর চেষ্টা করছে পুলিশ ও প্রশাসন।

বোমা ফেটে মৃত্যু তৃণমূল কর্মীর

বাসন্তী, ৮ জুলাই (হি.স.): পঞ্চায়েত ভোটের দিনও রক্ত ঝরল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে। ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকাকালীন বোমার আঘাতে মৃত্যু হল এক তৃণমূল কর্মীর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহতের নাম আনিসুর ওস্তাগর (৫০)। তিনি বাসন্তী থানার ফুলমালঞ্চ এলাকার বাসিন্দা। আনিসুর ফুলমালঞ্চ অঞ্চলের ওস্তাগর পাড়ার ৯২ নম্বর বুথের তৃণমূল প্রার্থী রোকেয়া ওস্তাগরের ভাইপো বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গিয়েছে। শনিবার বেলার দিকে ফুলমালঞ্চ প্রাথমিক স্কুলে ভোটগ্রহণ চলার

ব্রাজিলে বহুতল ভেঙে মৃত অন্তত পক্ষে আট; নিখোঁজ ৫ জন, প্রাণহানির সংখ্যা বাড়তে পারে

রিও ডি জেনেইরো, ৮ জুলাই (হি.স.): ব্রাজিলে একটি পুরনো বহুতল ভেঙে পড়ে মৃত্যু হল আট জনের। নিখোঁজ আরও ৫ জন। ১৫-১৬ জন ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে রয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে উপকূলীয় শহর স্টেট অফ পারনামবুকোতে। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, বৃষ্টির জেরে বহুতলটি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ফলে সেটি ভেঙে পড়ে।

শুক্রবার সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিল। আচমকা বিকট একটা শব্দ শুনতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। তার পরই দেখেন আস্ত একটি বহুতল মাটিতে মিশে গিয়েছে। স্থানীয়রাই ওই বহুতলের বাসিন্দাদের উদ্ধারের চেষ্টা করেন। তার পর দমকল এবং উদ্ধারকারী দল আসে। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে দাবি করা হয়েছে, ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে ও ৫ জন নিখোঁজ রয়েছেন। যদিও অনেক বেশি মানুষ ওই ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন। শনিবার জোরকদমে চলছে উদ্ধারকাজ।

বীরভূমে নিরাপত্তার অভাবে বুথেই কেঁদে ফেললেন মহিলা প্রিসাইডিং অফিসার

বীরভূম, ৮ জুলাই (হি. স.) : ভোটের দিনে সেই বুথে বসেই কাঁদতে দেখা গেল মহিলা প্রিসাইডিং অফিসারকে। ময়ূরেশ্বর ২ নম্বর ব্লকের ১০ নম্বর বুথের ঘটনা। বুথে ঢুকে অবাধে চলছে ছাপ্পা ভোট। আর তাতেই ভয়ে কাঁদছেন ওই মহিলা প্রিসাইডিং অফিসার। নেই কোনও কেন্দ্রীয় বাহিনী, নেই পুলিশ। বন্ধ হয়ে গিয়েছে ভোট গ্রহণ। মহিলাদের কথা মাথায় রেখে মহিলা পরিচালিত বুথের ব্যবস্থা করা হয়েছিল বীরভূমের ময়ূরেশ্বরে। শনিবার সকাল ৭ টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়। শুরুর দিকে সব ঠিকঠাক ছিল। এলাকার মহিলারা একে একে এসে ভোট দান করেন। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পর হঠাৎ বুথে ঢুকে পড়ে একদল লোক। অন্তত ৫০-৬০ জন। তাঁরা কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী তা এখনও জানা যায়নি। তারপর চলে দেদার ছাপ্পা। নিরাপত্তার জন্য লাগানো সিসিটিভি ভেঙে দেওয়া হয়। তাঁদের কাছ থেকে অবাধে ছিনিয়ে নেওয়া হয় ব্যালট। কার্যত অসহায় বোধ করেন ভোটকর্মীরা। বন্ধ হয়ে যায় ভোটগ্রহণ। আশেপাশে কোথাও পুলিশ নেই, নেই সিসিটিভিও। এই মুহূর্তে তাঁরা কী করবেন বুঝে উঠে না পেরে কান্নায় ভেঙে পড়েন মহিলা ভোটকর্মীরা। সেক্টর অফিসে জানানোর ২ ঘণ্টা পরেও বুথে কারও দেখা পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ। বুথে একজন মাত্র সশস্ত্র পুলিশ ছিল। বুথের বাইরে লম্বা লাইন থাকা সত্ত্বেও ভোটগ্রহণ শুরু করতেই পারেননি তাঁরা।

হাফলঙে অবস্থিত এএসটিসি কার্যালয় সংস্কার এবং পর্যাপ্ত কর্মচারী নিয়োগের দাবিতে সোচ্চার জাদিখে নাইশো হসম

হাফলং (অসম), ৮ জুলাই (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলঙে অবস্থিত অসম রাজ্য পরিবহণ নিগম (এএসটিসি)-এর অধীন বেহাল কার্যালয় সংস্কার এবং পর্যাপ্ত কর্মচারী নিয়োগের দাবিতে সোচ্চার হয়েছে ডিমাসা জনগোষ্ঠীর বৃহৎ সংগঠন জাদিখে নাইশো হসম।

দীর্ঘদিন থেকে অসম রাজ্য পরিবহণ নিগমের হাফলঙে অবস্থিত ফ্ল্যাগস্টেশন ও কার্যালয়টি বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এমন-কি অনিয়মিত হয়ে পড়েছে বাস পরিষেবাও। তাছাড়া অসম রাজ্য পরিবহণ নিগমের হাফলং কার্যালয় চলছে একজন স্থায়ী কর্মচারী এবং দুজন ঠিকাভিত্তিক কর্মচারীকে দিয়ে। অসম রাজ্য পরিবহণ নিগমের হাফলং কার্যালয়ের একমাত্র সহকারী অধীক্ষক যিনি ডিফু কার্যালয়ের দায়িত্বেও রয়েছেন।

সম্প্রতি ওই সহকারী অধীক্ষককে আবার শিলচরে বদলি করা হয়েছে।

এমতাবস্থায় অসম রাজ্য পরিবহণ নিগমের হাফলং কার্যলয়ে কর্মচরীর অভাব দেখা দিয়েছে। তাই এবার অসম রাজ্য পরিবহণ নিগমের হাফলংস্থিত কার্যালয়ে পর্যাপ্ত কর্মচারী নিয়োগ করা ও ডিমা হাসাও জেলার স্থানীয় বাসিন্দা সরকারি কর্মচারী সহ যাত্রী ও যে সব স্থানীয় ছাত্রছাত্রীরা বাইরে গিয়ে পড়াশোনা করে, তাঁদের কথা মাথায় রেখে বাস পরিষেবা সচল করে তুলতে ডিমাসা জনগোষ্ঠীর সর্বোচ্চ সংগঠন জাদিখে নাইশো হসম অসম রাজ্য পরিবহণ নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে এক স্মারকপত্র প্রেরণ করে এ ব্যাপারে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে।

স্মারকপত্রের প্রতিলিপি রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য, মন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক নন্দিতা গার্লোসা, ও অসম রাজ্য পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাসের কাছেও পাঠানো হয়েছে।

মোঙ্গলিয়ার পার্লামেন্টের স্পিকার জি জান্দানসাতার এর সাথে মৌ স্বাক্ষর করলেন ভারতের লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। ছবি-পিআইবি

বিলোনীয়ায় অরুণ দেবকে স্মরণ করল এসএফআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৮ জুলাই।। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামকে তেজী করার লক্ষ্যে সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় কার্যালয় প্রাঙ্গণে শনিবার ভারতের ছাত্র ফেডারেশন বিলোনিয়া বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে শহীদ ছাত্রনেতা অরুণ দেবের ৩৪ তম শহিদ দান দিবস পালন করা হয়। শহীদ দান দিবসে অরুণ দেবের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন রাজ্য নেতৃত্ব সুকান্ত মজুমদার, ভারতের ছাত্র ফেডারেশন বিলোনিয়া বিভাগীয় কমিটির সভাপতি প্রসেনজিৎ বৈদ্য, বিলোনিয়ার বিধায়ক দীপংকর সেন,কৃষক নেতা বাবুল দেবনাথ, শ্রমিক নেতা বিজয় তিলক সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় কমিটির সদস্য রিপু সাহা সহ অন্যান্য গণ সংগঠনের নেতৃত্ব কর্মী সমর্থকরা শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এইদিনের শহীদান দিবসে উপস্থিত নেতৃত্বরা অরুণ দেবের রাজনৈতিক জীবনী নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন, অরুণ দেবের শহীদান দিবস থেকে রাজ্যের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামকে আরো তেজী করার জন্য সকলের কাছে আহ্বান রাখেন শহীদান দিবসে উপস্থিত নেতৃবর্গ।

দোকান

● **প্রথম পাতার পর**

দেওয়া হয়। এদিন সকালে জায়গাটি পরিদর্শনে আসেন বিজেপি রাজ্য সম্পাদিকা পাপিয়া দও, ৬ আগরতলা মন্ডল সভাপতি হীরা লাল দেবনাথ, ১০ নং ওর্য়াড কাউন্সিলার সোমা মজুমদার সহ অন্যানরা।

খুনের চেষ্টা

● **প্রথম পাতার পর**

বাড়িতে। বর্তমানে সুমন মগ শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।এ ধরনের অপহরণ ও প্রাণে মেরে ফেলার বিষয়ে তিনি থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন বলে জানান।

অভিযোগে

● **প্রথম পাতার পর**

বি এম এস এর নেতৃত্ব। এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বি এম এস এর ধলাই জেলার সভাপতি শান্তি দেববর্মা, জেলা সম্পাদক বিকাশ দাস, সদস্য নারায়ন দেবনাথ সহ অন্যান্য।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ধর্মনগরে হামসফর এক্সপ্রেসে উদ্ধার গাঁজা, গ্রেপ্তার সাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। সকাল ৮ টা ১২ মিনিট নাগাদ ধর্মনগর রেল স্টেশনে হামসফর ট্রেন আসতেই কোচ থেকে সাতজনকে আটক করল জিআরপিএফ। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ২৭ কেজি গাঁজা। ঘটনার বিবরণে জানা যায় ,হামসাফার ট্রেন আগরতলা থেকে ব্যাঙ্গালোর এর উদ্দেশ্যে রওনা দেয় সকালবেলা। ওই ট্রেনে আসছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন উনার সাথে ছিল উনার দেহরক্ষীরা। সেই কামরাতেই কিছু বিহার রাজ্যের যুবকরা উঠেছিল।তাদের দেখে অধ্যক্ষের দেহরক্ষীদের সন্দেহ হয়। তাদের নাম এবং বাড়ি জিজ্ঞেস করতেই তারা বলে তারা বিহার রাজ্য থেকে এসেছে। তাদের ব্যাগ চেক করতেই বেরিয়ে আসে গাজা। সাথে সাথেই খবর দেওয়া হয় ধর্মনগর জিআরপিএস পুলিশকে। ধর্মনগর ট্রেন থামার পর অধ্যক্ষের দেহরক্ষীরা ওই ৭ যুবক এবং তাদের ব্যাগ তুলে দেয় জিআরপিএস পুলিশ এবং আরপিএফকে। তাদের নাম হলো আঞ্জিল কুমার, পল্টু কুমার, গোবিন্দ কুমার, অখিলেশ কুমার মন্ডল, রাজকুমার যাদব, কালুলাল মন্ডল, সনু কুমার।

বঙ্গে পঞ্চায়েত ভোট

● **প্রথম পাতার পর**

এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছে কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরা।এর পর শনিবার সকালে রেজিনগর থানার নাজিরপুরে মৃত্যু হয়েছে ইয়াসিন শেখ নামে এক শাসকদলের কর্মীর। অভিযোগ, দুষ্কৃতীদের ছোড়া বোমের আঘাতে মৃত্যু হয়েছে ইয়াসিনের। ভোটের সকালে মুর্শিদাবাদের খড়গ্রামেও একটি ফাঁকা জমি থেকে তৃণমূল কর্মী সাবিরুদ্দিন শেখের দেহ উদ্ধার হয়। খড়গ্রামের রতনপুরেই মনোনয়নের প্রথম দিন খুন হন কংগ্রেস কর্মী ফুলচাঁদ শেখ। স্থানীয় সূত্রে খবর, সাবিরুদ্দিনই সেই খুনের মূল অভিযুক্ত ছিলেন। যদিও মৃতের পরিবারের সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।আবার শনিবার সকালে রানিনগরে সিপিএম-তৃণমূল সংঘর্ষে কমপক্ষে ২৪ জন আহত হয়েছেন। এর পর বেশ কিছু ক্ষণ ভোটগ্রহণ বন্ধ ছিল। সেই এলাকায় একাধিক বুথ থেকে সিপিএমের এজেন্টদের বার করে দেওয়ার অভিযোগও উঠে এসেছে। রানিনগরের হূর্সি অঞ্চলে এক সিপিএম কর্মীর উপর গুলি চালানোর অভিযোগও উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এ ছাড়াও ডোমকল ব্লকের গড়াইমারি অঞ্চলে সিপিএম এজেন্টদের বুথের ভেতর ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ডোমকলের কুশিবাড়িয়ায় দুই তৃণমূল কর্মী এবং এক জন কংগ্রেস কর্মীর উপর গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে। পাশাপাশি ইসলামপুরেও দু’জন তৃণমূল কর্মীর গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর মিলেছে। তাঁরা দু’জনেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল নদিয়া জেলার চাপড়া। কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীকে। অভিযোগের তির কংগ্রেসের দিকে। শনিবার চাপড়ার কল্যাণদহে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে। তৃণমূল দাবি করেছে, দলবদ্ধ ভাবে ভোট দিতে যাওয়ার সময় তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলা চালায় কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকেরা।ধারালো অস্ত্র দিয়ে ওই তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। সেই ঘটনায় ১১ জন তৃণমূল কর্মী গুরুতর আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে চাপড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ভর্তি করানো হয়। সেখানেই আমজাদ হোসেন নামে এক তৃণমূল কর্মীকে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। যদিও বাম-কংগ্রেস নেতৃত্বের তরফে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

কোচবিহার, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া শনিবার পঞ্চায়েত ভোটের সকালে প্রথম চার ঘণ্টায় পাঁচটি খুনের ঘটনা ঘটেছে। নিহতদের মধ্যে শাসকদল ও বিরোধীদের কর্মী-সমর্থকরা রয়েছেন। আর সওয়া এগারোটার পর রাজ্য নির্বাচন কমিশন জানাল, এই চার ঘণ্টায় ভোট পড়েছে ২২.৬০ শতাংশ। শনিবার সকাল সাতটা থেকে শুরু ভোটগ্রহণ, চলবে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। মোট ৬৩,২২৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত আসন, ৯,৭৩০টি পঞ্চায়েত সমিতি আসন এবং ৯২৮টি জেলা পরিষদ আসনে ভোট হচ্ছে।সকাল থেকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দফতরে দেখা যায়নি নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহাকে। সকাল ১০টা নাগাদ তিনি কমিশনে পৌঁছন। প্রথম তিন ঘণ্টা কার্যত অভিভাবকহীন হয়ে ছিল কমিশন। সকাল থেকে কন্ট্রোল রুমে এক ডজন ল্যান্ড ফোন বেজে যাচ্ছিল নাগাড়ে। বিএসএফ আইজি এসসি বুদাকোটি নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশনে যান।

জাতীয় শিক্ষানীতির

● **প্রথম পাতার পর**

প্রচেষ্টা কলেজগুলির মধ্যে সরকার চালু করেছে। এর বিরুদ্ধে ছাত্র সংগঠনগুলিকে নিছক আন্দোলন করলে চলবে না, বড়সড় আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে সরকারের বিরুদ্ধে। তিনি আরো বলেন ছাত্র সংগঠনগুলিকে বসে না থেকে রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে মানুষকে অবগত করতে হবে কিভাবে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে সরকার।এর বিরুদ্ধে সকলকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান করতে হবে। কারণ এটা শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে আন্দোলন নয়, সব অংশের মানুষের স্বার্থে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে এই আন্দোলন করতে হবে। পাশাপাশি শ্রী সরকার এদিন রক্তদান শিবির সম্পর্কে বলেন সকলকে নিয়মিত রক্তদান করতে হবে। শিবিরের মাধ্যমে সম্ভব না হলেও হাসপাতালে গিয়ে ধারাবাহিকভাবে রক্তদান করে মুমূর্ষ রোগীর জীবন বাঁচানোর জন্য দায়িত্ব নিতে হবে। পরবর্তী সময় রক্তদান শিবিরটি ঘুরে দেখেন পুলেটব্যরোর সদস্য মানিক সরকার। রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন এদিন। আয়োজিত রক্তদান শিবিরে এদিন এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এসএফআই রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব, টি এস ইউ রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুজিত ত্রিপুরা সহ অন্যান্যরা। সকলে প্রয়াত অরুন দেবের প্রতি পুষ্পাঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।

রেলে কাটা

● **প্রথম পাতার পর**

আমবাসা পুলিশ কোয়ার্টারে থাকে পরিবার। কি কারনে কিংবা কিভাবে এই ঘটনা ঘটেছে সে সম্পর্কে এখনো বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।

বিশালগড়ে

● **প্রথম পাতার পর**

এসে দেখেন মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গৃহবধূর বাবার বাড়ির লোকজনরা ছুটে গিয়ে রাতে আবার মৃতদেহ হাসপাতালে নিয়ে এসে বিশালগড় মহিলা থানায় দ্বারস্থ হয়। পুলিশ এসে মৃতদেহ মর্গে রাখে।

শান্তির বাজারে নবনির্মিত মার্কেট ও মর্ডান ভেন্ডিং জোনের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৮ জুলাই।। উন্নয়নে ও লোকজনদের পরিষেবায় আরেকধাপ এগিয়েগেলো শান্তির বাজার পৌর পরিষদ। শান্তির বাজার শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে ও দুর্ঘটনা এরাতে পৌর পরিষদের উদ্দ্যোগে এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহনকরাহয়েছে। শান্তির বাজার পৌর এলাকার ট্রাইজংশন এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে এলেমেলো যে যার খুশিমতো দোকানপাঠ তৈরিকরেছিলো। এতেকরে শহরের সৌন্দর্যের যেমন ব্যাঘাতঘটেছে তেমনি দুর্ঘটনার আশঙ্কাও থেকেযায়। এইনিয়ে পৌর পরিষদের উদ্দ্যোগে ট্রাইজংশন এলাকায় কিছু দোকান ও একটি ওপেন মার্কেট নির্মান করেছেন। অপরদিকে বাজারে জাতীয় সড়কের পাশে থাকা অস্থায়ী খাবারের দোকান ও স্ব সহায়কদলের সদস্যদের কর্মসংস্থানের জন্য মর্ডান ভেন্ডিং জোন নির্মান করাহয়েছে। আজকে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে এই দুইটি প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করাহয়। জানাযায় ট্রাইজংশন এলাকায় ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ৪৮৩ টাকাব্যায়করে ওপেন মার্কেট সেড নির্মানকরাহয়েছে ও ২ লক্ষ ১২ হাজার ৭৮৩ টাকা ব্যায়করে তিনটি মার্কেট স্টল নির্মান করাহয়েছে। অপরদিকে শান্তির বাজার নতুন পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় ৬ লক্ষ ৬৫ হাজার ১৪৫ টাকা ব্যায়করে ২ টি মর্ডান ভেন্ডিং জোন নির্মান করাহয়েছে। আজকের এই দুইটি প্রকল্পের শুভ সূচনা করলেন শান্তির বাজার পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান সপ্না বৈদ্য। উদ্বোধকরে পাশাপাশি আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজার পৌর পরিষদের সিও তথা শান্তির বাজার মহকুমাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য, পৌর পরিষদের ডেপুটি সিও তথা ডি সি এম প্রীতম সরকার, কাউন্সিলার রাজীব চক্রবর্তী, কাউন্সিলার নেপাল চন্দ্র দাস, কাউন্সিলার বিশ্বজিৎ দাস , কাউন্সিলার ছায়া দাস সহ অন্যান্যরা। আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বেনিফিসারীদের দোকান গুলি বুঝিয়ে দেওয়াহয়।

হাওড়ায় মার খেলেন সিপিএম নেত্রীর মা-ও, অভিযুক্ত তৃণমূল

হাওড়া, ৮ জুলাই (হি.স.) : রাজ্যে লাগামহীন সন্ত্রাসের পঞ্চায়েত ভোটে হাওড়ায় আক্রান্ত সিপিএম যুব নেত্রী দীপ্সিতা ধর। রাস্তায় ফেলে সিপিএম নেত্রীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। শুধু তিনিই নয় আক্রান্ত হয়েছেন তাঁর মা দীপিকা ধরও। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ। যদিও অভিযোগ অস্বীকার শাসকদলের।

জানা গেছে, এদিন বালি ঘোষপাড়া বালিকা বিদ্যাপীঠে অবাধ ভোট লুঠ করছে বলে খবর যায় দীপ্সিতার কাছে। সেই মতো তিনি দ্রুত ওই বুথে পৌঁছন। অভিযোগ, তখনই শাসকদলের একদল দুষ্কৃতী দীপ্সিতাকে রাস্তায় ফেলে মারধর করে। তৈরি হয় উত্তেজনা। পুলিশ পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। শুধু তাই নয়, আরও কয়েকজন সিপিএম কর্মীকেও বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে। একজনের কান কেটে রক্তও বেরিয়ে গিয়েছে। সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের দাবি, যাঁরা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত তাঁরা সকলেই বহিরাগত। এবং শাসকদলের দুষ্কৃতী।অপরদিকে, নিশ্চিন্দা বীনাপাণি স্কুলে সিপিএম প্রার্থী তথা দীপ্সিতার মা দিপীকা ধরকেও হেনস্থার অভিযোগ উঠছে শাসকদলের বিরুদ্ধে। ধস্তাধস্তিতে ভেঙে গিয়েছে দীপিকাদেবীর চশমার কাচ।দীপ্সিতা ধর বলেন, সকাল থেকেই টুকটাক ছাপ্পা চলছিল। আমরা বসেছিলাম। পরে শুনি দুর্গাপুরে ব্যাপকহারে ছাপ্পা ভোট চলছে। আমি আর আমার নির্বাচনী এজেন্ট হিন্দি স্কুলে যাই। সেখানে যেতেই এক মহিলা আমাদের ভিতরে ঢুকতে বাধা দেন। তখন আমি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে অভিযোগ জানাতে যাই। সেই সময় ভিতর থেকে একদল পুরুষ যাঁরা এলাকার বহিরাগত সকলে এসে আমাদের আক্রমণ করল। আমার গালে চড় মেরেছে।” যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। স্থানীয় তৃণমূলের নেতা কল্যাণ দাস বলেন যে, তাঁর অসুস্থ স্ত্রীকে দীপ্সিতা এবং তার সঙ্গীরা মেরে মাটিতে ফেলে দিয়েছে।

রাজীব সিনহার ব্যঙ্গাত্মক ছবি এঁকে কটাক্ষ রুদ্রনীলের

কলকাতা, ৮ জুলাই (হি. স.) : পঞ্চায়েত ভোটকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই জেলায় জেলায় হিংসার ঘটনা ঘটেছে। নির্বাচনের দিন সকাল থেকে শুধুই রক্ত, বোমা, কার্তুজ আর পড়ে থাকা নিথর দেহের ছবি সামনে আসছে। অবাধে চলছে ছাপ্পা। এই অবস্থায় বিরোধীরা একযোগে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহাকে। এবার রাজীব সিনহার ব্যঙ্গাত্মক ছবি এঁকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন রুদ্রনীল ঘোষ।এদিন নির্বাচন কমিশনের রাজিব সিনহার একটি ব্যঙ্গচিত্র নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে পোস্ট করেন রুদ্রনীল ঘোষ। তাতে দেখা যাচ্ছে, রাজীব সিনহার মাথায় একটি নীল সাদা হাওয়াই চপ্পল, সচরাচর যেমনটা মুখ্যমন্ত্রী পরে থাকেন। ছবিতে রাজীব সিনহার মুখে হাসি, ছবির ভিতরেই লেখা, ‘খুশি?’ পোস্টের ক্যাপশনে নির্বাচন কমিশনারকে ষড়যন্ত্রের সেনাপতি বলে সম্বোধন করে যেন তাঁরই বয়ানে রুদ্রনীল লিখেছেন, ‘ম্যাডাম, পেরেছি? হচ্ছে?’ বলা বাহুল্য, সরাসরি না বললেও বিজেপি নেতা রাজীব সিনহাকে প্রকারান্তরে তৃণমূলের দলদাস বলেই দাগিয়ে দিয়েছেন। রুদ্রনীলের পোস্টের সমর্থনে সাংসদ সৌমিত্র খাঁ কমেন্টবক্সে লিখেছেন, ‘দারুন দিয়েছো।’ উল্লেখ্য, শনিবার ভোট প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার ৩ ঘণ্টা পর নিজের দফতরে পৌঁছান রাজীব সিনহা। তা নিয়ে বিরোধীরা সমালোচনা করেছেন। এদিন রাজ্য জুড়ে পঞ্চায়েত ভোটকে কেন্দ্র করে যে হিংসার ঘটনা ঘটেছে তার পরিপ্রেক্ষিতেই রাজীব সিনহাকে কটাক্ষ করে এই পোস্ট করেছেন রুদ্রনীল।

জিন্দে বাস ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু ৮ জনের গুরুতর জখম আরও ১২

জিন্দ, ৮ জুলাই (হি. স.) : হরিয়ানার জিন্দে যাত্রীবোঝাই একটি বাস ও একটি ছোট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল কমপক্ষে ৮ জনের। গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আরও ১২ জন। শনিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভোরে হরিয়ানার জিন্দ জেলার বিবিপুর গ্রামের কাছে। বাসের সঙ্গে ক্রুজার গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১২ জন। আহতদের মধ্যে বাসটির চালক ও কন্ড্রাক্টর রয়েছেন। এই দুর্ঘটনায় ক্রুজের গাড়িটি একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। নিহতদের মধ্যে বাস ও গাড়ির আরোহীরা রয়েছেন।জিন্দে হাইওয়ের উপর বাস ও ক্রুজার গাড়ির সংঘর্ষের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যান ডিএসপি রোহতাস ধুল। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ৬টি অ্যাম্বুলেন্সে করে দুর্ঘটনাস্থল থেকে আহতদের উদ্ধার করে জিন্দ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন তিনি। আহত ১২ জনের মধ্যে অনেকেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতালের চিকিৎসক জানিয়েছেন।অন্যদিকে, ঝাড়খণ্ডের দ্বারভাঙায় কালী মন্দির দর্শন করে ফেরার পথে যাত্রীবাহী একটি ছোট গাড়ি কুয়োয় পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। হাজারিবাগ জেলায় ৩৩ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময়ই দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে খবর, এসইউভি গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে একটি মোটরবাইকে ধাক্কা মারে। তারপর হাইওয়ের পাশে খোলা মুখ কুয়োয় পড়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে কুয়ো থেকে ওই গাড়ির যাত্রীদের নিথর দেহ উদ্ধার করে।

ব্যালট বাক্স নিয়ে থানায় ছুটলেন তৃণমূলকর্মীরা উত্তেজনা চাঁচলে

চাঁচল, ৮ জুলাই (হি. স.) : মালদার চাঁচলে ভোট লুট রুখতে শেষে ব্যালট বাক্স নিয়ে থানায় ছুটলেন তৃণমূলকর্মীরা। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট লুটের অভিযোগ উঠেছে। জানা গিয়েছে, খরবা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপালপুর এবং দুর্গাপুর বুথ থেকে তৃণমূল প্রার্থী মতিউর রহমানের নেতৃত্বে ব্যালট বাক্স বাইকে চাপিয়ে চাঁচল থানায় নিয়ে যান দলের কর্মীরা। তৃণমূলকর্মীদের অভিযোগ, বুথে ব্যাপক সন্ত্রাস চালাচ্ছে কংগ্রেসের লোকজন। দলীয় কর্মীদের মারধর করা হয়েছে। ঘটনায় আক্রান্ত হয়েছেন প্রিসাইডিং অফিসারও। ভোট লুট রুখতে তাঁরা শেষমেশ ব্যালট বাক্স নিয়ে থানায় হাজির হন। যদিও কংগ্রেসের তরফে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। অন্যদিকে, তৃণমূলের বিরুদ্ধে বুথ দখলের অভিযোগ উঠেছে মালদার চাঁচল-১ নম্বর ব্লকের মতিহারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জামগাছি এলাকায়। এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন সংশ্লিষ্ট আসনের গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস প্রার্থীর স্বামী এবং ১৪ নম্বর জেলা পরিষদ আসনের কংগ্রেস প্রার্থী রোজিনা খাতুন। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

IN THE COURT JUDGE,
FAMILY COURT
KAILASHAHAR,
UNAKOTI DISTRICT
Case No.- T.S. (Divorce) 74/2022.

Rukshana Begam,
D/O-Yasin Ali
W/O- Farid Miah,
of Vill-South Dhumacherra,
P.O. & P.S.-Dhumacherra,
Dist. - Dhalai, Tripura
At present-
C/O-Nechar Uddin
S/O - Lt. Habib Ullah,
of Vill. & P.O.-Gournagar
P.S.- Kailashahar,
Dist.- Unakoti, Tripura
V/S
Farid Mia,
S/O-Sattar Mia,
of Vill- South Dhumacherra,
P.S.-Dhumacherra,
Dist.-Dhalai, Tripura

সর্বসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, উপরিউক্ত দরখাস্থকারীনি রুকসানা বেগম তাহার স্বামী উপরিউক্ত ফরিদ মিয়া এর বিরুদ্ধে তাহাদের বিবাহ বিচ্ছেদ এর মামলা উপরিউক্ত আদালতে আবেদন জানিয়েছেন।

অতএব অত্র নোটিশ প্রকাশমুলে সাবধান করিয়া দেওয়া যাইতেছে উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধ আপনি ফরিদ মিয়া কোনরূপ আপত্তি থাকিলে আগামী ১২.০৭.২০২৩ ইং তারিখে দিবা ১০:০০ ঘটিকায় আদালতে স্বয়ং বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি দ্বারা উপস্থিত হইয়া উক্ত দরখাস্তের কারণ দর্শাইবেন। অন্যথায় উক্ত দরখাস্তের একতরফা শুনানিক্রমে নিষ্পত্তি করা হইবে। মোকদ্দমার নং T.S. (Divorce) 74 / 2022, In the court of Ld. Judge, Family Court, Unakoli Judicial District, Kailashahar এ মামলা দায়ের করিয়াছেন।

তাং আমার স্বাক্ষর ও আদালতের শীলমোহর যুক্ত করা হইল।

অদ্য ০৩.০৭.২০২৩

By order
IN THE COURT JUDGE,
FAMILY COURT
KAILASHAHAR,
UNAKOTI DISTRICT

ফের গুলি চলল দিনহাটায় গুলিবিদ্ধ ভোটার

দিনহাটা, ৮ জুলাই (হি. স.) : : ফের গুলি চলল দিনহাটায়। গুলিবিদ্ধ হলেন এক ভোটার। তাঁর নাম সহিদুল মিয়াঁ।এদিন দিনহাটায় গুলিবিদ্ধ বিজেপি কর্মীর মৃত্যু হয়। মৃতের নাম চিরঞ্জিত কার্জি। ঘটনায় জখম রাধিকা বর্মন নামে আরও এক বিজেপি কর্মী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ওকরাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬/২৬৯ নম্বর বুথে ভোটারদের আটকে রাখার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। কংগ্রেস প্রার্থী আনসার আলির অভিযোগ, তৃণমূলের হার্মাদরা বাড়ি বাড়ি ভোটারদের আটকে রাখছে। প্রায় ২০০ ভোটারকে আটকে রেখেছে বলে অভিযোগ করা হয়। শুক্রবার রাতেও তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী গুলি চালায় বলে অভিযোগ। তাতে একজন আহত হন। এছাড়াও চলে বোমাবাজি। যদিও তৃণমূল প্রার্থী মজিদুল হকের দাবি, কংগ্রেসই গতকাল থেকে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে।অন্যদিকে, দিনহাটার গোবরাছড়া ৬/১৬৬ নম্বর বুথের ভেতর বোমা, গুলি চলার অভিযোগ ওঠে। প্রাণ হাতে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ডিসিআরসিতে আসেন ভোটকর্মীরা। ভোট কর্মীদের অভিযোগ, দীর্ঘক্ষণ থেকে তাঁদের বুথে বোমা, গুলি চলছে। প্রশাসনকে জানানোর পরও তাঁদের উদ্ধার করা হয়নি।

পাশাপাশি, এদিন ভোট দিতে না পেরে পথ অবরোধে শামিল হন স্থানীয়রা। নিশিগঞ্জ-মাথাভাঙ্গা রাজ্য সড়কের আমতলায় এদিন পথ অবরোধ করা হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, নিশিগঞ্জ ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোজনের ছড়া বুথে এদিন ভোট দিতে বাধা দেন তৃণমূলের একাংশ নেতা-কর্মী। অনেক চেষ্টা করেও বুথ কেন্দ্র পর্যন্ত তাঁরা পৌঁছোতে পারেননি। অবশেষে তাঁরা ভোটাধিকারের দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। যদিও সব ক্ষেত্রেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

জনজাতিদের

● **প্রথম পাতার পর**

হতে চাইলে হতে পারতাম। কিন্তু আমার চাই তিপ্রাসাদের সম্মান ও অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। তিনি জোরের সঙ্গে বলেন আইপিএফটি যে ভুল করেছে আমি সেই ভুল করবো না।

মন্ত্রিত্বের লোভে বিনা এগ্রিমেন্টে গোটা কমিউনিটির সঙ্গে প্রতারণা করতে পারব না। দিল্লিতে অমিত শাহ, নরেন্দ্র মোদি এবং হেমন্ত বিশ্ব শর্মার কাছেও আমি একই দাবি জানিয়ে এসেছি গ্রেটার তিপ্রালান্ড চাই। তিনি এও বলেন আজ না হোক একদিন না একদিন এই দাবি আদায় করে আনবো। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিপাসাদের সঙ্গে থেকে অধিকার রক্ষার লড়াই করে যাবো। তিনি বলেন মাথা পার্টি না একটি মুভমেন্ট। আমি ত্রিপুরা মাথার চেয়েও তিপাসাদের অনেক বেশি ভালোবাসি। যড়যন্ত্র চলছে আমাদেরকে কমজোর করার। এ বিষয়েও তিনি দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে সতর্ক বার্তা দিলেন।যারা ক্ষমতার, চাকরি, মন্ত্রিত্বের জন্য দল ছাড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন তারা যেতে পারেন। তবে একথা বলতে হবে আগামী প্রজন্মের জন্য আপনি কি রেখে গেছেন। পরবর্তী প্রজন্ম কি পেল এর জবাব আপনাকে দিতে হবে। বারবার তিনি দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন আন্দোলন জারি রাখুন।

চাপে রাখুন সরকারকে। যতদিন ভারত সরকারের কে চাপে রাখতে পারবেন ততই নিজেদের অধিকার আদায় করতে সক্ষম হবেন। নিজের জন্য না ভেবে কমিউনিটির জন্য ভাবুন। কমিউনিটি আপনাদের সুরক্ষা প্রটেকশন দেবে। আগামী দিনে গ্রেটার তিপ্রালান্ড নিয়ে বড়সড়ো আন্দোলনে নামছে মাথা এমনটাও ইঙ্গিত পাওয়া গেল প্রদ্যুতের কথায়। এদিন দলীয় কর্মীরা মিছিল করে মাদকবাড়ি র দশরম পাড়া এলাকায় জড়ো হয়। প্রদ্যুৎ সেই সভা থেকে দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দেন গ্রেটার তিপ্রালান্ড নিয়ে জুড়ালো আন্দোলনের নামর। এদিন সভায় বক্তব্য রাখেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা, মথার সভাপতি বিজয় রাংখল সহ অন্যান্য।

ক্রীড়াঙ্গন

দলীপ ট্রফি : অমীমাংসিত সেমিফাইনাল ইনিংস লিড নিয়ে ফাইনালে পশ্চিমাঞ্চল

পশ্চিমাঞ্চল: ২২০, ২৯৭. মধ্যাঞ্চল: ১২৮, ১২৮/৪

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। ব্যাটিং ব্যর্থতার দায় এড়াতে পারবেনা মধ্যাঞ্চল। গুরুত্বপূর্ণ সেমিফাইনাল ম্যাচ ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে। তবে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে পশ্চিমাঞ্চল পৌঁছেছে দলীপ ট্রফির ফাইনালে। মধ্যাঞ্চলের ব্যাটিং পারফরম্যান্স প্রথম ইনিংসের তুলনায় দ্বিতীয় ইনিংসে একটু বেশি সমৃদ্ধ হওয়ায় সরাসরি পরাজয় রুখতে পেরেছে। তবে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে পশ্চিমাঞ্চল ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র ছিনিয়ে নিয়েছে। পশ্চিমাঞ্চল বনাম মধ্যাঞ্চলের মধ্যে দলীপ ট্রফির সেমিফাইনাল ম্যাচ বেঙ্গালুরুর আলুর ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ড্র-তে নিষ্পত্তি হয়েছে। প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে পশ্চিমাঞ্চল ২২০ রানে ইনিংস শেষ করলে জবাবে মধ্যাঞ্চল ১২৮ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

৯২ রানে লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে পশ্চিমাঞ্চল ২৫৭ রান সংগ্রহ করে। মধ্যাঞ্চলের সামনে জয়ের জন্য বড় স্কোরের টার্গেট ছুঁড়ে দেয়। মধ্যাঞ্চলের ব্যাটার্সরা দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাট চালিয়ে সরাসরি পরাজয় রুখতে পেরেছে। খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৩৫ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১২৮ রান সংগ্রহ করেছে। ম্যাচ ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে। সামগ্রিক ম্যাচে চেতেশ্বর পুজারার ১৩৩ রান এবং মধ্যাঞ্চলের শিবম মাভীর ৪৪ রানে ৬ উইকেট দখল উল্লেখযোগ্য।

সোনামুড়ায় ক্রিকেট : সুপার ফোরে জয়ের ধারা অব্যাহত নেতাজি সঙ্ঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৮ জুলাই।। বিফলে গেলো ইকবাল হুসেনের বিধ্বংসী বোলিং। জয়ের ধারা অব্যহত রাখলো নেতাজি সঙ্ঘ। টানা ২ ম্যাচে জয় পেয়ে সুপার ফোরে শীর্ষে রইলো নেতাজি সঙ্ঘ। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্রিকেটের সুপার ফোরে। মেলাঘর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে নেতাজি সঙ্ঘ ৪৬ রানে পরাজিত করে মতিনগর প্লে সেন্টারকে। নেতাজি সঙ্ঘের গড়া ১৮৯ রানের জবাবে মতিনগর প্লে সেন্টার ১৪৩ রান করতে সক্ষম হয়। বিজীত দলের ইকবাল হুসেন ৬ উইকেট এবং বিজয়ী দলের অরিন্দম বর্মন ৫৬ রান করেন। শনিবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে নেতাজি সঙ্ঘ ৩৬.৫ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৮৯ রান করে। দলের পক্ষে অরিন্দম বর্মন ২২ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৬, উত্তম দে ৬০ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১, রণজিৎ বর্মন ৪০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২১, তিলক সরকার ৩৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ এবং দলনায়ক রাজীব সাহা ১৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। মতিনগর প্লে সেন্টারের পক্ষে ইকবাল হুসেন ৫৯ রানে ৬ টি এবং গনেশ দেববর্মা ৩০ রানে ২ টি উইকেট পেয়েছেন। জবাবে খেলতে নেমে মতিনগর প্লে সেন্টার ১৪৩ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে গনেশ দেববর্মা ২৮ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৭, আর পি সিং ২৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫, সর্বানন্দ সিনহা ১১ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ এবং কিশোর দেববর্মা ২৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ রান করেন। নেতাজি সঙ্ঘের পক্ষে আবু তাহের ১৮ রান দিয়ে ৩ টি, রাজীব সাহা ২৫ রান দিয়ে ৩ টি এবং দেবরাজ দে ৩৭ রান দিয়ে ২ টি উইকেট পেয়েছেন।

প্রস্তুতি ম্যাচে শ্রেষ্ঠাংশু-র ৫৭ রান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। প্রস্তুতি ম্যাচে বড় ব্যবধানে জয় পেলো প্রগতি প্লেসেন্টার। ১০৭ রানে পরাজিত করে ক্রিকেট অনুরাগীকে। অনূর্ধ-১৩ বিভাগে। দীর্ঘদিন অনুশীলনের পর ক্রিকেটারদের মধ্যে কোথায় ফাকফোকড় রয়েছে তা দেখে নেওয়ার জন্য দুই সেন্টারের উদ্যোগে ওই প্রস্তুতি ম্যাচ। নোয়াবাদি মাঠে হয় ম্যাচটি। তাতে ব্যাটে-বলে দাপট দেখিয়ে জয় ছিনিয়ে নেয় নয়নমনে দেববর্মার ছেলেরা। ম্যাচে নজর কাড়ে শ্রেষ্ঠাংশু দেব। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে ১৭০ রান করে। দলের পক্ষে শ্রেষ্ঠাংশু দেব ৫৭ (অপ:),ঋদ্ধিমান কর ২৯ এবং দেবপ্রিয় দে ২২ রান করে। জবাবে খেলতে নেমে প্রগতি পি সি-র বোলারদের আটোসাটো বোলিংয়ে মাত্র ৬৩ রানে গুটিয়ে যায় ক্রিকেট অনুরাগী। প্রগতির পক্ষে ইয়াশ দেববর্মা ৩ টি, দেবপ্রিয় দে এবং রাহুল খান ২ টি উইকেট পেয়েছে।

দলীপ ট্রফি : ২ উইকেটে রোমাঞ্চকর জয় ছিনিয়ে দক্ষিণাঞ্চল ফাইনালে

উত্তরাঞ্চল: ১৯৮, ২১১ দক্ষিণ অঞ্চল: ১৯৫, ২১৯/৮

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। রোমাঞ্চকর জয় পেয়েছে দক্ষিণাঞ্চল। তাও ঠিক দুই উইকেটের ব্যবধানে। তিন রানে লিড নেওয়া উত্তরাঞ্চলের আফসোস রয়ে গেল সেমিফাইনালে দুই উইকেটে হেরে ফাইনালের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়ার জন্যে। অনেকটা বুদ্ধিদীপ্ত লড়াই এবং দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং মূলতঃ দক্ষিণাঞ্চলকে জয় এনে দিয়েছে। এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে দলীপ ট্রফির সেমিফাইনাল ম্যাচে প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে উত্তরাঞ্চল ১৯৮ রানে ইনিংস শেষ করলে জবাবে দক্ষিণাঞ্চল যখন ১৯৫ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়, তখনই মনে হয়েছিল ম্যাচ বেশ জমজমাট হবে। কার্যত তাই হয়েছে।

তিন রানে লিড নিয়ে উত্তরাঞ্চল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে ২১১ রান সংগ্রহ করলে দক্ষিণ অঞ্চলের সামনে ২১৫ রানের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায়। দক্ষিণাঞ্চলের হয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজটা করেছে অধিনায়ক বিহারী, উইকেট রক্ষক রিকি, আর সবশেষে শাই কিশোর। মৈয়াঙ্কের ৫৪ রান, বিহারীর ৪৩ রান ও রিকির ৩৪ রানের পর রাই কিশোর ১৫ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয় এনে দেয়। ৩৬.১ ওভার খেলে আট উইকেট হারিয়ে দক্ষিণাঞ্চল জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দুই উইকেটে জয়ী হয়ে দক্ষিণাঞ্চল দলীপ ট্রফির ফাইনালে পৌঁছেছে।

আন্ত: মহকুমা প্রেসক্লাব ফুটবলে এন্ট্রি নিতে আহ্বান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। বিগত বছরের মতো এবারও আগরতলা প্রেসক্লাব আয়োজিত আন্ত: মহকুমা প্রেসক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সেভেন এ- সাইড খেলায় প্রতি দলের হয়ে ১০ জন করে নাম নথিভুক্ত করা যাবে। আগামী ১৬ জুলাই, রবিবার আগরতলায় আয়োজিত এই ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য মহকুমা প্রেস ক্লাবগুলোকে আগামী ১২ জুলাইয়ের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত সন্তোষ গোপের কাছে ফোনে যোগাযোগ করে খেলোয়াড়দের নাম নথিভুক্ত করে এন্ট্রি নিতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। আগরতলা প্রেসক্লাব থেকে দুটো দল এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবে। আগরতলা প্রেসক্লাবের হয়ে খেলতে ইচ্ছুক প্রেস ক্লাবের সদস্য খেলোয়ারদের আগামী ১০ জুলাইয়ের মধ্যে প্রেস ক্লাবের কমনরুমে নাম জমা দিতে বলা হয়েছে। প্রেস ক্লাবের স্পোর্টস কমিটির কনভেনার অভিষেক দে এক বিবৃতিতে এই খবর জানিয়েছেন।

লীগ ফুটবলে ডার্লং দাপট মৌচাকে বিধ্বস্ত স্পোর্টস স্কুল

মৌচাক: ৪ স্পোর্টস স্কুল : ১

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। মৌচাকে দারুণভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। প্রথমার্ধে এলটনের জোড়া ফলা এবং দ্বিতীয়ার্ধে অ্যালেক্স ও ভিক্টরের জোড়া গোলে পর্যদস্ত ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত বি ডিভিশন লীগ ফুটবলের গুরুত্বপূর্ণ খেলায় মৌচাক ক্লাব চার-এক গোলের ব্যবধানে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল কে পরাজিত করেছে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল যেন আজ অনেকটাই ছন্নছাড়া খেলেছে। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল দুই-এক গোলে এগিয়েছিল। খেলার ১৯ মিনিটের মাথায় অ্যালটন ডার্লং এর প্রথম গোল। ১৯ মিনিট ব্যবধানে ফের দ্বিতীয় গোল অ্যালটনের পা থেকেই।তবে প্রতিরোধ গড়ার পাশাপাশি গোল পরিশোধে চেষ্টা চালালে দু মিনিট বাদে লিয়ান ডার্লং একটি গোল করে ব্যবধান কমিয়ে আনে। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় লড়াই চোখে পড়লেও কার্যত মৌচাকের আক্রমণাত্মক লড়াই স্পোর্টস স্কুল পিছপা হয়। খেলার ৬৫ মিনিটের মাথায় এলেক্স এবং পাঁচ মিনিট বাদে ভিপ্টর ত্রিপুরা পর পর দুটো গোল করলে শেষ পর্যন্ত মৌচাক ক্লাব তারেক গুলো জয় ছিনিয়ে নেয়। পরবর্তী সময়ে দু দলের গোলমুখী আক্রমণ পরিলক্ষিত হলেও ষষ্ঠ গোলের সন্ধান কেউ দিতে পারেনি। উল্লেখ্য, খেলার প্রথমার্ধেই দুদলের দুইজন জন জমাতিয়া ও সুস্থ হরি জমাতিয়াকে খেলায় সদাচরণের দায়ে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি আদিত্য দেববর্মা, সত্যজিৎ দেব রায়, কার্তিক দাস ও শিবজ্যোতি চক্রবর্তী।

শান্তির বাজারে চ্যালেঞ্জার ট্রফি কসমোপলিটনের ঘরে, রানার্স মুহুরিপুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। মহকুমার সেরা কসমোপলিটন ক্লাব। প্লে অফের প্রথম ম্যাচের পরাজয়ের সুমধুর বদলা নেওয়ার পাশাপাশি খেতাব জয় করলো কসমোপলিটন ক্লাব। রাজদীপ দত্ত-র ঝড়ো ব্যাটিংয়ে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত চ্যালেঞ্জার ট্রফি সিনিয়র ক্রিকেটে। বাইখোরা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে কসমোপলিটন ক্লাব ৬ উইকেটে পরাজিত করে মুহুরিপুর জনকল্যাণ লমিতি-কে। শনিবার মুহুরিপুর জনকল্যাণ সমিতির গড়া ২০৩ রানের জবাবে বৃষ্টির জন্য যখন খেলা বন্ধ হয় তখন কসমোপলিটন ক্লাবের সামনে লক্ষ্য ছিলো ২০ ওভারে ১১৭ রান। যা ৮ ওভার বাকি থাকতেই ৪ উইকেট হারিয়ে করেনেয় কসমোপলিটন ক্লাব। বিজয়ী দলের রাজদীপ দত্ত ঝড়ো ৬২ রান করেন।আউট ফিল্ড ভিজে থাকায় এদিন ম্যাচ কিছুটা দেরীতে শুরু হয়। তাই ওভার কমিয়ে আনা হয় ৩৫ এ। সকালেটসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে মুহুরিপুর জনকল্যাণ সমিতি নির্ধারিত ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ২০৩ রান করে। দলের পক্ষে চিরঞ্জীৎ দাস ৬৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৬, বিপ্লব দাস ৪৮ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৯ (অপ:), প্রশান্ত দেবনাথ ২৯ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৩, অভিজিৎ মিত্র ১৯ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ (অপ:) এবং মিটুন সরকার ২৪ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৭ রান।

কসমোপলিটন ক্লাবের পক্ষে সম্রাট মজুমদার ৩৪ রানে ৩ টি এবং গোবিন্দ মজুমদার ৪২ রানে ২ টি উইকেট পেয়েছেন। এরপরই শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টি কমতেই কসমোপলিটনের সামনে লক্ষ্যমাত্রা দাড়ায় ২০ ওভারে ১১৭ রান। সহজ লক্ষ্যকে তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই ২২ গজে বিধ্বংসী রূপ নেন ওপেনার রাজদীপ দত্ত। শেষ পর্যন্ত ১২ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় কসমোপলিটন ক্লাব। দলের পক্ষে রাজদীপ দত্ত ৩২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ৭ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬২, জনক রিয়াং ২১ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং অপূর্ব বিশ্বাস ১৪ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ (অপ:) রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৭ রান। মুহুরি পুর জনকল্যাণ সমিতির পক্ষে আশিষ দত্ত ৩১ রান খরচ করে ২ উইকেট দখল করেন। ৬ উইকেটে জয় পেয়ে মহকুমার সেরা হয় কসমোপলিটন ক্লাব। খেলা শেষে মাঠেই বিজয়োল্লাসে মেতে উঠেন কসমোপলিটনের ক্রিকেটাররা।

মহিলা ফুটবল: দুরপতি-র হ্যাটট্রিক কিল্লার গোলের মালা ইকফাইকে

কিল্লা মর্ণিং ক্লাব-১০ **ইকফাই-০**

(দুরপতি-হ্যাটট্রিক,থাইবাইতি-২, কাজন্তি-২,লক্ষ্মীতা,পঞ্চমী, উমা)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। গোলের বণ্যা। অরুন্ধতীনগর পুলিস মাঠে। আর ওই গোলের বণ্যায় ভাসলো নবাগত ইকফাই। কার্যত একতরফা ম্যাচে শক্তিশালী কিল্লা মর্ণিং ক্লাব ১০-০ গোলে বিধ্বস্ত করে ইকফাইকে। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত মহিলা ফুটবল লিগে। ম্যাচে বিজয়ী দলের দুরপতি দেববর্মা হ্যাটট্রিক করে। গতি, শক্তি এবং দক্ষতা- তিন বিভাগেই কিল্লার ফুটবলাররা অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে ম্যাচের আগেই এমন অনুমান করা গেছে। ফুটবলপ্রেমীদের আশা ছিলো ইকফাইয়ের নবাগত ফুটবলাররা কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। কার্যত তা দেখা গেলো না। অনেকটা অনায়াসেই নিজেদের প্রথম ম্যাচে জয় পেলো কিল্লা মর্ণিং ক্লাব। ম্যাচের শুরু থেকেই বিপক্ষের উপর আক্রমণ চালান কিল্লার ফুটবলাররা। ক্রমাগত আক্রমণে শুরুতেই ইকফাই এর রক্ষণভাগে চিড় ধরে। ম্যাচের ৩ এবং ৪ মিনিটে পর পর দুটি গোল করে থাইবাইতি জমাতিয়া বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কতটা তৈরী হয়ে ওরা আসরে খেলতে নেমেছেন। এরপরই কার্যত হাল ছেড়ে দেন ইকফাই এর ফুটবলাররা। ম্যাচের ৯ মিনিটে লক্ষ্মীতা রিয়াং, ১৩ মিনিটে পঞ্চমী দেবনাথ এবং ৩২ মিনিটে দুরপতি দেববর্মা গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের গতি আরও বাড়ায় কিল্লা। ৫২ ও ৬০ মিনিটে পর পর দুটি গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক করেন দুরপতি দেববর্মা। ৬৪ ও ৭০ মিনিটে কাজন্তি রিয়াং এবং ৮০ মিনিটে উমা জমাতিয়া ইকফাই এর জালে শেষ বার বল পাঠান। শেষ পর্যন্ত ইকফাইকে বিধ্বস্ত করে ১০-০ গোলে জয় পায় কিল্লা মর্ণিং ক্লাব। খেলা পরিচালনা করেন সুকান্ত দত্ত।

ফুটবল রেফারিকে শোকজ নোটিশ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। ফুটবল রেফারি তাপস দেবনাথ ও বিপ্লব সিনহাকে শোকজ নোটিশ ধরানো হয়েছে। সম্প্রতি ছামনু-তে আয়োজিত ললিত মোহন মেমোরিয়াল ফুটবল টুর্নামেন্টে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন এবং ত্রিপুরার রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের কোন প্রকার অনুমতি নেয়নি বলে খবর রয়েছে। পাশাপাশি দেখা গেছে ত্রিপুরার রেফারি এসোসিয়েশনের রেজিস্ট্রিকৃত রেফারি তাপস দেবনাথ ও বিপ্লব সিনহা ওই টুর্নামেন্টে বাঁশী হাতে মাঠে নেমেছে। তাই সংস্থা থেকে দুজনকে শোকজ নোটিশ ধরানো হয়েছে বলে ত্রিপুরা রেফারি এসোসিয়েশনের সম্পাদক নারায়ণ দে এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন।

ত্রিপুরা টেস্ট ওপেন মৌথাই চ্যাম্পিয়ানশীপ অনুষ্ঠিত হয়েছে বৃহস্পতিবার।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণে

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লেক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

আন্তর্জাতিক পাচার চক্রের মৃগয়া ক্ষেত্রে পরিণত সিপাহীজলা জেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। আন্তর্জাতিক পাচার চক্রের মৃগয়া ক্ষেত্রে রূপ নিয়েছে সিপাহীজলা জেলা। বহিঃরাজ্য থেকে রাজ্যে যত নেশা সামগ্রী প্রবেশ করে তা বিশালগড় হয়েই রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে বা বাংলাদেশে পাচার হয় । দেরিতে হলেও অবশেষে আরক্ষা প্রশাসন এই অভিযোগকে মান্যতা দিয়েছে। আর এই অবাধ পাচার বাণিজ্য রংখতে সিপাহীজলা জেলার মেলাঘর এবং বিশালগড়ে দুটি নাকা চেকিং পোস্ট বসিয়েছে সিপাহীজলা জেলা পুলিশ। বিশালগড়ের নাকা পোষ্টটি বসানো হয়েছে বিশালগড়-বক্সনগর সড়কের চেলিখলা এলাকায়। যেখানে সিআরপিএফ, টিএসআর এবং রাজ্য পুলিশের জওয়ানদের দিয়ে ২৪ ঘন্টা এই রাস্তায় যাতায়াতকারী সমস্ত যানবাহন গুলোতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তল্লাশি চালানো হয় বলে পুলিশের দাবি। গত এক সপ্তাহ ধরেই এই নাকা পোস্টে চেকিং চলছে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই নাকা পয়েন্টে এখনো পর্যন্ত কোনও গাড়ি থেকে কোনও অবৈধ সামগ্রী উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। তার কারণ হিসেবে সূত্র মারফত জানা গেছে আরক্ষা কর্মীরা কোনও অবৈধ সামগ্রী বোঝাই গাড়িকে আটকে তল্লাশি চালাতে গেলেই কোন একটা মহল থেকে খবর আসে এই গাড়ি বিশালগড় থানায় রফা দিয়ে এ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। তাই একে আটকানো যাবে না। বাধ্য হয়ে নিচুস্তরের আরক্ষা কর্মীদের গাড়িগুলিকে ছেড়ে দিতে হয়। শুক্রবার মধ্যরাতে চেলিখলাস্থিত নাকা পয়েন্টটি পরিদর্শনে যান সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র চৌধুরী। তিনি জানান আরক্ষা কর্মীরা ২৪ ঘন্টা এই নাকা পয়েন্টে সক্রিয় রয়েছে। মূলত নেশা সামগ্রী সহ সমস্ত ধরনের অবৈধ পাচার বন্ধ করতেই এই নাকা পয়েন্ট বসানো হয়েছে। এই নাকা পয়েন্টগুলি নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়তে অন্যতম ভূমিকা নেবে বলেও আশা ব্যক্ত করেন শ্রী চৌধুরী। ডেল্লিখ্য, বিশালগড়-বক্সনগর সড়ক হয়ে দিনে কয়েক শতাধিক গরু, চিনি, শব্দ বাজি, গাঁজা, ফেনসিডিল, ইয়াবা, ব্রাউন সুগার সহ অন্যান্য অবৈধ সামগ্রী বোঝাই গাড়ি বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে চলাচল করে। অথচ পুলিশ এসব পাচার বন্ধ করতে পারছে না। এর পেছনে যে বড় ধরনের রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রাজ্য সরকার রাজ্যকে নেশা মুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও একাংশের পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীদের দৌলতেই এই পরিকল্পনা ভেস্তে যাচ্ছে। এ বিষয়ে রাজের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য সরকারকে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে মনে করছেন তথ্যাবিজ্ঞ মহল। অন্যথায় যুব সমাজ যেভাবে নেশার অতল তলে ডুবে যাচ্ছে তা থেকে তাদের রক্ষা করা কোন ভাবেই সম্ভব হবে না।

জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা টিআরকেএসের লেন্ড রেকর্ড এন্ড সেটেলমেন্ট ইউনিটের সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ছবি নিজস্ব।

পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৮ জুলাই।। মদ খেয়ে আরেকজনের পুকুরে কাজ করতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হলো এক ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তির নাম কৃপেশ দেববর্মা। বয়স ৬২। ঘটনাটি ঘটে কল্যাণপুরের রজনী সর্দার পাড়ায়। পুলিশ সূত্রে খবর মদ খেয়ে ওই ব্যক্তি আরেকজনের পুকুরে নামে পাড় বাধানোর কাজে। কিন্তু হটাৎ ই সে জলে ডুবে যায়। নেশার কারণে সে আর নিজেকে বাঁচাতে পারে নি। পরে তাকে উদ্ধার করে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ময়নাতদন্তের পর পুলিশ মৃতদেহ পরিবারের হাতে দিয়ে দেয়। কল্যাণপুর থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত করছে। এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে এলাকায় শোক দেখা দেয়।

অগ্নিকান্ড থেকে অল্পতে রক্ষা জিবি হাসপাতালের ডায়ালেসিস বিভাগের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। শনিবার বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে জিবি হাসপাতালের ডায়ালিসিসি বিভাগ। এক বছরের মধ্যে এটি দ্বিতীয় অগ্নিকান্ডের ঘটনা। বৈদ্যুতিক শর্ট-সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বলে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতালের কর্মী থেকে শুরু করে ডায়ালিসিস করাতে আসা রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনদের মধ্যে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। হাসপাতালের মত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এভাবে পরপর শর্ট সার্কিট হওয়ার ঘটনার জন্য নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করা এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সংস্কার না করাকেই দায়ী করেছেন অনেকে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা যায়, আচমকা শনিবার জিবি হাসপাতালের ডায়ালিসিস বিভাগে অগ্নিকাণ্ড ঘটে! তবে সচেতন থাকায় অল্পপেতে
বড়সড় অঘটন থেকে রক্ষা পেল হাসপাতাল।জিবি হাসপাতালে ডায়ালিসিস বিভাগে জলের পাম্পের মধ্যে হঠাৎ করে বৈদ্যুতিক শট সার্কিট থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে পুরো ঘরটিতে।।সেখানে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীরা বিষয়টি দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে কুঞ্জবন দমকল কর্মীদের খবর দেয়।। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকলের কর্মীরা এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।। দমকলের এক কর্মী জানান যে সময় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে পাশেই একটি রুমেই চলছিল রোগীদের ডায়ালোসিস।। যদি দমকলের কর্মীরা সঠিক সময় ঘটনাস্থলে না আসতো তাহলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।। আগুনের খবর ছড়িয়ে পড়তেই রোগীর পরিজনদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রাণের ভয়ে সবাই হাসপাতালে বাইরে চলে আসে।। আজ থেকে এক বছর আগে একই ধরনের অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল ডায়ালিসিস ওয়ার্ডে।। আজকে অগ্নিকাণ্ড ঘটনা দ্বিতীয়বার। বারবার একই ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘিরে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ছৈলেংটায় চক্ষু চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। ছৈলেংটা বুদ্ধ মন্দিরে মন্দির কমিটির উদ্যোগে এক চক্ষু চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে বহু মানুষ চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ গ্রহণ করেন। ডঃ পারুলদ্বীপ চাকমা । বৌদ্ধ মন্দিরের উদ্যোগে এ ধরনের স্বাস্থ্য পরিষেবার আয়োজন করায়ে স্থানীয় লোকজনরা সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। শিবিরে লোকজনদের চক্ষু পরীক্ষা করে বিনামূল্যে ওষুধপত্র প্রদান করা হয়। আগামী দিনেও এ ধরনের শিবির করা হবে বলে উদ্যোক্তারা নিয়েছেন। একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এ ধরনের স্বাস্থ্য শিবির সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে।।

চুরাইবাড়িতে বিস্তর পরিমাণে গাঁজা উদ্ধার, গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। ফের ত্রিপুরা পুলিশের চেঁখে ফাঁকি দিয়ে অসম চুড়াইবাড়ি পুলিশের নাকা পয়েন্টে পৌঁছতেই বিপুল পরিমাণ গাঁজা বোঝাই ডাম্পার গাড়ি সহ আটক দুই পাচারকারি। দেড় টনেরও অধিক গাঁজা আটক করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে ত্রিপুরা পুলিশের বিরুদ্ধে। বারবার ত্রিপুরা চুড়াইবাড়ি পুলিশের চেঁখে ধুলো দিয়ে অসমে প্রবেশ করতেই ওয়াচ পোস্টের নাকা পয়েন্ট আটক হচ্ছে বিভিন্ন নেশা সামগ্রী বোঝাই লরিগুলো। শনিবারও এর ব্যতিক্রম হয়নি। সকাল দশটা নাগাদ আগরতলা থেকে একটি চৌদ্দ চাকার খালি ডাম্পার গাড়ি ত্রিপুরা সীমান্ত পেরিয়ে অসম চুড়াইবাড়ি ওয়াচপোস্টের নাকা পয়েন্টে আসতেই ইনচার্জ প্রণব মিলি গাড়িটি সিগন্যাল দিয়ে তল্লাশি করেন। তখন গাড়ির বডির ভেতরের গোপন কেবিনে থাকা গাঁজা গুলি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। ৮২ প্যাকেটে মোট ১৬৪০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়েছে, যার কালোবাজারি মূল্য এক কোটি চৌষট্টি লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে। রাজ্যের সোনামুড়ার দুই যুবক রাকেশ গাজী(৩০) ও ফজর আলীকে(৩০) আটক করা হয়েছে। তারা জানায় দুজনে আশি হাজার টাকার বিনিময়ে এই বিপুল পরিমাণ গাঁজাগুলি আগরতলা থেকে কলকাতা নিয়ে যাচ্ছিল। ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করে বাজারীছড়া পুলিশের হাতে সমঝে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য জাতীয় সড়ক দিয়ে প্রতিনিয়ত ত্রিপুরা থেকে গাজা বহিরাজ্যে পাচার হচ্ছে। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে প্রতিনিয়ত এভাবে গাঁজা পাচারের ঘটনায় জনমনে নানা কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশের একাংশের যোগসাজসেই প্রতিনিয়ত গাঁজা পাছার বাণিজ্য অব্যাহত হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ এবং চোরাই বাড়ি আউটপোস্ট কঠোর মনোভাব গ্রহণ করলে এভাবে গাঁজা পাচার সম্ভব হতো না বলেও অভিমত।

বিলোনীয়ায় অসহায় মহিলাকে উদ্ধার করল এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৮ জুলাই।। বিলোনিয়ায় আজ বেলা তিনটায় বিলোনিয়া মহাশ্মশান সংলগ্ন বরজ কলোনি এলাকায় একদল যুবক ৬ বছরের একটি মেয়েকে একা রাস্তায় ঘোরাফেরা করতে দেখে আটক করে। তারপর জানা যায় মেয়েটির নাম অবন্তিকা বিশ্বাস বাবা মৃত পলাশ বিশ্বাস বাড়ি বিলোনিয়ার সাড়াসীমা এলাকায়। মা রাখি কর্মকার মেয়েটিকে একা ছেড়ে চলে গেছে। মেয়েটিকে কোথাও ছেড়ে দিয়ে নিজে অন্যত্র চলে যাওয়ার কৌশল রাখি কর্মকারের। জানায় এই কন্যা সন্তানটি তার দ্বিতীয় স্বামীর। অবন্তিকার বড় বোনকে এর আগে হোমে দেওয়া হয়েছে তাই পথের কাঁটা এই মেয়েকে সরিয়ে দেওয়াই তার মূল লক্ষ্য। তারপর এলাকার যুবকরা ছোট্ট অবন্তিকাকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি এবং চাইল্ড লাইনের হাতে তুলে দেয়। ছোট্ট অবন্তিকা জানায় তার মা তাকে সবসময় মারধর করে ,তার দিদিকেও হোমে দিয়ে দিয়েছে, তাই এখন সেও হোমে যেতে চায়। তার মায়ের কাছে আর থাকবে না বলে জানায় ছোট্ট অবন্তিকা , তার মা তাকে স্কুলে ভর্তি করায়নি বলে জানায় সে। জন্মদাত্রী মায়ের প্রতি কতটা বিতশ্রদ্ধ হলে মাকে ত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে এই ছোট্ট শিশু তার প্রমাণ দিল অবন্তিকা আসল কথা হল বাবা না থাকার কারণে এত কষ্ট শিশুদের ,পাশাপাশি অবন্তিকার মা রাখি কর্মকার জানায় সে নিজেই চায় মেয়েকে হোমে দিতে ,পাশাপাশি তার অপরাধের কথাও সে নিজে তুলে ধরে।বর্তমানে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি এবং চাইল্ড লাইনের হাত ধরে ছোট্ট অবন্তিকার ঠাই হয় লাউগাং মনোরমা হোমে।

বিলোনীয়া মহিলা থানার ভূমিকায় হতাশ নির্যাতিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৮ জুলাই।। বিলোনিয়া মহিলা থানার অমানবিকতার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করল এক গৃহবধূ বার বার মহিলা থানার দরজায় অসহায় নির্যাতিতা গৃহবধূ কড়া নাড়লেও মন গলাতে পারেনি বিলোনিয়া মহিলা থানার ডিএসপি শিপ্রা বৈদ্যের ও ওসি স্বপ্না ভৌমিকের। স্বামীর বাড়িতে নির্যাতিতা এক গৃহবধূ সুবিচারের আশায় মহিলা থানার দ্বারস্থ হয়ে আজ ও কোন সুবিচার পেল না। মহিলা থানার ডিএসপি ও ওসি মহিলা হয়েও মহিলার প্রতি কেন এত নির্দয় তা নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে। আজ থেকে প্রায় চার মাস আগে পারুল বেগম বিলোনিয়া মহিলা থানায় বধূ নির্যাতনের মামলা দায়ের করে, শাশুড়ি বালি মিয়া, শশুর ইয়াকুব মিয়া, ননদের জামাই নিগু মিয়া ও ননদ নাসিমা খাতুনের বিরুদ্ধে। কিন্তু বিলোনিয়া মহিলা থানার ওসি স্বপ্না ভৌমিক কোন এক অদৃশ্য কারণে গত চার মাস একবারের জন্য তদন্ত করার উদ্যোগ গ্রহন করেনি এমনই অভিযোগ গৃহবধূর। এই ঘটনার বিষয়ে মহিলা থানার ডিএসপি অবগত হওয়ার পরেও হাত পা গুটিয়ে বসে রয়েছে বলে খবর।চার মাস আগে দায়ের করা মামলা, এখনও পর্যন্ত গৃহবধূর মামলা রেজিস্ট্রি করে আদালতে পাঠায়নি মহিলা থানার পুলিশ। গত ৬ই জুলাই নির্যাতিতা গৃহবধূ পারুল বেগম বাবার বাড়ি থেকে ছুটে আসে মহিলা থানাতে মামলার খোঁজখবর নিতে। তখনও এই মামলা রেজিস্ট্রি করেনি।বাধ্য হয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে নির্যাতিতা গৃহবধূ পারুল বেগম নিজের ক্ষোভের কথা জানিয়ে বলেন যদি মহিলা থানা মামলা গ্রহন না করে তাহলে সরাসরি আদালতের দ্বারস্থ হবেন পারুল বেগম। বধূ নির্যাতনের ঘটনাটি ঘটে বিলোনিয়া আমজাদ নগর এলাকায়, পারুল বেগমের স্বামী রুবেল মিয়া বিভিন্ন পাচার কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে বিলোনিয়ার দুই থানাকে ম্যানেজ করে নিয়েছে বলে এমনই গুঞ্জন রয়েছে। অবশেষে থানার দ্বারস্থ হবার পরেও কোন সুরাহা পাচ্ছে না নির্যাতিতা পারুল, বিচারের আশায় দ্বারে দ্বারে এই নির্যাতিতা গৃহবধূ পারুল বেগম।

তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন এলাকায় গবাদি পশুর নানা রোগের প্রাদুর্ভাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। তেলিয়ামুড়ার বেশ কয়েকটি এলাকায় গবাদি পশুর নানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে বলে খবর মিলেছে। তাতে গবাদি পশুপালকরা আতঙ্কগ্রস্থ। সংবাদ সূত্রে জানা যায় তেলিয়ামুড়া শহর সংলগ্ন
গবাদি পশুর শরীরে অজানা রোগের প্রাদুর্ভাব, আতঙ্কিত সংশ্লিষ্ট এলাকার পশু পালকেরা। ঘটনার বিবরণে জানা যায়,, এই সময়ের মধ্যে তেলিয়ামুড়া শহর এলাকার বিভিন্ন এলাকায় গবাদি পশুর গায়ে এক ধরনের বড় আকারের ফোড়া তৈরি হচ্ছে। একটা সময় এগুলো ফেটে রক্ত বের হওয়ার উপক্রম হচ্ছে বলে দু-একজন গো-পালকের সাথে কথা বলে জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে গো-পালকরা ইতিমধ্যে গবাদি পশুর চিকিৎসকদের সাথে কথা বললেও এই অজানা রোগের প্রাদুর্ভাব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে জানা গেছে। গো পালকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, এরকম উপসর্গ তারা কোনদিন প্রত্যক্ষ করেন”নি। দাবি উঠছে গোটা বিষয় নিয়ে অনতিবিলম্বে প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তর উপযুক্ত তদন্তক্রমে সঠিক ব্যাবস্থা গ্রহণ করুক। বিশেষ করে তেলিয়ামুড়ার ডি.এম কলোনি সহ পার্শবর্তী এলাকায় যেভাবে এই রোগ ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে অনতিবিলম্বে যদি নিয়ন্ত্রণ করা না যায় তাহলে আগামী দিনে সংশ্লিষ্ট এলাকার গো-পালকে”রা বড়সড়ো ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।

উদয়পুরে স্কুল হেলথ এন্ড ওয়েলনেস নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৮ জুলাই।। আজ আয়ুস্মান ভারতের অঙ্গ হিসেবে স্কুল হেলথ এন্ড ওয়েলনেস প্রোগ্রামের উপর পাঁচ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপ্তি হলো গোমতি জেলার উদয়পুর মাতাবাড়ি বি আর সি হলে। ভারত সরকারের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য দপ্তরের যৌথ ব্যবস্থাপনায় রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এই প্রশিক্ষণ শিবির।গত ৪ঠা জুলাই থেকে ৮ই জুলাই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় এই প্রশিক্ষণ শিবির। এই শিবিরে মাতাবাড়ি ব্লকের অধীন পাঁচটি সি আর সি সেন্টার থেকে বেয়াল্লিশ জন শিক্ষক/ শিক্ষিকা নিয়ে এই কর্মশালা বা প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।৪ঠা জুলাই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক অলকানন্দ জমাতিয়া, চন্দ্রপুর বি আর সি কো-অর্ডিনেটর তথা চন্দ্রপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাদল চক্রবর্তী , মাতাবাড়ি বি আর সির ,বি আর পি করবী মজুমদার, চন্দ্রপুর কলোনি সি আর সি সেন্টারের সি আর পি অপুরাম সরকার সহ অন্যান্য ব্যক্তি বর্গ। স্কুল হেল এন্ড ওয়েলনেস প্রোগ্রামের এগারোটি মডিউল নিয়ে এই প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ণ সময়ের জন্য পাঁচ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রশিক্ষক হিসেবে ত্রিপুরার মাস্টার ট্রেনার হিসেবে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন উদয়পুর চন্দ্রপুর কলোনির সি আর সি সেন্টারের সি আর পি অপুরাম সরকার ও মাতাবাড়ি বি আর সির ,বি আর পি করবী মজুমদার। আংশিক ভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে স্কুলের হেল এন্ড ওয়েলনেস এমবেসাডার তৈরীতে সাহায্য করেছেন টেপানিয়া ব্লকের বি আর পি পৃথ্বী রাজ ধর ।পাঁচ দিনের প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষক শিক্ষিকাদের হাতে সার্টিফিকেট তোলে দেওয়া হয় ।আজ শেষ দিনে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাতে শংসাপত্র দেওয়া হয়। শংসাপত্র তুলেদেন বি আর পি করবী মজুমদার, সি আর সি সেন্টারের সি আর পি অপুরাম সরকার সহ মাতাবাড়ি বি আর সির ,বি আর পি করবী মজুমদার। আংশিক ভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে স্কুলের হেল এন্ড ওয়েলনেস এমবেসাডার তৈরীতে সাহায্য করেছেন টেপানিয়া ব্লকের বি আর পি পৃথ্বী রাজ ধর ।পাঁচ দিনের প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষক শিক্ষিকাদের হাতে সার্টিফিকেট তোলে দেওয়া হয় ।আজ শেষ দিনে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাতে শংসাপত্র দেওয়া হয়।

সখীচরণ স্কুলের ছাত্রীদের মধ্যে স্কুলড্রেস বিতরণ করা হয় ছাত্রবন্ধু ক্লাবের উদ্যোগে। ছবি নিজস্ব।

সরকারি ভাবে স্বচ্ছ গ্রামের স্বীকৃতি না পেয়েও স্বচ্ছ গ্রাম কুকি বস্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। সরকারি ভাবে স্বচ্ছ গ্রামের স্বীকৃতি না পেয়েও স্বচ্ছ গ্রাম কুকি বস্তি। গ্রামের বাসিন্দারা নিজেদের উদ্যোগে গ্রামকে স্বচ্ছ রাখার জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করে চলেছে বিগত কয়েক বছর আগে থেকেই। এলাকায় প্রবেশ করলেই স্বচ্ছতা চোখে পরে। তেলিয়ামুড়া আর ডি ব্লকের অধীন হাওয়াইবাড়ি পঞ্চায়েত এর অন্তর্ভুক্ত কুকি বস্তি। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের পাশ দিয়ে কয়েকশ মিটার পথ অতিক্রম করলেই নজরে আসে গ্রামের বাসিন্দাদের সচেতনতার চিত্র। গ্রামের মানুষ নিজেদের উদ্যোগে রাস্তার দু পাশে ছোট ছোট ডাস্টবিন সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রেখেদিয়েছে। যাতে করে পথে চলাফেরা করার সময় মানুষ এর ব্যবহার করতে পারেন। ফলে রাস্তাঘাট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। পাশের অন্য রাস্তা থেকে এই কুকি বস্তি গ্রামে প্রবেশ করতেই তফাৎ টা যে কোন মানুষই উপলব্ধি করতে পারবে। সরকারি ভাবে এই গ্রামের স্বচ্ছতার কোন উদ্যোগের অপেক্ষায় নাথেকেও নিজেরা ইচ্ছে করলেই তা করা সম্ভব, এর উদাহরণ কুকি বস্তি। অন্যদিকে যে গ্রামকে স্বচ্ছ গ্রাম হিসেবে স্বীকৃত ধরা হয় সে সকল গ্রামের চাইতে তুলনামূলক ভাবে অনেকটা সুন্দর বলাযায় কুকি বস্তিকে। এলাকার বাদিন্দারা চাইছেন সরকার যেন এই গ্রামকে স্বচ্ছ গ্রাম হিসাবে ঘোষনা করেন। সরকার থেকে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সাধারণত দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে রাবার চাষের জন্য চারা এবং আনুসাংগীক সহযোগিতাও করা হয়েছে। এখন আগামী দিনে সরকারি ভাবে গ্রামের স্বচ্ছতা রক্ষার কোন পদক্ষেপের মাধ্যমে ওই গ্রামকে আরও সুন্দর করে তুলতে গ্রামবাসিরা ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তারা চাইছে স্থানীয় প্রশাসন এই উদ্যোগ গ্রহন করুক, এই প্রত্যাশায় রয়েছেন গ্রামবাসিরা।

আগরতলা রেলস্টেশন থেকে ৩০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার ধৃত দুই মহিলা সহ চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনে আবারও সাফল্য পেয়েছে আগরতলা রেল পুলিশ। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ৩০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে আরপিএফ। সাথে চারজনকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন রেল পুলিশের জনৈক আধিকারিক।
রেল পুলিশের আধিকারিক জানিয়েছেন, গোয়েন্দা সূত্রে খবর আসে, আগরতলা থেকে শিলচরের উদ্দেশ্যে গাঁজা পাচার হবে। প্রথমে খবর আসে যোগেন্দ্রনগর রেলস্টেশন থেকে উঠবে পাচারকারীরা। পরে খবর আসে আগরতলার যোগেন্দ্রনগর রেল স্টেশন থেকে উঠবে তারা। ওই খবরের ভিত্তিতে আগরতলা যোগেন্দ্রনগর রেলস্টেশনে অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজন চারজনকে আটক করে রেলপুলিশ। তাদের লটবহরে তল্লাশি চালিয়ে চারটি ব্যাগে মোট ৩০ কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, জানিয়েছেন তিনি। সাথে দুই মহিলা সহ চারজনকে আটক করা হয়েছে।তিনি জানান, ধৃতদের আগরতলা কলেজটিলার বাসিন্দা ঝুমা দেব এবং অনীতা চক্রবর্তী (১৭), বিশালগড়ের বাসিন্দা রাজু দাস (৩৫) ও পূর্ব প্রতাপগড়ের বাসিন্দা রাজু রায় (৩৭) বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস-এর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করে গ্রেফতার করা হয়েছে।

দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত ভবঘুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণুর, ৮ জুলাই।। শনিবার সন্ধ্যায় পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলো এক ভবঘুরে ব্যক্তি। তার নাম শ্যামল শীল (৫৫)। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে একটি মারুতি গাড়ি (TR০৪C০৭৫৬) যাত্রী নিয়ে দ্রুত বেগে কল্যাণপুর থেকে খোয়াই এর দিকে যাচ্ছিলো। ওই সময় কল্যাণপুর থানাধীন দ্বারিকাপুরে এক ভবঘুরে ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে দৌড়াচ্ছিলো। ওই ব্যক্তি কে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোড়ে ধাক্কা মারে। এতে রক্তাক্ত হয়ে গুরুতর আহত হয়ে ওই ব্যক্তি রাস্তায় লুটিয়ে পরেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মত এমনই। এরপরে গাড়ির যাত্রী এবং চালক মিলে তারাই সামান্য উদারতার পরিচয় দিয়ে আহত ব্যক্তি কে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে যায়। আহত ভবঘুরের আঘাত গুরুতর হলেও তার কোন আত্মীয় পরিজন দের খোঁজ সংবাদ লেখা অব্দি না মেলায় তাকে রাজধানীতে পাঠানো সম্ভব হয় নি। কল্যাণপুর থানা অবশ্য গাড়ির চালক মিঠুন দাস এবং গাড়িটি কে আটক করে ঘটনার তদন্তে নেমেছে। পুলিশ এর এখন মুখ্য কাজ হলো ওই ভবঘুরের আত্মীয় স্বজন এর খোঁজ করা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।